পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 297 Saturday, 27 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৯৭ সংখ্যা ❋ ১০ আশ্বিন ১৪৩২, শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘আপনি বিদ্যাসাগরের নাম নেওয়ার আগে ক্ষমা চান’

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ বাংলায় এসে পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেই সময় তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গেলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালনে। সঙ্গে উস্কে দিলেন ২০১৯ সালের সেই বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার কথাও। ‘অরাজনৈতিক কর্মসূচি’তে এসে অভিষেকের মুখে শোনা গেল ‘রাজনীতির কাহন’। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি। দাবি জানালেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তির কাছে ক্ষমা চাওয়ার। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বললেন, ‘‘আজকের এই কর্মসূচি রাজনৈতিক নয়। ২০১৯ সালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, যাঁর নেতৃত্বে ঘটেছিল। সেই ভাঙা মূর্তি এখানেই রয়েছে। বিদ্যাসাগর নবজাগরণের অগ্রদূত, বাল্যবিবাহ রোধ করেছিলেন, আমরা সবই পড়েছি, জেনেছি, শুনেছি। তবে বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, তাদের মানুষ জবাব দিয়েছে।’’ অভিষেকের সংযোজন, ‘‘আমার শুনে সত্যিই খুব খারাপ লাগল। তিনি দশ মিনিট দূরে একটা পুজো মন্ডপ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর এতটুকু বিবেক বোধ নেই যে আজ বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মদিবস। কিন্তু তিনি না তাঁর বাড়িতে গেলেন, না এলেন বিদ্যাসাগরে কলেজে। এই জন্যই ওদের আমরা বাংলা বিরোধী বলেছি। যতদিন এরা থাকবে বাংলা বিরোধী আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ দেখবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কোথায় এরা জানে না। এরা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান জানে না। আজ যাঁরা এসে বাংলায় দুর্গাপুজো উদ্বোধন করছেন, তাঁরা পাঁচ বছর আগেও বলত তৃণমূলের সরকার দুর্গাপুজো হতে দেয় না। এদিকে আমাদের সরকারের আমলেই দুর্গাপুজো ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্য কোনও রাজ্য তো এসব কিছু পায়নি।’’ অবশ্য অমিত শাহ বিদ্যাসাগর কলেজে না গেলেও, তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগরের কথা। এদিন শাহ বলেন, ‘‘আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জয়ন্তী। উনি তো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যা করেছেন তা কেউ ভুলতে পারবে না। বাংলা ভাষা, বাংলার ঐতিহ্য, আর এখানকার মহিলাদের শিক্ষার জন্য উনি নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই আমি ওঁকে মন থেকে প্রণাম করছি।’’ এখানেই থেমে থাকেননি অভিষেক। ক্ষমার দাবি থেকে বাঙালি অস্মিতা, শাহের দিকে নানা ইস্যুতেই আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ‘‘আজ যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এসেছেন সেই সময় একদিকে বিদ্যাসাগর জয়ন্তী। অন্যদিকে হাইকোর্টের থাপ্পড়। আগে তো ক্ষমা চাওয়া উচিত। বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনি যে কালীমন্দির যাচ্ছেন যান। কিন্তু তাঁর আগে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চান। আপনার নেতৃত্বে যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল, তারা আজও বহাল তবিয়তে বিজেপি করছে। রাজনৈতিক কথা বলতে চাই না। আমার আসা সম্পূর্ণ ভাবে অরাজনৈতিক।’’ কিন্তু হাইকোর্টের কি থাপ্পড়? সেই প্রসঙ্গও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। তৃণমূল সেকেন্ড-ইন-কমান্ড জানিয়েছেন, ‘‘হাইকোর্টের আজ একটা নির্দেশ এসেছে। বীরভূমের এক গর্ভবতী মহিলা-সহ ছয় জনকে বাংলাদেশি বলে পুশ ব্যাক করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট আজ সেই পদক্ষেপকে অবৈধ বলেছে। পাশাপাশি, ওদের চার সপ্তাহের মধ্যে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে। বাঙালি দেখলে বলছে বাংলাদেশি।’’

অমিত শাহকে অভিষেক

মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে সোনার বাংলা গড়তে পারি শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ চতুর্থীর সকালে কলকাতায় এসে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেই অনুষ্ঠান থেকে ফের একবার দিলেন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার ডাক। তাঁর কথায় উঠে এল, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর এমনকী বাংলা ভাষার প্রসঙ্গও। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। সেই মণ্ডপ উদ্বোধনের পর নিজের ভাষণে অমিত শাহ বলেন, ‘‘এই প্যান্ডেলে মায়ের পুজো দিয়ে প্রার্থনা করেছি যাতে আসন্ন নির্বাচনের পর বাংলায় এমন সরকার হয় যা রাজ্যকে ‘সোনার বাংলা’ তৈরি করতে পারে।’’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ‘‘নতুন সরকারের এই চেষ্টাই থাকবে যাতে বাংলাকে আবার শান্ত, সুন্দর এবং সুরক্ষিত করা যায়।’’ তাঁদের লক্ষ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাংলার কল্পনা করতেন, সেই বাংলা গড়ে তোলা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে তোলেন অমিত শাহ। বলেন, ‘‘দেশ যখন ব্রিটিশদের গোলাম ছিল সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি শিক্ষার জন্য যা করেছেন তা ভোলার নয়। বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্য তিনি পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।’’ তিনি নিজে এবং দলের তরফে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চলতি সপ্তাহেই দুদিনের ভারী বৃষ্টিতে শহর কার্যত জলের তলায় চলে গেছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার কথা বলে মৃতদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আশ্বাস দেন, বিজেপির প্রত্যেক নেতা, কর্মী তাদের পাশে রয়েছেন। ভাষণের শেষে বিকশিত ভারতের উল্লেখ করে শাহ বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা বাংলার অগ্রগতি ছাড়া অসম্ভব। তাই তিনি আশা রাখেন, আগামী দিনে বাংলা আরও উন্নতি করবে, উন্নয়নের পথে হাঁটবে এবং বিকশিত ভারতের স্বপ্নও পূরণ হবে।’’ প্রসঙ্গত, শুক্রবার কালিঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার পুজো দেন অমিত শাহ। আর কালীঘাট মন্দির থেকে বেরনোর সময় পিছন থেকে আচমকা কয়েকজন যুবক জয় বাংলা বলে ওঠে। কিন্তু কেউ কিছু বোঝার আগেই সেই যুবকরা ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে যায়। যদিও, তৃণমূল এই বিষয়টি অস্বীকার করেছে। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কাউন্সিলর প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওদেরই লোক এই সব করেছে। আমাদের লোক করবে এমনটা হতেই পারে না। আমরা এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নই।’’ অন্যদিকে, বিজেপির জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘অমিত শাহের ফ্লেক্স ছেড়া হয়েছে। সকালবেলা জয় বাংলা পোস্টার লাগানো হয়েছে।’’ এরপর সল্টলেকের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে বিজেপি-সমর্থিত ‘পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চ’-এর দুর্গাপুজো মণ্ডপের উদ্বোধনও করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নির্দেশিকাকে থোড়াই কেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ জারি হয়েছে নির্দেশিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে মাদক সেবনের সময় ধরা পড়লে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তারপরও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মদের আসর বসানোর অভিযোগ। শুধু তাই নয়, মদের আসর তুলতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীর নাকে ঘুষি মারেন প্রাক্তন পড়ুয়ারা। গতকাল রাতের এই মদের আসরে বেশ কয়েকজন বর্তমান পড়ুয়াও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট লাগোয়া ঝিল থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে মদের আসর বসেছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়, ক্যাম্পাসের মধ্যে মাদক সেবন করলে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। ক্যাম্পাসের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে মদের আসর বসে বলে অভিযোগ। সেই ঝোপঝাড় পরিষ্কারে টেন্ডারও ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঝিলের পাড়ে উঁচু ফেন্সিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ক্যাম্পাসের মধ্যে মদের আসর বসানোর অভিযোগ উঠল। আর তাতে বাধা দেওয়ায় মার খেতে হল নিরাপত্তারক্ষীকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসাতে দেওয়ার বিপক্ষে পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে যাদবপুরের নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার কাছে রিপোর্ট দিলেন ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, পুরো ক্যাম্পাসে ২৩০টি ক্যামেরার প্রয়োজন রয়েছে। মেন হস্টেলে ৬০টি ক্যামেরা বসানোর কথা রিপোর্টে লিখেছেন বিদিশা কলিতা। সিসিটিভির অ্যাকশেস যাদবপুর থানায় দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যাদবপুরে স্থায়ী পুলিশ আউটপোস্ট বসানোর কথাও রিপোর্টে লিখেছেন ডিসি (এসএসডি)।

মহুয়ার আর্জি শুনল না কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ কৃষ্ণনগরের তৃণমূলের সাংসদের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। স্বস্তি পেলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে নতুন করে ‘তল্প’ জাতীয় রাজনীতি। আগামী ৬ অক্টোবর ভারতের লোকপালের কাছে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডের শুনানি। আর সেই শুনানিকে রুখতেই দিল্লি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আইনের খবর পরিবেশনকারী সংবাদমাধ্যম লাইভ ল-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথ শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। কিন্তু মহুয়ার আবেদন মানতে পারে না আদালত। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ‘মামলার এই পর্যায়ে এসে কোনও রকম স্থগিতাদেশ জারি করা হাইকোর্টের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সাংসদ তাঁর আবেদন নিয়ে লোকপালের কাছে দ্বারস্থ হতে পারেন।’ কিন্তু কোন ভিত্তিতে শুনানিতে স্থগিতাদেশ জারি করার আবেদন জানিয়েছেন মহুয়া? নয়াদিল্লি সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, নিশিকান্ত দুবে সংবাদমাধ্যমের সামনে এই মামলা সংক্রান্ত নানা সংবেদনশীল নথি ও তথ্য ফাঁস করেছেন। এদিন মহুয়ার হয়ে সওয়ালকারী সমুদ্র সাড়ঙ্গীও আদালতের কাছে মহুয়ার দাবি সংক্রান্ত নানা নথি পেশ করেন। তাঁর যুক্তি, ‘লোকপাল চলা শুনানিতে পেশ হওয়া একাধিক গোপন তথ্য নিশিকান্ত দুবে জনমানসের সামনে তুলে ধরেছেন। যা অবৈধ। তাই এই পরিস্থিতিতে কোনও ভাবেই পরবর্তী শুনানি হওয়া উচিত নয়।’ সম্প্রতি অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে লোকপালের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিবিআই। সেই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছিল ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির প্রসঙ্গও।

সোনালী ইস্যুতে শাহকে আক্রমণ শশী-কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসে কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করে শুক্রবার অমিত শাহ দাবি করেছেন, আগামী বছর বাংলায় বিজেপি ‘সোনার সরকার’ গড়বে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রকে কঠোর আক্রমণ শানালেন শাসকদলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁদের অভিযোগ, বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালী বিবিকে বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। কলকাতা হাইকোর্টের রায় প্রমাণ করেছে, এই সিদ্ধান্ত ছিল অন্যায়। কুণালের কথায়, ‘‘একজন অন্তঃসত্ত্বা মাকে পরিযায়ী দেখিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। আদালতের রায়ে প্রমাণ হল বিজেপির নারী বিরোধী, বাংলাবিরোধী নীতি।’’ তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনায় কেন্দ্রের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। একই সঙ্গে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, ‘‘বাংলা বলা কি অপরাধ? সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফ-এর, তারা বেছে বেছে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে সেদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছে।’’ প্রসঙ্গত, সোনালী ইস্যুতে এদিন হাইকোর্ট জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালী বিবি-সহ বীরভূমের দুই পরিবারের ছ’জনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপরই পরিযায়ী ইস্যুতে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়াল তৃণমূল। একই সঙ্গে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের দাবি সম্পর্কে শাহের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে কুণালের প্রতিক্রিয়া, ‘‘অমিত শাহ মা-দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে অসুরের দিকে তাকিয়ে বলছেন- আমাদের সোনার সরকার গড়তে দাও! কিন্তু মা দুর্গা বাংলায় অসুরের সরকার হতে দেবে না, মা-দুর্গার আশীর্বাদে চতুর্থবার সরকার গড়বেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। বিজেপির সোলার সরকার বাংলায় হবে না।’’ বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ টেনে শাসক দলের মুখপাত্র নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘‘যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ বিদ্যাসাগর নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই মঞ্চেই এমন একজন ছিলেন যিনি ২০১৯ সালে শাহের বিরুদ্ধেই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।’’ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন প্রসঙ্গে শাসক শিবিরের অবস্থান, আদালত যেটা ঠিক করেছে সেটাই চূড়ান্ত। আদালত মনে করেছে, তাই জামিন দিয়েছে। দল হিসেবে আলাদা করে প্রতিক্রিয়া নেই।

জামিন পেলেও পুজোর আগে জেলমুক্তি নয় পার্থর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে সিবিআইয়ের মামলায় তাঁকে জামিন দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। পুজোর আগে বড় স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তবে পুজোর আগে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না। শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। আর কী কী শর্ত দেওয়া হয়েছে? বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ আরও নির্দেশ দিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় মোবাইল নম্বর বদল করতে পারবেন না। বিধায়ক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। তবে কোনও পাবলিক অফিসের দায়িত্ব নিতে পারবেন না। জামিন পেলেও পুজোর আগেই কেন জেল থেকে ছাড়া পাবেন না পার্থ? নেপথ্যে রয়েছে শীর্ষ আদালতের একটি নির্দেশ। গত ১৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, যে মামলাগুলিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন এখনও হয়নি, চার সপ্তাহের মধ্যে সেগুলিতে চার্জ গঠন করতে হবে। তারপর ২ মাসের মধ্যে সাক্ষীদের বয়ান শেষ করতে হবে। চার্জ গঠন হলেও সাক্ষীদের বয়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলমুক্তি হচ্ছে না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। তবে একমাসের মধ্যে তাঁর জেলমুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পার্থর। মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন। ২০২২ সালের ২২ জুলাই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি ফ্ল্যাট থেকে নগদ ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। সোনাদানাও বাজেয়াপ্ত করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পরে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে একাধিক মামলায় নাম জড়ায় পার্থর। ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি জামিন পেয়েছেন। এছাড়া নিম্ন আদালত থেকেও কয়েকটি মামলায় জামিন পেয়েছেন। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলাতেই তাঁর জামিন আটকে ছিল। এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চে শর্তসাপেক্ষে সেই মামলাতেও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। তিন বছরের বেশি জেলে রয়েছেন পার্থ। বিশেষজ্ঞ মহল বলছে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জেলমুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সোনালিকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ হাইকোর্টে জয় সোনালি বিবির। সোনালি সহ পাঁচজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরাতে নির্দেশ। চার সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি বলে দাবি করে স্বামী এবং পুত্র সহ সোনালিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। সোনালিকে বাংলাদেশে ‘পুশব্যাক’ করা হতেই তার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করেছিল পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড। কিন্তু ওই সময়কালেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত এই একই ধরনের মামলা চলায় সোনালির মামলা শুনতে রাজি হয় না হাইকোর্ট। সেটাকেই ‘ঢাল করে’ কেন্দ্রও। নোটিসের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে কলকাতা হাইকোর্টে সোনালি বিবির মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন তাই হাইকোর্ট যেন এখন এই মামলা না শোনে। কেন্দ্রীয় আবেদন মেনে নেয় হাইকোর্ট। মুলতুবি হয় শুনানি।

ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের চাপে ভারতীয় ফার্মা রফতানি

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের এক ঝটকা দিলেন বৈশ্বিক বাজারকে। বৃহস্পতিবার তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে আমদানি শুল্কের নতুন অধ্যায়। ওষুধ থেকে শুরু করে রান্নাঘরের ক্যাবিনেট, আসবাবপত্র কিংবা ভারী ট্রাক-সব ক্ষেত্রেই বসছে অতিরিক্ত কর। লক্ষ্য একটাই-বিদেশি প্রযোজকদের চাপে ভেঙে পড়া আমেরিকার নিজস্ব শিল্পকে রক্ষা করা। ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধ আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি আমেরিকার ভিতরেই কারখানা গড়ে তোলে। একইসঙ্গে রান্নাঘরের ক্যাবিনেট ও বাথরুম ভ্যানিটিতে ৫০ শতাংশ, আসবাবপত্রে ৩০ শতাংশ এবং ভারী ট্রাকে ২৫ শতাংশ কর ধার্য করার ঘোষণা করেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতির ব্যাখ্যা, বিদেশি উপাদনকারীরা আমেরিকার বাজারে দাপট দেখাচ্ছে এবং দেশীয় শিল্পকে কোণঠাসা করছে। তাঁর বক্তব্য, ‘‘আসবাবপত্র ও ক্যাবিনেট আমদানিতে বাজার ভরে যাচ্ছে। ভারী ট্রাক আর যন্ত্রাংশ আমাদের নিজস্ব উপাদনকে আঘাত করছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও শিল্প রক্ষার জন্যই এই শুল্ক অপরিহার্য।’’ এমন সিদ্ধান্ত যে বিতর্ক উস্কে দেবে, তা অনুমেয়। সমালোচকদের মতে, লাগাতার শুল্ক আরোপ ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা বাড়াবে, মুদ্রাস্ফীতি তীব্র করতে পারে এবং ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে। যে সব সংস্থা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী করনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে, তাদের সামনে এবার আরও কঠিন সময় আসছে। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর অবস্থানে অনড়। আমরা আমেরিকান চাকরি ও কারখানা রক্ষা করছি। নিয়ম খুবই সহজ-যদি এখানে বিক্রি করতে চাও, তবে এখানেই তৈরি করতে হবে, সোজাসাপ্টা ঘোষণা তাঁর। বিশ্বজুড়ে এখন প্রশ্ন একটাই-ট্রাম্পের এই নতুন শুল্ক যুদ্ধ কি আমেরিকার শিল্পকে রক্ষা করবে, নাকি বৈশ্বিক বাণিজ্যে আরও অস্থিরতা ডেকে আনবে? আপাতত মার্কিন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে কাঁপছে আন্তর্জাতিক বাজার।

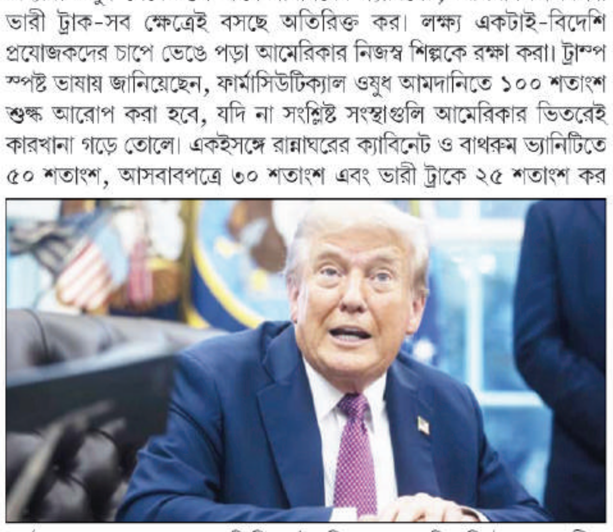

‘চোরেদের শাস্তি নেই’! প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে কটাক্ষ অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগে শাসক দলে স্বস্তি। স্বস্তি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও। কারণ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে জেলমুক্ত হচ্ছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। পার্থর জামিন নিয়ে এবার মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা, বহরমপুরের বেতাজ বাদশা অধীর চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর বলেন এই রাজ্যে চোরেদের শাস্তি হয়না। কিন্তু যাদের চুরি হল তাদের কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। ২০১৬ তে স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি প্রথম সামনে আসে। গ্রেফতার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তার বান্ধবী অর্পিতা মুখার্জী। অর্পিতা মুখার্জির খাটের তলা থেকে উদ্ধত হয় টাকার পাহাড়। তারপর ছোট থেকে বড় অনেকেরই নাম জড়িয়েছে নিয়োগ দুর্নীতিতে। একে একে কালীঘাটের কাকু থেকে নাম জড়িয়েছে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়েরও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরিহারা হয়েছিলেন ২৬০০০ শিক্ষক এবং গ্রুপ সি এবং ডি কর্মচারী। কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতির মামলা করেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। এই মামলায় প্রাক্তন বিচাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যোগ্য অযোগ্যের তালিকা চাইলে তা দিতে অপারগ হয় এসএসসি। ফলশ্রুতিতে ২০১৬ প্যানেলের সমস্ত শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষককে চাকরিহারা হতে হয়। মামলা শীর্ষ আদালতে পৌঁছলেও কার্যত কোনও সুবিধা হয়নি চাকরিপ্রার্থীদের। অনেক টালবাহানার পর অযোগ্য তালিকা বেরলেও। যোগ্য শিক্ষকদের ও আবার এসএসসি র এলিজিবিটি টেস্ট এ বসতে হয়। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে অধীরের বক্তব্যের প্রশংসা করে রাজনৈতিক মহল বলেছে, অধীর একদম ঠিক কথা বলেছেন। যার কারণে এত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি গেল তার কোনো শাস্তি হলনা। আর যারা চাকরি হারাল তাদেরকে অনশন করতে হল। পুলিশের লাঠি পর্যন্ত খেতে হল। অধীর তার মন্তব্যে আরও বলেছেন শাসক দল সব কিছু জেনেও মুখ বন্ধ করেছিল। তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে একাধিকবার বলেছেন দল, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কার্যকলাপ জানলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে তো গুঞ্জন ছিলই এবার পার্থর জেলমুক্তির খবরে আবারও সরব কংগ্রেস এবং বিজেপি। তবে পার্থর জেলমুক্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব এবং খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রতিক্রিয়া দেন সেটাই দেখার।

বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ বিধানসভায়

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ঃরাজ্য জুড়েই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। এর অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় লবিতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে শুক্রবার সকালে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় উভয়েই বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এছাড়াও প্রধান সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস, যুগ্ম সচিব তারকনাথ কর্মকার, বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও ডেপুটি মার্শাল ভোলানাথ মুখার্জি প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এরপর বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সকলেই পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

এমন একটি সরকার আসুক যাতে সোনার বাংলার তৈরি হয়, মায়ের কাছে প্রার্থনা শাহর

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ আমি প্যান্ডেলে কিছুক্ষণ আগেই মায়ের পূজা করে এসেছি। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, নির্বাচনের পর এই বাংলায় এমন একটি সরকার আসুক যেটি সোনার বাংলার নির্মাণ করতে পারে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, আমাদের বাংলা পুনরায় সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ, শান্ত, সুজলা সুফলা হোক। এখানে কবিগুরুর কল্পনার বাংলার নির্মাণ যাতে আমরা করতে পারি।পুজো উদ্বোধনে এসেও বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের ডাক দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মহালয়ার আগে থেকেই উৎসবের সূচনা হয়ে গিয়েছে বাংলায়। কার্যত বৃষ্টি মাথায় নিয়েই প্যান্ডেল হপিংয়ে বাঙালি। শুক্রবার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। ঘুরে দেখেন পুজো মণ্ডপ। পরে মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, এবার বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলায় এমন সরকার গঠন হোক যাতে সোনার বাংলা নির্মাণ সম্ভব হয়।

গৌরবের ৬ দশকের যাত্রা শেষ, অবসর নিল মিগ ২১

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ এ যেন ভারতের যুদ্ধ অভিযানে এক যুগের সমাপ্তি। এবার থেকে আর দেখা যাবে না আকাশ পথে। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার ভারতের অস্ত্র ভাণ্ডারে যোগ হয়েছিল রাশিয়ার মিগ-২১। আজ সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা হল। শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর চণ্ডীগড়ের বিমানঘাঁটিতে সেই উপলক্ষ্যে হল অনুষ্ঠান।প্রায় ৬ দশক ধরে আকাশে রাজত্ব করার পর শুক্রবার পথ চলা শেষ হল ভারতীয় যুদ্ধ বিমান মিগ ২১-এর । ভারতীয় বায়ুসেনার সাফল্যের নেপথ্যে এই যুদ্ধ বিমানের বড় অবদান রয়েছে । সাফল্যের সঙ্গে শত্রু পক্ষের মোকাবিলা করেছে মিগ ২১। চন্ডীগড়ে আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে গ্যান স্যালুটে কুর্নিশ জানানো হয় লড়াকু এই যুদ্ধ বিমানকে । উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান প্রমুখ। রাজনাথ সিং বলেন, মিগ ২১-এর এই বিদায় ভারতীয় বায়ুসেনার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত এখন বিশ্বের ইতিহাসে টেলিকম সরঞ্জাম উৎপাদনকারী পঞ্চম দেশঃজ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ভারত এখন বিশ্বের ইতিহাসে টেলিকম সরঞ্জাম উৎপাদনকারী পঞ্চম দেশ এবং ষষ্ঠ কোম্পানি। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। শুক্রবার সিন্ধিয়া বলেছেন, আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের উন্মোচন করবেন। প্রথমত, বিএসএনএল-এর ৪জি স্ট্যাক, যা আগামীকাল দেশব্যাপী প্রায় ৯৮ হাজার সাইট জুড়ে চালু করা হবে। আমাদের ৪জি টাওয়ার এবং বিটিএস ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের ২২ মিলিয়ন গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছে। এটি সম্পূর্ণরূপে সফটওয়্যার-চালিত, নেটওয়ার্কটি ক্লাউড-ভিত্তিক এবং এটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি নির্বিঘ্নে ৫জি-তে আপগ্রেড করবে। ৪জি আমাদের পিছনে আছে। আমরা এখন এটিকে নিখুঁত করছি, এবং আমরা এটিকে ৫জি-তে রূপান্তর করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব।জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। একটি ঐতিহাসিক দিন শুধুমাত্র বিএএনএল-এর জন্য নয়, একটি ঐতিহাসিক দিন শুধুমাত্র প্রযুক্তির সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য নয়, ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন এবং আমি বিশ্বের জন্য ঐতিহাসিক দিন বলব। আগামীকাল, প্রধানমন্ত্রী একটি উদ্ভাবন উদ্বোধন ও উন্মোচন করবেন। এটি টেলিকম সেক্টরের জন্য একটি নতুন যুগ, এমন একটি যুগ যেখানে ভারত বিগ ফোরের ডোমেনে প্রবেশ করেছে। ডেনমার্ক, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, বড় চারটি দেশ এবং বড় পাঁচটি কোম্পানি। ভারত এখন বিশ্বের ইতিহাসে টেলিকম সরঞ্জাম উপাদনকারী পঞ্চম দেশ এবং ষষ্ঠ কোম্পানি। এই বড় পরিবর্তনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়া অন্য কেউই করতে পারবে না।

১০ দিনের মধ্যেই সরকারি বাসস্থান পাবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লি হাই কোর্টে আশ্বাস সলিসিটর জেনারেলের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃদিল্লি রাজনীতির অন্দরমহলে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারি বাসস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হতে চলেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দিল্লি হাই কোর্টে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই কেজরিওয়ালের জন্য সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ করা হবে। আদালতে এই ঘোষণার পর একদিকে যেমন আম আদমি পার্টির শিবিরে স্বস্তির হাওয়া বইছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে এই রায়কে কেন্দ্র করে।বৃহস্পতিবার দিল্লি হাই কোর্টে ওই মামলার শুনানি চলাকালীন আম আদমি পার্টির আইনজীবী রাহুল মেহরা স্পষ্ট করে দাবি করেন, একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে বিধায়ক হিসেবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পূর্ণ অধিকার রয়েছে ৭ বা ৮ টাইপের বাংলো পাওয়ার। এটি কোনও সুবিধা নয়, বরং সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট নিয়মের অংশ। তাই সরকার চাইলে একতরফাভাবে এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। কেজরিওয়ালের বাসস্থানের জন্য এই আবেদন একেবারেই ন্যায্য এবং এর সমাধান আর বিলম্বিত করা উচিত নয় বলেই সওয়াল করেন তিনি।আদালতও এই বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে সরব হয়। বিচারপতিরা জানান, এই ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে বারবার বিলম্বিত করা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় নেতা হিসেবে কেজরিওয়ালের জন্য বাসস্থানের প্রশ্নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আদালতের কড়া মনোভাবের পরই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এগিয়ে এসে ঘোষণা করেন, আর কোনও দেরি নয়, ১০ দিনের মধ্যেই সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ করা হবে কেজরিওয়ালের জন্য।এমন আশ্বাস আদালতে দেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে এই ইস্যু ঘিরে যে চাপানউতোর চলছিল, তা খানিকটা প্রশমিত হলেও বিতর্ক এখনও

পুরোপুরি থামেনি। কারণ, দিল্লির বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেজরিওয়ালকে ঘিরে একাধিক মামলা, অভিযোগ ও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত কার্যত সমান্তরালভাবে চলছে। তাঁর দল আম আদমি পার্টি বারবার অভিযোগ তুলেছে যে, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার জন্যই নানা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দেরি করা হচ্ছে। সরকারি বাংলো নিয়ে এই বিলম্বও তাদের সেই যুক্তিংকে জোরদার করেছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকারি বাসস্থান শুধু একটি বসতবাড়ি নয়, বরং একজন শীর্ষ নেতার মর্যাদার প্রতীক। কেজরিওয়ালের মতো নেতা, যিনি দু'দুবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করেছেন, তাঁর জন্য বাংলো বরাদ্দে দেরি হলে তা প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। এই কারণেই আদালতও এদিন বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়নি। বরং কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, জনপ্রতিনিধিদের মৌলিক সুবিধা বা অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব, আর সেটা নিয়ে অযথা বিলম্ব কোনও ভাবেই চলতে পারে না।আদালতের এদিনের পর্যবেক্ষণের পর আম আদমি পার্টির নেতারা দাবি করেছেন, ন্যায় বিচার অবশেষে তাদের দিকেই ঝুঁকেছে। দিল্লি সরকারকে একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কেজরিওয়াল বর্তমানে অস্থায়ীভাবে একটি ভাড়া বাসায় থাকছেন, যা কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থেকে পদত্যাগ করা এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়। তাই আদালতের এই আশ্বাস তাদের কাছে শুধু স্বস্তি নয়, বরং রাজনৈতিক লড়াইতেও এক প্রকার নৈতিক জয়।কিন্তু বিজেপি শিবিরের দাবি, বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করছে আম আদমি পার্টি। একজন নেতা সরকারি বাংলো পাবেন কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য নিয়মাবলি রয়েছে। সেই নিয়ম অনুসারেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিরোধী পক্ষকে রাজনৈতিক আক্রমণের সুযোগ দেওয়ার মতো কোনও উদ্দেশ্য সরকারের ছিল না। বরং নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই সবকিছু চলছে। তবে আদালতের হস্তক্ষেপে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ায় বিতর্কের অবসান ঘটবে বলেই তাদের আশা।রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিল্লির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিটি ঘটনাই প্রতীকী গুরুত্ব বহন করছে। কেজরিওয়ালের সরকারি বাংলো নিয়ে দেরি হোক বা আদালতের হস্তক্ষেপ, সব কিছুই ভোটারদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। একদিকে কেজরিওয়াল ও তাঁর দল দাবি করছে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়েছেন, অন্যদিকে বিজেপি দাবি করছে সব কিছু নিয়ম মেনেই চলছে। ফলে সাধারণ ভোটারদের কাছে এই ঘটনাও একটি রাজনৈতিক বার্তাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, আদালতের নির্দেশ মতো সত্যিই কি ১০ দিনের মধ্যে বাংলো বরাদ্দ হবে? নাকি আবারও কোনও অজুহাত দেখিয়ে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হবে? কেজরিওয়াল শিবিরের দাবি, আদালতে সলিসিটর জেনারেলের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতির পর আর পেছন হটার উপায় নেই। তাই এবার আর দেরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই তারা আশাবাদী।ড্ড্দিল্লির রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, কেজরিওয়ালকে কেন্দ্র করে রাজনীতির উত্তাপ এতটাই তীব্র যে, ছোট ছোট প্রশাসনিক সিদ্ধান্তও বিরাট আলো।ন তুলছে। এদিনের শুনানি সেই চিত্রকেই আরও একবার সামনে এনে দিল। সরকারি বাংলো কবে বরাদ্দ হবে, কীভাবে হবে, কোন ধরনের বাংলো হবে-এখন সেই নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে। তবে আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিলম্বের দিন শেষ। কেজরিওয়াল অবশেষে নিজের প্রাপ্য বাসভবন ফিরে পাবেন, আর তাতেই আম আদমি পার্টির নেতাদের দাবি অনুযায়ী, দিল্লির রাজনীতিতে ন্যায়বিচারের নতুন অধ্যায় রচিত হবে।সব মিলিয়ে, সরকারি বাংলো ঘিরে যে বিতর্ক কয়েক মাস ধরে উত্তাল রেখেছিল দিল্লিকে, বৃহস্পতিবার তার সমাধানের পথ খুলল। আদালতে সলিসিটর জেনারেলের আশ্বাসের ফলে কেজরিওয়ালের সমর্থকরা যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তেমনি রাজনীতির ময়দানেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন পাল্টাপাল্টি সওয়াল-জবাব শুরু হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষ চাইছে, রাজনৈতিক তরজা নয়, বরং দ্রুত বাস্তবায়ন। কারণ তাঁদের চোখে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হওয়া মানেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা অটুট রাখা। আর সেই দিক থেকে আদালতের এদিনের আশ্বাস নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র নতুন অধিকর্তা হলেন ডঃ কনাদ দাস

হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বরঃভারতের অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (BSI)-র নতুন অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছত্রাক বিশেষজ্ঞ ডঃ কনাদ দাস। বৃহস্পতিবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদে আসীন হন। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তিনি হলেন ১৩-তম অধিকর্তা। একই সঙ্গে এটি বিশেষ তাপর্যপূর্ণ কারণ এই প্রথম কোনও ছত্রাকবিদ (মাশরুম ও উদ্ভিদের নিম্ন বর্গীয় গোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ) দেশের এই ঐতিহ্যবাহী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হলেন। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ভারতীয় ছত্রাক গবেষণার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন।বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া মূলত দেশের উদ্ভিদ সম্পদ ও ছত্রাক জগতের সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে অসংখ্য নামকরা উদ্ভিদবিদ ও গবেষক এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এবার নেতৃত্বের আসনে বসেছেন এমন এক বিজ্ঞানী, যাঁর প্রধান ক্ষেত্র ছত্রাকবিদ্যা। বিশ্বের বিজ্ঞানমহল যেখানে এখনও স্বীকার করছে যে কয়েক লক্ষ ছত্রাক প্রজাতি অজানা অবস্থায় রয়ে গেছে, সেখানে ডঃ দাসের মতো অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর নিয়োগ ভারতীয় গবেষণাকে বিশ্বমানের সঙ্গে তাল মেলাতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।বাঙালি গবেষক হিসেবে ঐতিহাসিক পদক্ষেপডঃ কনাদ দাস চতুর্থ বাঙালি হিসেবে BSI-র অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হলেন। এর আগে দায়িত্ব সামলেছেন তিন বিশিষ্ট বাঙালি বিজ্ঞানী-ডঃ জে.সি. সেনগুপ্ত (১৯৫৫-১৯৬১), ডঃ এস.কে. মুখার্জি (১৯৬৮-১৯৭১) এবং ডঃ পি.কে. হাজরা (১৯৯৩-১৯৯৮)। প্রায় ২৬ বছর পর ফের কোনও বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে এলেন। ফলে রাজ্যের বৈজ্ঞানিক মহলেও গর্বের আবহ তৈরি হয়েছে।ড্ড্দীর্ঘ গবেষণাজীবনের অনন্য অবদানডঃ দাস তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৯৯৯ সালে, দেরাদুনের উত্তর আঞ্চলিক কেন্দ্রে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে। তারপর থেকে একটানা গবেষণা, মাঠকাজ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি আজ দেশের শীর্ষ ছত্রাক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঐতিহ্যবাহী রূপ-শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক আণবিক ফাইলোজেনি কৌশল ব্যবহার করে বুনো মাশরুমের চরিত্রায়ন, শনাক্তংকরণ ও নথিকরণে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত।ড্ড্ভারত থেকে তিনি দুটি নতুন গণ এবং ১৬৫টি নতুন প্রজাতির বুনো মাশরুম আবিষ্কার করেছেন, যা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহলেও উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাঁর লেখা ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হযেছে দেশ-বিদেশের ১৭০টিরও বেশি স্বনামধন্য জার্নালে। শুধু তাই নয়, বুনো মাশরুমের উপর তাঁর লেখা আটটি বই গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননাগবেষণার জগতে ডঃ কনাদ দাস ইতিমধ্যেই একাধিক সম্মান ও স্বীকৃতিতে ভূষিত হযেছেন। এর মধ্যে রযেছে-মাইকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ফেলোশিপ (২০২৩)অ্যাসোসিয়েশন অফ প্ল্যাঃট ট্যাক্সোনমি কর্তৃক প্রফেসর কে.এস. থিন্দ মেডেল (২০২০)ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি কর্তৃক ভারত জ্যোতি (২০১৫)এছাড়াও, ছত্রাকবিদ্যায. তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে চারটি মাশরুম প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে-যা গবেষণা জগতে বিরল এবং ব্যতিক্রমী সম্মান।নতুন দায়িত্বে প্রত্যাশাবৈজ্ঞানিক মহলের আশা, ডঃ কনাদ দাসের নেতৃত্বে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আরও সক্রিয়. ভূমিকা নেবে ছত্রাক গবেষণার ক্ষেত্রে। বর্তমানে জলবায়ু.পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংকটের সময়ে অজানা ছত্রাক প্রজাতি চিহ্নিত করা, খাদ্য ও ওযুধের ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনা খুঁজে বের করা, এমনকি পরিবেশ রক্ষায় তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সামনে রয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতের অমূল্য উদ্ভিদ ও ছত্রাক সম্পদকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরাই এখন BSI-র প্রধান লক্ষ্য।ডঃ দাসের নিযুক্তিং তাই কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জন্য নতুন দিশা দেখানোর এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ছত্রাকবিদ্যা কেবল দেশে নয়, বিশ্বজুড়েই নতুন স্বীকৃতি পাবে।

লাদাখে হিংসাত্মক ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রঃউপ-রাজ্যপাল কবিন্দর গুপ্তা

লেহ, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ লাদাখে সম্প্রতি সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উপ-রাজ্যপাল কবিন্দর গুপ্তা। শুক্রবার তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, লাদাখে যা ঘটেছে, তা শুধু আকস্মিক উত্তেজনা নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, যে বিক্ষুব্ধ জনতার আড়ালে অনেকে ছিলেন বাইরে থেকে আগত, যাঁরা শান্তিপ্রিয় .লাদাখের পরিবেশে অবৈধভাবে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।উপ-রাজ্যপাল জানান, ঘটনার সময় কিছু মানুষ সিআরপিএফ এবং পুলিশের যানবাহন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা চাই না যে শান্তিপূর্ণ এলাকা লাদাখে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হোক, তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি কোনও ' বা স্থানীয় আন্দোলনের প্রমাণ নয় বরং এটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলাফল।এছাড়া কবিন্দর গুপ্তা আরও বলেন, লাদাখ এখনও শান্তিপূর্ণ রয়েছে, তবে যারা পরিবেশ ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করতে চায়, তাদের এই সুযোগ দেওয়া হবে না। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিচ্ছি। সেই প্রেক্ষিতে ধারা ১৬৩ জারি করা হয়েছে, তিনি উল্লেখ করেন।রাজ্যপালের এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, লাদাখে সম্প্রতি যে সহিংসতা দেখা দিয়েছে, তা কেবল স্থানীয় বিরোধ নয় এর পেছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত বাহ্যিক প্রভাব। প্রশাসন সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।উপ-রাজ্যপালের নির্দেশে প্রশাসনিক বাহিনী এখন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলি এলাকা তল্লাশি, পর্যবেক্ষণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ লাদাখের দীর্ঘমেয়াদি শান্তি এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।একই সঙ্গে, উপ-রাজ্যপালের মন্তব্য এই ইঙ্গিতও দেয় যে, লাদাখের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করা শুধু স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারেরও সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। বাইরের প্রভাব এবং প্ররোচনামূলক কার্যকলাপকে দমন করা না হলে ক্ষতি কেবল সাময়িক নয়, দীর্ঘমেয়াদেও পরিবেশ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।উপসংহারে, লাদাখে সম্প্রতি সংঘটিত হিংসার ঘটনায় প্রশাসন সচেতন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। উপ-রাজ্যপালের মন্তব্যে পরিস্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শান্তিপ্রিয় জনসমাজকে রক্ষা করা এবং বাইরের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা এখন প্রশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সাঁতরাগাছি সর্বজনীনের দুর্গোৎসব ৯৮তম বর্ষে পদার্পণ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ সাঁতরাগাছি সর্বজনীনের ৯৮ বছরে পদার্পণ ও শারদোসবের সূচনা হল। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে অন্যতম ও প্রাচিন ওই পুজো। ঐতিহ্যবাহী পুজো সাঁতরাগাছি সর্বজনীনের দুর্গোসব চলতি বছরে ৯৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুক্রবার এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ। সেইসঙ্গে সমাজের বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে - মেয়েরা গান পরিবেশন করে। উপস্থিত ছিলেন সাঁতরাগাছি সার্বজনীন দুর্গোসবের চেয়ারম্যান গৌরব মৈত্র।স্বামীজি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ও মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। সকলের সার্বিক মঙ্গল ও শান্তি কামনা করেন। আয়োজক সংস্থা রামরাজা স্পোর্টিং ক্লাব। ওই ক্লাবের সভাপতি জয়তী ভট্টাচার্য জানান, বহু বছরের ঐতিহ্য বহন করছে আমাদের পুজো। প্রবীণ - নবীন হাতে হাত মিলিয়ে দুর্গোসব পালন করে চলেছি আমরা । এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে প।ছে। আলোকসজ্জা, শিল্পকলার ছোঁয়া এবং সামাজিক বন্ধনের বার্তা নিয়ে দুর্গাপুজোর মহোৎসবকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস চোখে প।ার মতো। এই দুর্গোসব এখন শুধু পূজা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

৪ সপ্তাহের মধ্যে অন্ত ঃসত্বা সোনালি বিবি সহ ৬ জনকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃঅন্ত ঃসত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে পাঠানোর নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার ।গত ২৬ জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে পাকড়াও করেছিল দিল্লি পুলিশ। এরপর এফআরআরও (ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস) অভিবাসন দফতর তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকার অভিযোগে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অসম সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।এদিন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সওয়াল করেন, তাঁদের ধরার পর তাঁরা নিজেদের ভারতীয় বলে আবেদনই করেননি। তাঁরা যে ভারতীয়, তার সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ নথি দেননি। তাহলে কেন এখন কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা হচ্ছে? দিল্লি হাইকোর্ট থেকে হেবিয়াস করপাস ও ডিপোর্টেশন দু'টি মামলাই প্রত্যাহার করা হয়।এদিন ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে অন্ত ঃসত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের দুই পরিবারের ছ'জনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে এই রাজ্যে । এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানানো হয় আদালতে।

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ির এনজেপি থানার পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের স্কুটার থেকে আনুমানিক ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হযেছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯ লক্ষ টাকা। ধৃত যুবকের নাম মুকেশ দাস, শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওযার্ডের বাসিঃদা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে মুকেশ তার স্কুটারে করে এনজেপি থানা সংলগ্ন মোরবাজার এলাকায় পৌঁছায়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যুবককে আটক করে। যুবকের স্কুটার তল্লাশি করে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে এনডিপিএস আইনে গ্রেফতার করেছে। এনজেপি থানার পুলিশ বর্তমানে আরও তদন্ত করছে।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার কাছের লোকেরা আপনার সাথে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিচক্ষণতা ও সচেতনতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পেশাগত বিষয়ে আপনি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করুন। সহকর্মী ও সহকর্মীদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হবে। বিবাহের যোগহবে আজ।

বৃষঃ আজকের দিনটি ভালো-খারাপ মিশিয়ে কাটবে। ঠান্ডা লাগার সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। অর্থ সঞ্চয় ভালো হবে। ব্যবসায় লাভ না হলেও খুব একটা বেশি লোকসান হবে না। শৌখিন দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব থাকায় পরীক্ষার ফল ভালো হবে না। কাজের যোগ হতে পারে আজ

মিথুনঃ আজ, পরিস্থিতির দ্বারা জর্জরিত হওয়ার পরিবর্তে, নম্রতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান। নিজের সামনে ডান দিকে থাকুন। বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে, বিজ্ঞতার সঙ্গে গতি বাড়ান। আলোচনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না। ধৈর্য ধরুন এবং আপনার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করুন। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। শুভ দিন

কর্কট রাশি ঃ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পাওনা টাকা আজ আপনি পেতে পারেন। সন্তানকে নিয়ে .আজ চিন্তা বাড়বে কর্কট রাশির জাতকদের মনে। আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ হতে পারে। বেআইনি বা অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ না করে এড়িয়ে যান। কাজের যোগ হবে।

সিংহঃ আজ আপনি পরিবারের সাথে আরও ভাল পরিবেশে সময়. কাটাবেন। আপনি একটি ইতিবাচক পরিবেশ উপভোগ করবেন। দ্য টাইম ফর উইলিংনেস রিমেন্স হল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখার সময়। পরিবারের সঙ্গে সুখ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ আসবে। সবাইকে আকৃষ্ট করতে সফল হবেন।

কন্যা ঃপুরোনো ঋণ নিয়ে আজ চিন্তা বাড়তে পারে কন্যা রাশির জাতকদের। গুপ্তশত্রুদের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক বিষয় নিয়ে অহেতুক চিন্তা বাড়তে পারে। আজ চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ বাড়বে। খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে হজমের সমস্যায. কষ্ট পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল পেতে পারেন। শুভ দিন ।

তুলাঃ আজকের দিনটি আপনার জীবনে মিশ্র প্রভাব বয়ে আনতে পারে। আপনি সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন এবং আপনার চারপাশের পরিবেশ সহায়ক হবে। শুভদিন।

বৃশ্চিকঃআজ আপনি ইতিবাচক পরিবেশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বজায়. রাখবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। সৃজনশীল কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। নতুন প্রচেষ্টা সবাইকে প্রভাবিত করবে।

ধনুঃধৈর্য ধরে কাজ করলে আজ সাফল্য পাবেন ধনু রাশির জাতকরা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সেগুলি কার্যকর ভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।শুভদিন।

কুম্ভঃ কার্যকরীভাবে কাজকে ত্বরান্বিত করবেন। ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি বিজ্ঞতার সাথে এগিয়ে. যাওয়ার চেষ্টা

মীনঃ আজ আপনি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনগুলি গতি বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আপনার স্পষ্ট মতামত বজায়. রাখবে। শুভ পরিস্থিতি সম্পর্কের মধ্যে থাকবে। রুটিন এবং শৃঙ্খলে

আবহাওয়া

বৃষ্টি পিছু ছাড়ছেই না, আগামী বেশ কিছু দিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। নিম্নচাপের প্রভাবে দুর্গাপুজোর সময়ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্কতা জারি করা হয়েছে সপ্তমী পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার রাতে একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টি হলেও, শুক্রবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে, সেই নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী বেশ কিছু দিন বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি কিছুটা কম থাকবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৩মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মিনিটে হতে পারে।

থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ মন্দির, পুতুলনাচের ইতিকথা থেকে রাজস্থানের রাজবাড়ি, ঐতিহ্যের জমিদার বাড়ি থিম যুদ্ধে ও সাবেকিয়ানায় জমজমাট নববারাকপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দুর্যোগের ভ্রূকুটি কাটিয়ে থিম ও সাবেকিয়ানা উত্তর শহর কলকাতা কে টেক্কা দিতে জোরকদমে প্রস্তুত নববারাকপুরে সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি গুলি। নিউ বারাকপুর পূর্ব কোদালিয়া সংঘমিত্র ক্লাবের ৭৫ তম বর্ষের ভাবনা বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বাংলা প্রায় ভুলে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় সহজপাঠ বইতে ছড়া বাংলা বর্ণমালা অ আ ক খ গ কিংবা ১,২,৩,৪ সংখ্যা শ্লেটে মধ্যে লেখা থাকবে মন্ডপে। প্রায় কমবেশি এক হাজার শ্লেটের ফোমের মধ্যে বিভিন্ন বাংলা অক্ষর সংখা ঝুলিয়ে ফুটিয়ে তোলা হবে। মন্ডপের ভিতরে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সহ মনীষিদের ছবি থাকবে। জানান ভাবনা ও পরিকল্পনা শিল্পী বলরাম সাহা। মন্ডপে প্রবেশের মুখেও বিভিন্ন বর্ণপরিচয়ের অক্ষর ঝোলানো থাকবে। প্রতিমা শিল্পী সতীনসেন নগর বাসুদেব পাল নিউ বারাকপুর ।বাজেট ১ লক্ষ ৮০ হাজার। আলোকসজ্জা শান্তনু ইলেকট্রিক নিউ বারাকপুর। সভাপতি অসিত দাস। সহ সভাপতি শায়ন দাস। যুগ্ম সম্পাদক চিরঞ্জী মালো, সুজিত সাহা।কোষাধ্যক্ষ বলরাম সাহা। জনকল্যাণ সমিতির ৭৫ তম বর্ষের থিম আমার অলিন্দে। মন্ডপের ভিতরে উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ির চারটে বারান্দা নিয়ে ঠাকুর দালান। সম্পূর্ণ প্লাইউডের। একটা পাড়ার মোড়ে বিভিন্ন বাড়ির অলিন্দ। বাইরে একপ্রকার বৈঠকখানা। সিড়ি। অজন্তা ইলোরা ভাস্কর্য। ক্যানভাস রং। প্লাইউড, ফাইবার, কাঁচ, অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে ভিতরে সিলিং রয়েছে। মন্ডপের উচ্চতা ২৭ ফুট হলে ও ভিতরে ২০ ফুট। ভাবনা রূপায়ণে মন্ডপ সজ্জায় বিপ্লব ঘোষ। বাজেট আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা। তেলেঙ্গাবাগান মৃ শিল্পী কালাচাঁদ রুদ্র পালের দৃষ্টিনন্দন সাবেকি ঘরানার ১৪ ফুটের মাতৃ প্রতিমা। ৭৫ বছর উপলক্ষে পঞ্চমীতে অনাথ শিশু কিশোর দের প্রীতি জামা কাপড় প্রদান। অষ্টম নবমীতে প্রীতিভোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিশোর সংঘের ২৭ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম নারী। নারী হল মা। মা দুর্গা রয়েছেন প্রতিটি নারীর মাঝে। শুধু পুজোর চারটে দিনে নয়, নারীকে পুজো হোক প্রতিদিন। এই ভাবনা কে সামনে রেখে মন্ডপ সজ্জায়.ফুটিয়ে.তোলা হবে। লেনিনগড়ের মৃৎ শিল্পী তন্ময়.পালের অপরুপ ফাইবারের মূর্তি নারীর ওপর ছবি ঢাকের সাজের অভিনব দৃষ্টিনন্দন সাবেকি প্রতিমা নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের আশাবাদী উদ্যোক্তারা। ভাবনা রূপায়ণে পার্থ সরকার। প্রধান উপদেষ্টা ভাস্কর দেবাশিস মিত্র। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আহ্বায়ক পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ।বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি গৌতম মিত্র সম্পাদক সুদীপ কর কোষাধ্যক্ষ সুমীত নন্দী।

উদ্যোক্তারা জানান প্রতিটি বছর আমাদের পূজার থিম থাকে মাতৃ আরাধনা, কিন্তু এই বছর আমরা নারীর প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছি। থিমটির মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই সমাজে নারীর যে অসীম শক্তি ও অবদান রয়েছে, তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং নারীর প্রতি সকল শ্রেণীর সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। নারী শুধুমাত্র একটি মেয়ে, একজন মা বা একজন স্ত্রীর প্রতীক নয় নারীর আরো অনেক কিছু আছে যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে গড়ে তোলে। আমাদের থিমের মুল কথা হল, একজন নারী তার নানা রূপে সমাজে বিরাজমান, আর সেগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপন ও সম্মান জানানো। সতীন সেন নগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব। পরিচালনায় মহাজাতি পরিষদ ৭২ তম বর্ষ প্রতিমা শিল্পী ভাস্কর কালাচাঁদ রুদ্র পাল, ইলেকট্রিক ও আলোকসজ্জায় দীপা ইলেকট্রিক নববারাকপুর। মণ্ডপ ও ডেকরেটার্স,মজুমদার ডেকরেটার্স নিউ বারাকপুর বাজেট, নয় লক্ষ টাকা। এই বছরের ভাবনাঃ সংরক্ষণ-যুগ্ম সম্পাদক, অনুপ চক্রবর্তী (বাপি) এবং সুমন দে(কালা)সভাপতি, রঞ্জিত ঘোষ কোষাধ্যক্ষ, রাকেশ চক্রবর্তী। এই বছর সতীসেন নগর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের থিম-সংরক্ষণ। সম্পূর্ণ লোহার স্ট্রাকচার। বাশ মাটি খুড়ে বা গর্তে নয়। একটা কাঠামোর ওপরে মন্ডপ। বাঙালিয়ানা এবং সাবেকিয়ানা ঘরানায় ভাবনা আমাদের মাঠ, আমাদের ঐতিহ্য আর আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার। সংরক্ষণ মানে ভবিষ্য প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া এক অমূল্য সম্পদ।

আসুন, সবাই মিলে রক্ষা করি আমাদের শেকড় আর নিজেদের গর্ব। নবপল্লী এভারগ্রীন ক্লাব, ১৪ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম রাজস্থানের রাজবাড়ি। শিল্পী রতন শীল। প্লাই ফাইবার কাপড় রং দিয়ে অপরুপ কারুকার্য মন্ডপ সজ্জা। কালাচাঁদ রুদ্র পালের দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা এবছরও নজর কাড়বে। বাজেট নয় লক্ষ টাকা। সম্পাদক কৌশিক চৌধুরী, সভাপতি সুনিল মোদক, কোষাধ্যক্ষ সুতনু পাল। চিলড্রেন পার্ক বিবেকানন্দ সংঘের ৬০ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর এবার ও থাকবে চমক। এবছর ৬০ তম বর্ষের (ডায়মন্ড জুবলি বর্ষ) দুর্গোৎসবের মন্ডপ সজ্জা থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ মন্দির এর আদলে বিখ্যাত শিল্পী দ্বারা মন্ডপ, প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা শিল্পী লেনিনগড়ের তন্ময় পাল। বাজেট আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। সকলের সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা প্রতিষ্ঠানের পাথেয় বলে জানান সংঘের সভাপতি স্বপন ব্রহ্ম। পুজো কমিটির সম্পাদক অরুণাভ চ্যাটার্জি জানান এবার হীরকজয়ন্তী বর্ষ। দর্শকদের মন জয় করবে এবারের দুর্গাপুজো। বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো এবছর ৩৪ বছরে পদার্পণ করলো। প্রতিবছর এই পুজোকে ঘিরে দর্শনার্থীদের চাপ অনেকটাই বেশি থাকে। বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গন ও বিশাল মাঠ জুড়ে মন্ডপ যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণীয় করে। এবারে থাইল্যান্ডের মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে বিশাল দুর্গামন্ডপ। কৃষ্ণনগরের দৃষ্টিনন্দনপ্রতিমা। বাজেট আনুমানিক সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা। দিন রাত এক করে কাজ চলছে,তবে বর্ষা কিছুটা চিন্তা ধরাচ্ছে সকল পুজো উদ্যোক্তাদের। দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। শিবাজী সংঘের দুর্গোৎসবের এবার ৭১ তম বর্ষ। এবারের ভাবনার নাম সাবেকে শরণ্যা। এবারের ভাবনায় বাংলার সাবেক পুজোর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত বহু পুরোনো পুজোগুলো যে পরিবেশে হয়, এবারের মন্ডপ সজ্জা ও প্রতিমা নির্মাণে সেই ভাবনাকেই প্রতিফলিত করতে চলেছে। শিবাজী সংঘের ৭৫ বর্ষের থিম পুতুলনাচের ইতিকথা। হারিয়ে যাওয়া বাংলার পুতুল এর বিবর্তন। ছোট বড় বিভিন্ন প্রতিমা পুতুল মন্ডপে তুলে ধরা হবে। ১৪ ফুটের উল্টোডাঙা মৃৎ শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা সাবেকিয়ানায়। বাজেট আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক সুমন সাহা, রাজেশ সাহা। পশ্চিম কোদালিয়া তরুণ সংঘ ৭৬ তম বৎসর দুর্গা পূজা এবারের থিম বিলুপ্তির ভাবনায় সতীদাহ প্রথা । পূজা কমিটির সভাপতি সুব্রত দে, যুগ্ম সম্পাদক রবীন নন্দী ও প্রদীপ শীল । ভাবনায় -শঙ্কর ঘোষ ও পৃথা নন্দী, মন্ডপ শিল্পী-অসীম সেন। প্রতিমা মন্ডপেই তৈরি হয়েছে মৃৎ শিল্প- অসীম পাল, আলোকসজ্জা-হনুমান ইলেকট্রিক (লেলিনগড়) বাজেট আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা।৫নং পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (ভাঙাগড়া) ৫৩ তম বর্ষের থিম নবান্ন। ভাবনায় থিম নিয়ে কাজ করছেন কৃষ্ণনগরের সৌরভ ঘোষ। হারিয়ে যাওয়া বাংলার নবান্ন উৎসব ভিত্তি করে দুর্গোৎসবে তুলে ধরা হয়েছে খারে ছাউনি মন্ডপ। বাশের চাচারি, হোগলা পাতার মাদুরি, বাশের চালা, বাশের চুবড়ি, বাশের কুলো এবং মাথার ওপর খড়ের ছাউনি। মোট ৬ কাহন খ। অর্থা ৩৬০ বলতা। এক এক বলতায় ২০ আটি খড় থাকে। পুরো মন্ডপ টি হোগলা পাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়ে করা জানান উলুবেড়িয়া শিল্পী সন্দীপ মাঝি। গ্রাম্য ঘরোয়া মাতৃপ্রতিমা। প্রতিমা শিল্পী হাওড়া চুনাভাটির সুমন দেবনাথ। বাজেট আনুমানিক ১১ লক্ষ টাকা। সম্পাদক শম্ভু মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ রাজীব দেবনাথ। পূর্বাচল ক্লাবের পরিচালনায় পূর্ব কোদালিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৫৮ তম বর্ষের থিম নীলকণ্ঠ। দেবাদিদেব মহাদেব শিবের মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে সংঘ প্রাঙ্গণে। ৪০ ফুট উচ্চতা মন্ডপের। শিল্পী কলুটোলার প্রভাকর পরেশ। চটা কাগজ ফোম ফাইবার দিয়ে মন্ডপ সজ্জায়। ভিতরে থিমের পুজো। বাইরে মঞ্চে সাবেকিয়ানায়। প্রতিমা শিল্পী লেনিনগড়ের পালপাড়ার নিমাই পাল। আলোকসজ্জায় দত্তপুকুর বাপ্পা এবং নববারাকপুর চক্রবর্তী ইলেকট্রিক। বাজেট আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা। সম্পাদক পুপু মজুমদার। সম্মেলনী ক্লাবের ৬১ তম বর্ষের থিম বনেদিয়ানায় পুজো মন্ডপ। উত্তর কলকাতা র এক ক্ষয়িষ্ণু বনেদী জমিদার বাড়ির পারিবারিক পুজো মন্ডপে বনেদিয়ানায় ভাবনায়. সুজিত বাগচী। জমিদার বাড়ির কর্তার মৃত্যুর পর একান্নবর্তী পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ব্যবহৃত জিনিস চেয়ার, পুরনো দিনের হাতে টানা রিক্সা, লন্ঠন, ঝাড়বাতি, বেলোরি, ক:বিগা, চকমেলানো সাদা কালো মেঝে ঠাকুর দালান দেখানো হয়েছে মন্ডপ সজ্জায়। ভাবনা ও প্রতিমা রূপায়নে শিল্পী শুভংকর দু সেনগুপ্ত। ২৬ ফুট উচু মন্ডপের। প্রতিমা শিল্পী বাপ্পা পাল। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সমীর দাস ও শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি। বাজেট আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা পাশাপাশি অষ্টমীতে বিরাট মধ্যাহ্ন প্রীতি ভোজ। ৭নং রেলগেটে পল্লী উন্নয়ন সংঘের ৭৪ তম বর্ষের পুরনো দিনের কাল্পনিক মন্দিরের অনুকরণে মন্ডপ সজ্জায়. কৃষ্ণনগরের ধুবুলিয়া ডেকরেটার্স। ফাইবার, ফোম কাপ। রং দিয়ে মন্ডপ সজ্জায়। প্রতিমা শিল্পী লেনিনগড়ের নিখিল পাল। বাজেট আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা। ষষ্ঠীতে বস্ত্র বিতরণ। এছাড়াও নজরকাড়া অভিনব ভাবনায় পুজোর মধ্যে নবোধান সেবা ও সাংস্কৃতিক সংঘ, আগাপুর মিলন মন্দির ক্লাব, দক্ষিণ মাসু ংদা পল্লী মঙ্গল সমিতি, পশ্চিম কোদালিয়া উদয়ন সংঘ, নববারাকপুর অধিবাসীবৃন্দ, সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, শতদল সংঘ, প্রগতি সংঘ, স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ এবং ৯এর পল্লী যুবক বৃংদ ও পাঠাগার ইত্যাদি রয়েছে।

নববারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সার্বজনীন পুজো কমিটিগুলিকে সরকারী বিধিনিষেধ মেনে চলার গাইডলাইন নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ডপে থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি টহলদারি ট্রাফিকিং ব্যবস্থা। নববারাকপুর শহর এবং গ্রামাঞ্চলে কমবেশি শতাধিক পুজো হচ্ছে। ৮৩ টি রেজিস্টার্ড। মহিলা দের পুজো ১০ টি। বেশ কিছু ভালো ও বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছেই করবেন বলে ব্যাঙ্ক থেকে ৬০ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলেন। ছয় মাসের কিস্তিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর স্বামীর সঙ্গে সমস্যা হওয়ায় লোনের টাকা পরিশোধ করেননি তাঁরা। এই নিয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আর আদালতের রায় গিয়েছিল ব্যাঙ্কের পক্ষেই। সেই মোতাবেক বাড়িটি হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্কের কর্মীরা সেখানে গেলে পরিবারের ক্ষোভের মুখে পড়েন আইনজীবী থেকে ব্যাঙ্ক কর্মী সকলেই, অভিযোগ এমনটাই। মঙ্গলবার পুলিশের সহায়তায় বাড়ির দখল নেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। যদিও ওই দম্পতি দাবি করেছেন, তাঁরা একটি ব্যাঙ্ক থেকে ৬০ লক্ষ টাকার লোন নিয়েছিলেন। কিছু লোনের টাকা নেওয়ার পরে ব্যাঙ্ক তাঁদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছিল, যাঁর অ্যাকাউন্টে অর্থ আসত। সেই ইঞ্জিনিয়ার অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেয় বলে অভিযোগ। এর প্রেক্ষিতে তাঁরা গ্রিন ট্রাইবুনাল এবং সিভিল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। যদিও প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, সেই মামলায় রায় গিয়েছে এই দম্পতির বিরুদ্ধেই।

২৯ ইঞ্চি ক্যারামে বিশ্বজয়ীকে উত্তরপাড়ায় সংবর্ধনা দেওয়া হলো

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ ২৯ ইঞ্চি ক্যারামে বিশ্বজয়ী কে সংবর্ধনা জানালো ক্যারাম এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ও হুগলি জেলা ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন। সংবর্ধনা দেওয়া হলো হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলার প্লুটো ক্যারাম একাডেমিতে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদের ছেলেকে। শ্রীনিবাস মোট দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন প্রথমবার হয়েছিলেন ২০১৪ সালে দ্বিতীয় বার তিনি বিশ্ব জয়ী হলেন আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়াতে গত বছর ২০২৪ সালে কয়েকদিন আগে কলকাতায় তিনি কাজে এসেছিলেন সেই সময় ক্যারামের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন প্রদীপ অগ্রহরী তাকে উত্তরপাড়ায় নিয়ে আসলেন রবিবার। বিশ্বজয়ী শ্রীনিবাস উত্তরপাড়ার মাখলার প্লুটো ক্যারাম একাডেমিতে আসার পরে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় তারপর তাকে পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন সিএবির পক্ষ থেকে এরপর সংবর্ধনা জানালেন হুগলি জেলা ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবির প্রেসিডেন্ট দেবাশীষ চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেন্ট মানব কল্যাণ দাস সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু শিমলাই রাজ্য চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় প্রদীপ অগ্রহরী রাজ্য ক্যারামের কোচ তথা হুগলি জেলা ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অলোক দে সহ বিশিষ্ট অতিথিরা ও রাজ্য স্তরের ও জেলার খেলোয়াড়রা এবং অভিভাবকরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় কে শ্রীনিবাস জানালেন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সঙ্গে খুব মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে এবং ধৈর্য রাখতে হবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। তাহলেই সে সফল হবে তিনি ভবিষ্যতে বাংলায় খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ করে ছোটদের জন্য কোচিং ক্যাম্প তৈরি করার কথা বললেন , কে শ্রীনিবাসজি তিনি অনেকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এখনও তিনি খেলাধুলা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী লক্ষ্য থাকবে তার আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

জয়নগরে এবার সিকিমের রা-বাংলা দর্শন! সঙ্গে বড় আকর্ষণ উত্তম কুমার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৬ সেপেপ্টম্বরঃ দেখতে দেখতে চলে এলো পুজো। মহালয়ার পর থেকেই বহু জায়গায় শুরু হয়েছে ঠাকুর দেখা। কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেলায় এবার নজরকাড়া থিম নিয়ে এসেছে পুজো কমিটি গুলো। তা থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর জয়চন্ডীতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। প্রতি বছরেই থিমে নজর কাড়ে তারা। এবারও ব্যতিক্রম নয়। তাঁদের পুজো এবার ৩২তম বছরে পড়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন চ্যাটার্জী বলেন, থিম রাখা হয়েছে 'রাবাংলার পরিব্রজ্যা'। যেখানে রা। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। ভার্চুয়ালি এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেন্দ্যাপাধ্যায়। টানা তিন মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দর্শনার্থীদের জন্য এই মণ্ডপ গড়ে তোলা হয়েছে। মণ্ডপের সঙ্গে মানানসই করে রাখা হয়েছে প্রতিমা।পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে মণ্ডপের পাশে তার বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্রের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে পুজোর একটি দিন জুড়ে তাঁরই সিনেমার বিভিন্ন গান বাজানোর পরিকল্পনা করেছেন উদ্যোক্তারা।এই রীতি শুরু হয়েছিল বছর কয়েক আগে জয়নগরের বহড়ুর ভূমিপুত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে। সে বার জয়নগর থানার তৎকালীন আইসি অতনু সাঁতরা পুজো কমিটি গুলিকে প্রস্তাব দেন, পুজোর একটি দিন হেমন্তকে উসর্গ করে দিনভর তাঁর গান বাজানো হোক। সেই প্রস্তাব মেনে সপ্তমীর দিন হেমন্তের গান বাজে জয়নগর জুড়ে প্রতিটি মণ্ডপে। এ বার উত্তম কুমারের গানে মুখরিত হবে এলাকা। উত্তমকুমার বাঙালির অন্যতম সেরা আই কন। তাই জয়নগর জয়চন্ডীতলা নতুনত্ব আনলো এবছরও।

স্বাধীনতার ইতিহাসের পেক্ষাপট উঠে এসেছে জয়নগর তিলিপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদাতা,জয়নগর,২৬ সেপেপ্টম্বরঃ তৃতীয়ার পূর্ণ লগ্নে জয়নগর তিলি পাড়া স্পোটিং ক্লাবের ২৮ তম বর্ষের দূর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ডাক্তার জগদিন্দু ব্যানার্জী,বিশিষ্ট সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্র নাথ সরদার,পুজো কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বলেন,জয়নগর তিলিপাড়া স্পোটিং ক্লাব প্রতি বছর নতুনত্ব আনে। এবছর ও এনেছে। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আর এই উসবে সবাই মিলেমিশে পালন করুণ। এ বছর তিলিপাড়া স্পোটিং ক্লাব স্বাধীনতার ইতিহাসের পেক্ষাপটকে তুলে ধরেছে,যা দর্শকদের মুগ্ধ করবে।

চালতাবাগানের রামমোহন শক্তি সঙ্ঘের দুর্গা পুজোর মণ্ডপ, যা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বৃষ্টি থেমে যাওয়া সত্ত্বেও ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কাটলেও কলকাতার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন রয়েছে। একাধিক পুজো মণ্ডপের জল জমে আছে। তার মধ্যে অন্যতম চালতাবাগানের রামমোহন শক্তি সঙ্ঘের দুর্গা পুজোর মণ্ডপ, যা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুজোর সাজসজ্জা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কয়েকটি প্রতিমাও গলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।উত্তর কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো হয় চালতাবাগান এলাকায়। বর্তমানে সেখানে কলকাতা পুরসভা পাম্পের সাহায্যে জল নামানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। চালতাবাগানের এই পুজো মণ্ডপের আশপাশের সমস্ত রাস্তাতেই জল থইথই অবস্থা। তৃতীয়ার সকালে দেখা গিয়েছে, চালতাবাগান রামমোহন শক্তি সঙ্ঘের পুজো মণ্ডপে এখনও প্রচুর জল জমে রয়েছে। ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মণ্ডপ। যে সমস্ত পেন্টিং ছিল মণ্ডপে সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্যান্ডেলের কাজ করাই যাচ্ছে না। গণেশ এবং লক্ষ্মী ঠাকুরের প্রতিমা জলের তলায় চলে গিয়েছে।

মহালয়ার দিন মণ্ডপে এসেছিল প্রতিমা। চালতাবাগান রামমোহন শক্তি সঙ্ঘের পুজো মণ্ডপে ঘটেছে এই কাণ্ড। সোমবার রাতের মারাত্মক বৃষ্টিতে প্রতিমার কাছে অবধি জল চলে যায়। মা দুর্গার প্রতিমা অক্ষত থাকলেও বাকি প্রতিমাগুলি জলের তো।ে গলে গিয়েছে, ভেসে গিয়েছে সবকিছু। মণ্ডপ সজ্জায় যা যা আয়োজন ছিল তার বেশিরভাগই তছনছ হয়ে গিয়েছে। মাটির প্রতিমা পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র খড়ে। নিরাপত্তার জন্য প্যান্ডেলের ভিতরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত পরশু পর্যন্ত যে পুজো মণ্ডপে জোরকদমে কাজ চলছিল, আজ সেখানে কাজ করাই যাচ্ছে না। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরাও বলছেন যে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবকিছুই। ষষ্ঠীর আগে কাজ শেষ হবে না বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। মণ্ডপের সাজসজ্জা থেকে প্রতিমা, সবই প্রায় ভেসে গিয়েছে। মাটি গলে গিয়ে খড়ে পরিণত হয়েছে। নতুন করে ঠাকুরের বায়না দেওয়া, কবে প্রতিমা আসবে এই মণ্ডপে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মা দুর্গার প্রতিমা ছাড়া বাকি সব মূর্তিরই মাটি গলে গিয়ে খড়ে পরিণত হয়েছে।শুধু চালতাবাগান নয়, কলকাতার অনেক পুজো মণ্ডপেও ঢুকে পড়েছে জল, ভেঙে গিয়েছে মণ্ডপসজ্জা। উত্তর কলকাতার নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজোও সোমবারের ভয়াবহ বৃষ্টির পর জলমগ্ন হয়ে ভাসতে দেখা গেছে। দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন প্যান্ডেলেও জল জমে থাকার দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

বালি রবীন্দ্র ভবনে পায়েল নৃত্যদল সৃজনশীল নৃত্য সন্ধ্যা সৃজানি উপস্থাপনা করছে

নিজস্ব সংবাদাতা, বালি, হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ পায়েল ড্যান্স ট্রুপ, বালি গত শনিবার সন্ধ্যায় বালি রবীন্দ্র ভবনে মৌসুমী ভান্ডারীর শৈল্পিক নির্দেশনা এবং নৃত্য পরিচালনায় তাদের বহু প্রতীক্ষিত ক্রিয়েটিভ ড্যান্স ফিয়েস্তা সৃজানি মঞ্চস্থ করে। একশো তিনজন শিল্পীর একটি দল ভারতীয় সৃজনশীল নৃত্যের প্রাণবন্ত প্রদর্শনী দিয়ে জনাকীর্ণ অডিটোরিয়ামকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যাটি প্রাণবলয় (তেলেগু ট্র্যাক) দিয়ে শুরু হয় দেবী আগমনীর প্রতি ভক্তিমূলক নৃত্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি, এরপর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল কানুর প্রীতি এবং নট খাত বাঁশিওয়ালে, কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেম এবং কৌতুকপূর্ণতা চিত্রিত করা, ঈশ্বর ও মানবী নারী শক্তির শক্তি উদযাপন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্মান জানিয়ে স্বাধীনতা এবং 'চাঁদ নে কুছ কাহা' এর মতো গীতিমূলক পরিবেশনা, চাঁদের আলো এবং প্রেমের বন্ধন অন্বেষণ করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি এক ঝলক মাধুরী কি এবং দিল সে এ.আর. রহমান কিংবদন্তি আইকনদের উত্তরাধিকারকে জীবন্ত করে তুলেছে, অন্যদিকে ভানুসিংহের পদাবলীর উপর ভিত্তি করে অভিসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছে। অনুষ্ঠানে মৌসুমী ভান্ডারীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সামাজিক সংগঠন প্রয়াস-এর শিশুদের একটি বিশেষ উপস্থাপনাও ছিল, যারা সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের বিনামূল্যে নৃত্য প্রশিক্ষণ দেয়। আড়াই বছরের শিশু নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের কাছ থেকে তুমুল করতালি কুড়িয়েছিল। ধ্রুপদী, আধুনিক, বাংলা এবং হিন্দি রচনার নিরবচ্ছিন্ন মিশ্রণের মাধ্যমে, সৃজানি ভারতের সাংস্কৃতিক গভীরতার এক উজ্জ্বল উদযাপন হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পায়েল নৃত্য দল স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজনের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে, শৈল্পিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার এবং নৃত্যের ভাষার মাধ্যমে দর্শকদের অনুপ্রাণিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

যতীন দাস পার্ক স্টেশনে ঝাঁপ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর, (হি.স.)ঃ ফের কলকাতা মেট্রোয় ঝাঁপ। এবার ঘটনাটি ঘটেছে যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে। দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এর জেরে ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল।কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম) ভাঙাপথে ট্রেন চলাচল করে। কলকাতা মেট্রোর ' লাইনে প্রায় ৫০ মিনিট পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে, ডাউন লাইনে, অর্থা শহিদ ক্ষুদিরামগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ মারেন এক যাত্রী। মেট্রোরেল সূত্রে খবর, ময়দান থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িক বন্ধ করতে হয়। সেই সময় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে টালিগঞ্জ এবং ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা চালানো হয়। মেট্রোর দাবি, দুপুর ১টা নাগাদ একটি ঘটনা ঘটে। সেই কারণে পরিষেবা ' হয়ে পড়ে। তবে বেলা ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ব্লু লাইনের পুরো পথে আবার পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

'অভিষেকের দূত' কর্মসূচির নব সংযোজন 'দুর্গাপূজা অ্যাপ' উদ্বোধন হল হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ 'অভিষেকের দূত' কর্মসূচির নব সংযোজন 'দুর্গাপূজা অ্যাপ'। বুধবার এর উদ্বোধন হয়ে গেল হাওড়ায়। কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে পুজোর আগে এই অ্যাপ আত্মপ্রকাশ করলো। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে পুজোর আগে 'অভিষেকের দূত দুর্গাপূজা অ্যাপ' এর উদ্বোধন হয় হাওড়ায়। বুধবার তৃতীয়ার দিন হাওড়া সদরের দলের মুখ্য কার্য্যালয়ে বিকেল ৩টায় উদ্বোধন হয় এই 'অভিষেকের দূত দুর্গাপূজা অ্যাপ'। অভিষেকের দূত হিসেবে মানুষের পাশে থাকবেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন এই মোবাইল অ্যাপের সূচনা করেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক ও হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরি, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র সহ দলের প্রত্যেক ব্লকের যুব সভাপতিরা। জানা গেছে, যেকোনও অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোনের প্লে স্টোরে গিয়ে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। এই অ্যাপে হাওড়া সদরের ৮টি বিধানসভা এলাকার পুজোর বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য, নিকটবর্তী থানা, দমকল অফিসের ফোন নম্বর, কোন চত্বরে মানুষের পাশে থেকে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত থাকবেন তাও উল্লেখ থাকবে এই অ্যাপে। হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র জানান, আগামী ষষ্ঠীর দিন থেকে

মন্ডপে কেমন ভিড় রয়েছে, কিভাবে মন্ডপগুলিতে যেতে হবে সেসবই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য থাকবে। সেইসঙ্গে বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বরও দেওয়া থাকবে এই অ্যাপে। মোট ১৮০ জন 'অভিষেকের দূত' হিসেবে নিযুক্ত যুব তৃণমল কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বরও দেওয়া থাকবে এতে। তাঁরা কে কে কোন মন্ডপ এই পরিষেবা চালু হবে। দুর্গাপুজোর পরেও কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো সহ সমস্ত উৎসবের সময়েই যুব তৃণমূলের ওই কর্মীরা অভিষেকের দূত হিসেবে মানুষের পাশে হাজির থাকবেন। গত ৩ বছর ধরে এই পরিষেবা চলে আসছে। তবে এবারই প্রথম এই সংক্রান্ত মোবাইল ফোনের অ্যাপটি চালু করা হল।

টেট পাশ প্রার্থীদের জন্য সুখবর, প্রাথমিকে ১৩,৪২১ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর পর রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে ১৩,৪২১টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২০২২ ও ২০২৩ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও সুযোগ পাবেন। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, আসন্ন শারদীয়ায় বাংলার যুবক-যুবতীদের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩,৪২১টি শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজোর পরই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে পর্ষদ। সকল চাকরি প্রার্থীদের জন্য রইলো আগাম শুভেচ্ছা। বুধবার ২০২৩ সালের প্রাথমিকের টেটের ফল প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ২০২৩ সালে টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬,৭৫৪ জন। ২০২২ সালের প্রাথমিক টেটের ফল প্রকাশ হলেও সংরক্ষণ নিয়ে মামলার জটিলতার কারণে নিয়োগ করা যাচ্ছিল না। আগেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণদের দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। শীঘ্রই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সেইমতো এদিন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিকের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেছেন, মামলার কারণে এতদিন প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছিল না। মামলার জটিলতা কাটতেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞপ্তি জারি করার মধ্যে দিয়ে। সকল টেট উত্তীর্ণরা এই নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পর্ষদের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর এবং আবেদন পত্রের ফি'র কথা বলা হয়েছে। সাধারণ ক্যাটেগরি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন পত্রের ফি ৬০০ টাকা, ওবিসি এ ও বি প্রার্থীদের ৫০০ টাকা এবং এসসি-এসটি প্রার্থীদের ৩০০ টাকা আবেদন পত্রে ফি ধার্য করা হয়েছে।

জমিদারি চলে গেলেও আজও নিয়ম মেনে পুজো চলে আসছে দক্ষিন বারাসতের বসু জমিদার বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদাতা,জয়নগর,২৬ সেপেপ্টম্বর ঃ ১৭২৫ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড ক্লাইভের হাত ধরে জমিদারি উত্থান। তকালীন সময়ে অবিভক্ত বাংলায় বাংলাদেশ থেকে কৃষ্ণ চন্দ্র বসুকে দক্ষিণ বারাসাতে নিয়ে আসে লর্ড ক্লাইভ। দেওয়ানি ব্যবস্থায় বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসতে বেশ কিছু অঞ্চলের দেওয়ানি পান কৃষ্ণচন্দ্র বসু । প্রতিষ্ঠা করেন প্রাসাদোপম বসত বাড়ি । শোনা যায়, তিনি নাকি শরতে দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। তৈরি হয় শিবের মন্দির এবং শুরু হয় দুর্গাপুজো । সেই থেকে চলে আসছে । বর্তমান প্রজন্ম সেই রীতি অনুযায়ী দুর্গাপুজো চালিয়ে যাচ্ছেন । কৃষ্ণ চন্দ্র বসুর জমিদারির সময়কালে দুর্গাপুজোতে আমন্ত্রিত হতেন ব্রিটিশ আধিকারিকেরা । তাঁর আতিথেয়তায় প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে 'রাজা' উপাধি দেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ।স্বাভাবিক ভাবে সুবিশাল বাড়ি এখন জরাজীর্ণ । পুজোর আয়োজনের জৌলুসও কমেছে, কিন্তু কালের গর্ভে তলিয়ে যায়নি । অতীতে জমিদারের অধীনস্থ প্রজাদের বর্তমান প্রজন্মও বসু বাড়ির পুজোয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুজোর আযোজনে হাত লাগায় । কৃষ্ণ নবমী থেকে এই পুজোর শুভ সূচনা হয়। টানা ১৫ দিন ধরে এই বসু পরিবারে চলে দুর্গাপুজো। ৩০০ বছরে প্রাচীন ঐতিহাসিক এই পুজো।পুজোর বিশেষত্ব পঞ্চমীতে নয়, ১৫ দিন আগে থেকে দেবীর দুর্গার বোধন শুরু হওয়ার রীতি । পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে পুজো করেন পুরোহিতেরা, জানালেন বর্তমান প্রজন্মের সদস্য সায়ন্তন বসু । অতীতের ৭টি ছাগল বলির এখনও বহাল রয়েছে । বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করে আসছে মৃশিল্পীরা । পুজোর সময় ডাক পড়ে ঢাকিদের । এই পুজোয় বিশেষত্ব হলো এই পুজোতে বসু পরিবারে কোনো মহিলা সদস্যরা কাজ করে না । এখনো পর্যন্ত বংশ-পরম্পরায় এই পুজোয় সমস্ত রকম কাজ প্রথা মেনে প্রজারা করে আসছে। এখনো পর্যন্ত দুর্গাপুজোর সময় প্রজারা। ঐতিহাসিক এই বসু পরিবারে তৎকালীন আমন্ত্রিত থাকতো ব্রিটিশরা। পুজোর দিনগুলিতে বসু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠতো ব্রিটিশরা। এ বিষয়ে বসু পরিবারের সদস্য সায়ন্তন বসু জানান, লর্ড ক্লাইভের আমলে আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসু অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে তিনি এই দক্ষিণ বারাসাতে এসে জমিদারি আধিপত্য স্থাপন করেন। স্বপ্নাদেশের পর এই পরিবারের শুরু হয় দুর্গাপুজো তৈরি করা হয় সুবিশাল দালান বাড়ি এবং মন্দির। আমাদের এখনো পর্যন্ত বলিদান প্রথা রয়েছে। ১৫ দিন ধরে আমাদের এই দুর্গা পুজো চলে। বিশাল প্রাসাদ এখন জরাজীর্ণ অবস্থা আগের সেই মন্দির সেই মন্দির ও কালের নিয়মে ভেঙে গিয়েছে। নতুন করে মন্দির সংস্কারের কাজ আমরা শুরু করেছি।পুজোর দিন গুলি বসু পরিবারের যে সকল সদস্য কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে কিংবা দেশের বাইরে রয়েছে তারাও পূজার দিনগুলিতে বাড়িতে চলে আসে। সবকিছুই নতুন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা ।কার্যত পুজোর দিনগুলি পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং প্রজাদের সাথে আনন্দে কাটে আমাদের।এ যুগেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করছে একুশ শতকের প্রজন্ম । বর্তমান প্রজন্মের সুমন্ত বসু বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসু এই পুজোর শুভ সূচনা করেছিল। তারপর থেকে পূর্বপুরুষের হাত ধরে বংশ পরম্পরায়. এই পুজো চলে আসছে। বর্তমানে আমরা এই পুজোর দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। অতীতের জৌলুসে কিছুটা ভাটা পড়লেও এখনো পর্যন্ত প্রাচিন রীতিনীতি বহাল রয়েছে এই পুজোতে। আর পাঁচটা পুজোর থেকে আমাদের এই পুজো একটু আলাদা ১৫ দিন ধরে এই পুজো চলে।আমাদের পুজো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বসু । তারপর কেশবচন্দ্র বসু, রাধানাথ বসু, গৌরীচন্দ্র বসু, দুর্গাদাস বসু । একসময় এক মণ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হত । এখন ৪০-৫০কিলো চালের নৈবেদ্য হয় । নবমীর দিন বিকেলে পরিবার, বন্ধু, পাড়ার সবাইকে নৈবেদ্য আর পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়, জানালেন বসু পরিবারের মেয়ে ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯৭ সংখ্যা, শনিবার ১০ আশ্বিন, ১৪৩২

ফিল্ড মার্শাল ম্যানেক শ'

ফিল্ড মার্শাল ম্যানেক শ' ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। শ্যাম বাহাদুর ম্যানেক শ নামে পরিচিত ভারতীয় সেনা-প্রধান ফিল্ড মার্শাল শ্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজি ম্যানেক শ'র নিপুণ সমর কুশলতা আর নিখুঁত যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল ১৯৭১ সনে মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ফিল্ড মার্শাল ম্যানেক শ' ছিলেন আপাদমস্তক একজন পেশাদার সৈনিক, যার সকল কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল নিজের দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হতে রক্ষা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করা। ১৯৭১ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে শ'র ভূমিকাকে এত বড় করে দেখা হয় যে, একজন ভারতীয় সাংবাদিক লিখেছিলেন, ম্যানেক শ' পাকিস্তানের সেনা-প্রধান হলে ওই যুদ্ধে পাকিস্তান হয়তো জিততো! ১৯৭১ সনে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ম্যানেক শ'র এমন চমৎকার বোঝাপড়া ছিল যে, ১৩ দিনের যুদ্ধের সময় ম্যানেক শ' প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় ইন্দিরার অফিসকক্ষে গিয়ে কফি খেতেন এবং তাকে বিগত ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধ পরিস্থিতি অবহিত করতেন। সেই সাথে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় তিনি কি করতে চান সেটাও প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করতেন। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে ভারত স্থল, নৌ ও বিমান প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের কুকরি নামক নৌ-জাহাজটি ডুবে যায়, ভারত বেশ কয়েকটি বিমান হারায় এবং ভারতীয় স্থল সেনাদের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হয়। ম্যানেক শ পরদিন সকালে ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন, Prime Minister– a bad news for you....শ্যাম, কেউ প্রতিদিন জিততে পারে না। একদিন ইন্দিরা গান্ধী ফোন করে ম্যানেক শ'কে বলেন, am– are you very busy? অর্থাৎ ইন্দিরা জিজ্ঞেস করেন ম্যানেক শ' তার সাথে সাক্ষাৎ করুন)। ম্যানেক শ' জবাব দেন, Prime Minister– the Army Chief is always busy– but never too busy to see his Prime Minister. সেনা প্রধানকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই বলে কখনোই এতোটা নয় যে তিনি তার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় পাবেন না। ১৯৭১ সনের যুদ্ধের পরে ম্যানেক শ' দুইবার পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানে গিয়ে বাংলাদেশের কামালপুরের যুদ্ধে অসমসাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেন ইহসান মালিককে পুরস্কৃত করার সুপারিশ করেছিলেন। অবসরের পর ইন্দিরা গান্ধী ম্যানেক শ'কে লন্ডনে হাইকমিশনার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ম্যানেক শ' এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি সেনা প্রধান হওয়ার সময় রাষ্ট্রের অন্য কোন লাভজনক পদ গ্রহণ না করার শপথ নিয়েছিলেন। ভারতের সেনারা প্রধানরা সব সময়ে দেশের সেবা করতে ভালোবাসেন। তারা কোনও রকমভাবেই লোভী ছিলেন না। সেই কারণে এই সব সেনানায়কেরা সব সময়ে দেশের পাশে থাকতেন এবং দেশকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। কোনও সময়ে অর্থের লোভে কোনও কাজ করতেন না।

গানের ভুবন ভরিয়ে দেব

গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা কে বলুনতো? উঁহু, যার কথা ভাবছেন তিনি নয়, বরং তিনিও তাঁকে নিজের সঙ্গীত জীবনের আইডল মানতেন। আর শুধু গান কেন বলছি, ছয় দশকের কর্মজীবনে প্লেব্যাক সিঙ্গারের পাশাপাশি নায়িকার ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন ডাকসাইটে সুন্দরী এই গায়িকা। শুনলে অবাক হবেন, মঞ্চে প্রথম গান গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন এই শহর কলকাতায়। জন্ম ১৯২৬ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের কসৌর জেলার এক গ্রামে। বাপ-মা নাম রেখেছিলেন আল্লাহ রাখি ওয়াসি। ঈশ্বর প্রদত্ত গলা, যা শুনতো সুরেলা গলায় তুলে নিতো। মাত্র ছয়বছর বয়সে পরিচালক দিওয়ান সর্দারি লালের হাত ধরে গাইতে এল কলকাতায়। গান শুনে অভিভূত দর্শকরা। একের পর এক জলসায় গান গাইবার বায়না আসতে লাগলো। আর তখনই পিতৃদত্ত নাম মুছে গিয়ে ঐ পাঞ্জাবী তনয়ার নাম রাখা হলো প্রথমে বেবি নুর, পরবর্তী কালে নূরজাহান....সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল আলো! ১৯৩৫ সালে কলকাতার মঞ্চে সে গাইলো বিখ্যাত পরিচালক গোলাম আহমেদ চিশতির সুরে, তাতেই বাজিমাত। নজরে পড়ে লাহোরের এক চলচ্চিত্র নির্মাতা দলসুখ পাঞ্চোলির। তিনিই তার ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক গাইবার সুযোগ দিলেন। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সেদিনের কিশোরীকে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭, বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে তিনি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। ৪৭-এ দেশভাগ হলে প্রযোজক পরিচালক স্বামী শওকত রিজভীর হাত ধরে পাকাপাকি ভাবে নূরজাহান চলে আসেন লাহোর ফিল্ম জগতে। ছয় দশকের কর্মজীবনে উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় তিনি দশহাজার এর উপরে গান রেকর্ড করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে উর্দু, পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী এবং ফার্সি ভাষায় ফিল্মি গান ছাড়াও গজল ও ক্ল্যাসিক্যাল গীতি। একক এবং সঙ্গীতশিল্পী আহমেদ রুশদির সাথে দ্বৈত কণ্ঠে তিনি পাকিস্তানি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রায় ২৫০০ গান গেয়ে এক রেকর্ড গড়ে তোলেন। সব মিলিয়ে তাকে সর্বকালের সেরা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পাকিস্তানের অন্যতম সম্মানসূচক মালিকা-ই-তারান্নুম বা সুরের রানী খেতাব লাভ করেছিলেন। সঙ্গীতের জগতে সফলতা পেলেও দাম্পত্য জীবনে অবশ্য সুখের দেখা পাননি। ১৯৪২ সালে বিয়ে করেন পরিচালক শওকত হোসেন রিজভীকে। তিন সন্তানের জন্মের পর ১৯৫৩ সালে তাকে তালাক দেন। ১৯৫৯ সালে আবার বিয়ে করেন বয়সে অনেক ছোট প্রযোজক এজাজ দুরানীকে। প্রজাপতি এবারেও সুখী হননি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

কাজ করে যেতে হবে। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই ভালু খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মার কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

অধিকারিণী। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহিঃপ্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি যে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা ভবতারিণী হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা ভবতারিণী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির

বাংলার নবজাগরণ কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মিলন ঘটালেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অসিত বরণ গিরি

বিদ্যাসাগর মধুসূদনের পত্রের আলোকে। কবে, কোথায় ও কখন মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার হিসেব দেওয়া সত্যিই মুশকিল। অনুমান করা যায়, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'ই দুই দিকপালের যোগাযোগের মাধ্যম। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতও প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য বুঝতে পারেননি। মধুসূদনের একটি চিঠি থেকে জানা যায়)...(তিলোত্তমা) পড়ে নিন্দা করেছেন। I have heard that V has been speaking of it with contempt." Vide. Pg. No.126– The Heart Of A Rebel Poet– edited by Ghulam Murshide`)' যে বিদ্যাসাগর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং, 'তিলোত্তমা' প্রকাশের কয়েকমাস পর কোনো এক জায়গায় দুজনের দেখা হয়েছে বলে ভাবা যেতে পারে। দেখা হওয়ার পর পরই বিদ্যাসাগর শুধু যে মধুসূদনের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন তা নয়, তার পর থেকে তিনি মধুসূদনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন।

মধুসূদনের লেখা চিঠিপত্রগুলো নিয়ে যে ক'টি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.গুলাম মুরশিদ মহাশয়ের সম্পাদিত সর্বশেষ সংগ্রহটিকেই প্রামাণ্য বলে ভাবা যেতে পারে। পূর্বে প্রকাশিত সংগ্রহগুলির চেয়ে এই সংগ্রহটিতে রয়েছে বিদ্যাসাগরকে লেখা মধুসূদনের অনেক বেশি চিঠি। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এই সংগ্রহে প্রকাশিত মোট ১৫৫টি চিঠির মধ্যে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠির সংখ্যা ৩২টি। এই ক'টি চিঠি থেকে উভয়কে চেনা, জানা ও মূল্যায়ন করাই হ'ল এই প্রবন্ধের অভিমুখ।

মধুসূদন যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন সাক্ষাৎ পরিচয়ে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় নি গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মশায়ের। তাঁর মেধায় মুগ্ধ হয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সাক্ষাতের পর পরই সম্ভবত তিনি জানতে পারেন, মধুসূদন ইংল্যান্ডে গিয়ে বার-এট-ল হওয়ার জন্য উচ্চাশা সম্পন্ন। তবে পথের কাঁটা তাঁর দারিদ্র্য। এমন একটি মেধা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য তিনি সাগ্রহে রাজি হয়ে যান সব রকমের সাহায্য করতে। এবং অচিরেই ইংল্যান্ড পাড়ি দেন মধুসূদন। ইংল্যান্ডে গিয়েই তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিগুলোর মধ্যে শেষের ৭টি চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায় ফিরে এসে, আর বাদ বাকিগুলো লিখেছিলেন লণ্ডন কিংবা ভার্সাইতে বসে। প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের দু চ্যানাটিয়ার্স থেকে। এখানে জনান্তিকে বলা প্রয়োজন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় রেখে ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সেই চিঠিতে রয়েছে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। প্রথমটি হ'ল, মহাদেব চ্যাটার্জী ও দিগম্বর মিত্র উভয়েই তাঁর স্ত্রীকে চুক্তি অনুযায়ী টাকা পয়সা না দিয়ে যেভাবে অত্যাচার করেছেন তাতে তাঁর স্ত্রী নিরুপায় হয়ে দুটো বাচ্চা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। আর দ্বিতীয়টি হ'ল, উল্লিখিত এই দুই ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ঋণগ্রস্ত হয়ে গ্রেইজ ইন থেকে তিনি বরখাস্ত হন। তাই অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন,আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, দিগম্বর মিত্র যেভাবে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন তার থেকে আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। তাহলেই আমি গ্রেইজ ইন-এ ফিরতে পারবো এবং সঠিক সময়ে ভারতে ফিরতে পারবো। এর ঠিক পরের চিঠিটিও প্রায় একই সুরে লেখা। উল্লিখিত দুজন ব্যক্তির দুর্ব্যবহার ও বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে তিনি বন্ধু বিদ্যাসাগরকে দায়িত্ব দিয়ে দেন এর বিধি ব্যবস্থা করার জন্য। আসলে তিনি আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে স্বল্পএকজন যথার্থ বন্ধু ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের হাতে বিষয়টি পৌঁছে দিতে পেরেছি। এবার মহাদেব চ্যাটার্জী ও দিগম্বর মিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় তাঁর মুখেই শোনা যাক্ সেই চ্যাটার্জীবাবু এবং আরও কয়েকজন শয়তান মিলে আমার স্ত্রীকে ভারতবর্ষ থেকে একপ্রকার তাড়িয়েই ছেড়েছে; আপনি বিশ্বাস করুন, এ কাজটি ওরা করল শুধু আমাকে ধ্বংস করার জন্য। আমার স্ত্রীকে আমার নির্দেশ ছিল যে যেন আমার দূরসম্পর্কের ভাইদের সাথে আপোষ না করে যতক্ষণ না আমার মায়ের গয়নাগাটি ফেরত দেয়। কিন্তু চ্যাটার্জী ও বৈদ্যনাথ এই অকৃতজ্ঞ শয়তান গুলোর মতলব ছিল অন্যরকম, এবং তাই ওরা কোন না কোন উপায়ে আমার স্ত্রীকে হটিয়ে দিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই ষড়যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য কী?' সাধারণ পাঠক মাত্রই একথা স্বীকার করবেন, বিদ্যাসাগর মশাইকে লেখা তাঁর ৯৯ শতাংশ চিঠির বিষয়বস্তু হ'ল মহাদেব চ্যাটার্জী ও দিগম্বর মিত্রের শঠতার ফলে অভাব ও অনটন তাঁর নিত্যসঙ্গী এবং সেই কারণে তাঁর ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেই চিঠিগুলো পড়ে যে কোন পাঠক নিশ্চিত হবেন এই ভেবে যে, তাঁর ইউরোপ প্রবাসকালে বিদ্যাসাগর ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি

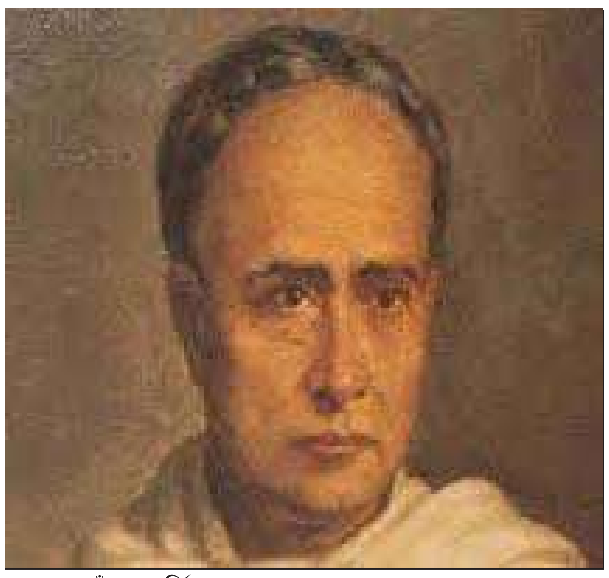

বা বন্ধু তাঁকে আর্থিক সহায়তা করেন নি। তবে একথা ঠিক যে, এই রকমের আর্থিক সাহায্য করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কম ঝক্কি পোহাতে হয় নি। মহাদেব চ্যাটার্জী, দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্রদের মতো ধুরন্ধরদের সঙ্গে তাঁকে বোঝাপড়া করতে হয়েছে জমি জায়গা নিয়ে, জমি বন্ধক দেওয়া নিয়ে, গয়নাগাটি নিয়ে এবং টাকার লেনদেন নিয়ে। শুধু তাই নয়, সেই টাকা নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয়েছে মধুসূদন নির্দেশিত ডাক বিভাগের মাধ্যমে। এই চিঠিগুলো থেকে মধুসূদন তাঁর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর দিকে কতখানি অগ্রসর হচ্ছিলেন অথবা ভাগ্য বিড়ম্বনা ও দৈব দুর্বিপাক তাঁর লক্ষ্যপূরণে কতখানি বাধা সৃষ্টি করছিল তার খবরও পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে লিখেছেন, ইতিমধ্যে আমি তিনটে টার্ম নষ্ট করে ফেলেছি! কলকাতার ওই লোকগুলো যদি কথার খেলাপ না করতেন, তাহলে আগামী বছরের এমন দিনে আমি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে যেতে পারতাম ; এখন এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, আমাকে আরও এক বছর ইউরোপে থাকতে বাধ্য হতে হবে। তবে প্রত্যেকটি চিঠিতে রয়েছে বন্ধু বিদ্যাসাগরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে শুধু কোমল হৃদয় সম্পন্ন একজন যথার্থ বন্ধু ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ নন, তিনিকরুণাসাগরও। যথার্থই লিখেছেন, আমি আশা করি, আমি আমার দেশ ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারব এবং আমার দেশবাসীদেরকে জানাতে পারবো, আপনি শুধু বিদ্যাসাগর নন, আপনি করুণা সাগরও। আর একটি চিঠিতে লিখেছেন, আপনার হৃদয় একজন বাঙালী মায়ের মতন একথা ভেবে আমি কি ঠিক করিনি? এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা প্রয়োজন। মধুসূদন বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলেন, কলকাতায় তাঁর কয়েকজন নিন্দুক তাঁর অমিতব্যয়িতার কথা তুলে বিদ্যাসাগরের কান ভারী করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি লিখেছিলেন, ওখানকার মানুষ আপনাকে যাই বলুন না কেন আপনি কোনো কথায় কান দেবেন না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা যোগ করা প্রয়োজন। ইউরোপে তিনি কতটা বেহিসেবীর মত দিন কাটিয়েছেন তা সঠিক জানা যায় না, তবে একথা ঠিক যে তিনি বেহিসেবীর মতন... একের পর এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন বন্ধু বিদ্যাসাগরের কাছে শুধুমাত্র অর্থ প্রার্থনা করে। দৈনন্দিন সাংসারিক প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির সংবাদ বহনকারী এই অতি সাধারণ চিঠিগুলোই আজ এই দুই অসাধারণ ব্যক্তির বন্ধুত্বের অপূর্ব রসায়নে বা য়। বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুকে কীভাবে বিপদের দিনে বাঁচিয়েছেন তার জলজ্যান্ত দলিল হয়েও এই চিঠিগুলো যেন হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ঘটনাটি-গতমাসের ২৮ তারিখে, অর্থাৎ গত রোববার সকালে, আমি যখন আমার ছোট্ট পড়ার ঘরে বসে আছি এমন সময় আমার হতভাগিনী স্ত্রী কাঁদো কাঁদো চোখে এসে বললো, 'ছেলে মেয়েরা মেলায় যেতে চাইছে, অথচ আমার হাতে রয়েছে মাত্র তিনটি ফ্রাঁ'। কেন যে আমার লোকেরা আমাদেরকে এত কষ্ট দেয়?' উত্তরে বললাম, 'আজকেই মেইল আসবে এবং আমি নিশ্চিত আমি একটি ভালো সংবাদ পাবো, তার কারণ আমি যে মানুষটির কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি একজন প্রাচীন ঋষির মেধা ও মনন, একজন ইংরেজের তেজবীর্য এবং একজন বাঙালী মায়ের হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।' এবং প্রমাণ হয়ে গেল আমিই ঠিক ; তার এক ঘণ্টা পরে আমার হাতে পৌঁছাল আপনার চিঠি এবং আপনারই পাঠানো ১৫০০টাকা। তাঁর চিঠিগুলো পড়তে পড়তে যে কথা ভেবে অবাক হতে হয় তা হ'ল, সেই চিঠিগুলোর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে একজন আদর্শ ভাষা প্রেমিক। অর্থের টানাটানি, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, গ্রেইজ ইন-এ একের পর এক টার্ম নষ্ট হওয়া এবং অবশেষে লণ্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাইতে চলে যাওয়ার মধ্যেও বেঁচে রয়েছে নতুন নতুন ভাষা শেখার এক অনির্বাণ শিখা। কী নির্লিপ্ত ভাবে বন্ধুকে লিখে জানিয়েছেন তিনি, যদিও আমি মনে মনে কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্যে এখানে কাটাচ্ছি, তবুও আমি ফ্রেঞ্চ ভাষা প্রায় শিখে ফেলেছি। ভালো বলতে পারি এবং আরও ভালো লিখতে পারি। এর মধ্যে ইতালীয় ভাষা শেখা শুরু করে দিয়েছি, আমার ইচ্ছে আমার শেখা ভাষাগুলোর মধ্যে জার্মান ঢুকে পড়ুক, এবং ইউরোপ ছাড়ার আগে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষাগুলোই বা কেন শিখে নেবো না? আর একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমার বিশ্বাস, ইউরোপ ছাড়ার আগে আমি একজন উন্নত মানের বিদ্বান ও পণ্ডিত হয়ে উঠবো, ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা দুটোই খুব ভালো করে পড়ছি ও শিখছি। আমি খুব শীঘ্রই জার্মান ভাষা শেখা শুরু করতে চলেছি। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং ইটালিয় ভাষা শেখা হয়ে গেলে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা শেখা মোটেই কঠিন হবে না। এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে, শত দুখেও তিনি ইউরোপীয় ভাব, ভাষা ও তার ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি ক্রমশ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ইটালিয় ভাষার সুখ্যাতি করতে গিয়ে বন্ধুকে জানিয়েছেন মহাকবি ট্যাসো যেন ইউরোপের মহাকবি কালিদাস। আরও একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। নিদারুণ অনটনের মধ্যেও তাঁর কাব্যপ্রীতির একটুও ব্যাঘাত ঘটে নি। ঘরে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কিন্তু হাতে ২০টি টাকাও পর্যন্ত নেই। এমন দুঃসহ সময়ে রসিকতা ছলে কবি ভারত চন্দ্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণার কথা। আর এক জায়গায় ইউরোপের ভয়ঙ্কর শীতের বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের লেখা একটি চরণ ধার করে লিখেছেন,বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী।' মহৎ কাব্য বোধহয় অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেয়। ইংরেজ কবি পার্সি বিশ শেলীর কথাই ঠিক "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর কাছে আস চিন্তাই ছিল চমৎকারা। হতাশার শিকার হতে না চাইলেও কখনো কখনো হতাশা তাঁকে পেয়ে বসতো। এবং সেই হতাশাক্লিষ্ট হৃদয় থেকে উৎসারিত হতো একের পর এক কাব্যিক খেদোক্তি ঃ আমি গর্ব না করেই বলছি, আমি আজকের যে কোনো বাঙালির চেয়ে অনেক বেশী ভাষা জানি। কিন্তু তাই বলে, ভাষা জানা মানেই অর্থ প্রাপ্তি নয়, - আমাদের মত অধঃপতিত মানুষের কাছে টাকাটাই সব কিছু। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে মধুসূদনের ভাষা প্রীতি নিয়ে আরও একটু বিশদ আলোচনা না করলে নয়। বন্ধু গৌরদাসকে তিনি লিখে জানিয়েছেন,আমার অতি সম্মানীয় বন্ধু, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গৌরদাসকে জানিয়েছেন, নতুন নতুন ভাষা শিখে তিনি কতটা সিদ্ধ ও ঋদ্ধ। আর্থিক অনটন-রূপ বিপর্যয়কে তিনি কাজে লাগিয়েছেন ইউরোপের তিনটি ভাষা শিখে। সগর্বে লিখেছেন, সাহিত্যগুণের জন্য এই ভাষাগুলো শিখে আমার যথেষ্টই লাভ হয়েছে। জানিস তো গৌর, একটি বিখ্যাত ইউরোপীয় ভাষা শেখার অর্থ হলো একটি অতি বড় ও সুসংস্কৃত সম্পদের সন্ধান পাওয়া এবং অবশ্যই সেই সম্পদটি মননের।

প্রাবন্ধিক শ্রী অসিত বরণ গিরি। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক,মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখা ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক. রামমোহন মিশন হাই স্কুল।

বাংলায় প্রথম দুর্গা পুজো মল্ল রাজত্বে

রানা চক্রবর্তী

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজাকে অনেকে বলেন 'রাজকীয় উৎসব', কেউ বলেন 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। দুর্গা পূজা আজ আর 'রাজবাড়ির দালানে' আবদ্ধ নেই, এখন কোথাও এই পূজা 'পারিবারিক', আবার কোথাও 'সার্বজনীন উৎসব'। দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত থাকলেও 'পৌরাণিক কাহিনী' অনুযায়ী একথা প্রচলিত - 'সত্যযুগে' 'রাজা সুরথ' প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' আছে, দুর্গাপূজার 'প্রথম প্রবর্তক' ছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ', দ্বিতীয়বার দুর্গাপূজা করেছিলেন স্বয়ং 'ব্রহ্মা'। তৃতীয়বার দুর্গাপূজা করেছিলেন 'মহাদেব'। 'দেবীভাগবত পুরাণ' অনুসারে 'ব্রহ্মার মানস পুত্র' 'মনু' 'ক্ষীরোদ সাগরের তীরে' দুর্গার আরাধনা করে বর লাভ করেছিলেন।

অপর এক কিংবদন্তীতে জানা যায় 'মল্লভূম' 'বিষ্ণুপুরের' 'জগৎমল্ল সিংহ' নামে এক রাজা বাংলায় 'প্রথম মাটির প্রতিমায় দুর্গাপূজা'র প্রচলন করেছিলেন। কথিত আছে, 'কলি যুগের' একমাত্র 'মহাযজ্ঞ' হল দুর্গোৎসব। কলিতে এই যজ্ঞ সকল জাতিই করতে পারেন। 'সত্যযুগে' 'রাজা সুরথ' যেমন এই যজ্ঞের ব্রতী হয়ে কাম্য লাভ করেছিলেন, 'ত্রেতায়' 'রামচন্দ্র' 'রাবণ'কে বধ করার জন্য এই 'মহাযজ্ঞের' ব্রতী হয়েছিলেন। সেই থেকেই 'শাস্ত্র ও পুরাণের' মধ্যেই এই ঘটনা আবদ্ধ ছিল। অধুনা বাংলাদেশের 'রাজশাহী জেলা'র 'তাহেরপুরের' রাজসভা অলংকৃত করতেন 'কবি কৃত্তিবাস' এবং শোনা যায়, 'রাজা কংসনারায়ণের' অনুরোধে ১৪৬০ শকে বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন 'কৃত্তিবাস', যাকে আমরা বলি 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। হয়তো সে কারণে তাঁর 'রামায়ণে' দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল 'রামায়ণ' তথা 'বাল্মীকি রামায়ণে' দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নেই। সব কিছুর প্রথম নিয়ে মানুষের মনে একটি কৌতূহল কাজ করে, অর্থাৎ 'কে প্রথম প্রবর্তক'। দুর্গাপূজার ক্ষেত্রেও 'কে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন', তা নিয়ে আপামর জনগণের মধ্যে একটি কৌতূহল আছে। 'পৌরাণিক মতে' 'সত্যযুগে' 'রাজা সুরথ' এই পূজার প্রবর্তক, তেমনি 'কলিযুগে' অর্থাৎ আধুনিক যুগে এই পূজার প্রবর্তক কে? তা নিয়েও কৌতূহলের শেষ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রচলিত বিশ্বাস এবং বিভিন্ন তথ্যের ওপর

নির্ভর করে আধুনিক যুগে মর্তে প্রথম দুর্গাপূজাটি করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষে 'রাজশাহীর তাহেরপুরের ভূঁইঞা রাজা' 'কংস নারায়ণ'। সেটা 'তৃতীয় মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে' - এটাই হল প্রচলিত বিশ্বাস। 'কংস নারায়ণের' পরে 'ভাদুড়িয়ার রাজা' 'জগৎ নারায়ণ' দুর্গাপূজা শুরু করে ছিলেন। অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, 'কংসনারায়ণের' পূজার ৩৮ বছর পূর্বে 'শেরশাহের' কাছ থেকে 'জায়গির' পেয়ে 'দামোদর নদের' কোনও এক ধারে পূজা করেছিলেন 'মহেশচন্দ্র' (১৫৫৫)।

'কোচবিহারের দুর্গাপূজা'র উদ্ভব ইতিহাস, রাজপরিবারের স্বপ্নদর্শনজনিত এক বিস্ময়কর ঘটনার সঙ্গে জড়িত। মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নদর্শনে যে মাতৃমূর্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই মূর্তির আদল আজ পর্যন্ত এখানে অনুসৃত হয়। প্রচলিত দুর্গামূর্তির চেয়ে 'বড়দেবী'র সেই মূর্তি অনেক দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। যেমন, কোচবিহারের রাজ পরিবারের কুলদেবী দশভুজা হলেও সিংহ ও ব্যাঘ্রবাহনা দেবীরূপে ভয়ংকরী ও ভীষণা। কোচবিহারের সেই পূজার প্রচলনে দুটি মত প্রচলিত। একটি মতে, 'বিশ্বসিংহ'ই সেই পূজার প্রচলন করেছিলেন। অপর মতটি হল, 'মহারাজা নরনারায়ণ' কর্তৃক সেই পূজা প্রচলিত হয়েছিল। প্রায় সাড়ে চারশো বছর পূর্বের প্রচলিত সেই পূজার সূচনাকাল থেকেই স্থানীয় মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও ধর্মীয় অভিব্যক্তি সেই পূজাকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়। রাজভক্তি ও আনুগত্যের ফলেই কোচবিহারের স্থানীয় জনমানসে, সমাজে 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পূজার প্রচলন' ছিল কম। কোচবিহারের 'প্রাচীন কোচরাজ্যের' তথা 'কোচ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা' 'মহারাজ নরনারায়ণের' স্বপ্নদর্শনজনিত সেই দুর্গাপূজার সময়ও ছিল শরৎকাল। অর্থাৎ আনুমানিক ১৫৬২ সনে 'আসাম বিজয়ের পূর্বে' দেবী দুর্গার আশীর্বাদ কামনায় মহারাজ সেই দুর্গাপূজা করে ছিলেন, এটাও সম্রাট আকবরের সময়কালে। সেই সময় 'কোচবিহার রাজ্যের সীমা' ছিল পূর্বে 'মণিপুর' থেকে পশ্চিমে 'বিহারের উত্তরাংশ', উত্তরে 'ভুটান' থেকে দক্ষিণে 'ত্রিপুরা' পর্যন্ত। বর্তমানে 'আসামের গোয়ালপাড়া', 'কামরূপ', 'দরং জেলা', 'গারো ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য অঞ্চল', 'জল পাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা', 'মালদহ জেলার কিছু অংশ', বাংলাদেশের 'ময়মনসিংহ এবং রংপুর জেলা' ও 'শ্রীহট্টের কিছু অংশ' - এই বিস্তৃত অঞ্চল ছিল 'মহারাজা নরনারায়ণের' রাজ্যের অন্তর্গত। 'কংসনারায়ণের' পূজার ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় আড়ম্বরের জৌলুস প্রদর্শন আর 'কোচ রাজের' 'নরনারায়ণের' প্রবর্তিত দুর্গাপূজার বৈশিষ্ট্য ছিল 'স্বপ্নদর্শন', 'নরবলি' ও 'লোকাচার'। কোচবিহার সম্পর্কিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজোপাখ্যানে' উল্লিখিত পূজার তথ্য এবং 'খান চৌধুরী আমান তুল্লা' রচিত কোচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায়, 'মহারাজা নরনারায়ণ' 'দশভুজা দুর্গার মৃন্ময় মূর্তির প্রবর্তন' করেছিলেন বর্তমান সময় পর্যন্ত কোচবিহারের 'দেবী বাড়ি' নামক পল্লীতে এক পৃথক দুর্গা দালানে যা আজও প্রচলিত। 'বলিপ্রথা', 'লোকাচার' ও নিয়ম নিষ্ঠায় 'রথযাত্রার দিন' থেকে 'প্রাচীন কামরূপ' তথা 'কোচ রাজ্যের' নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী সেই পূজার আয়োজন হয়ে আসছে। সেই দুর্গা প্রতিমার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর সঙ্গে 'লক্ষ্মী', 'সরস্বতী', 'গণেশ', 'কার্তিক' পূজিত হন না।

'রাজোপাখ্যানে' লিখিত কাহিনী অনুযায়ী 'রাজভ্রাতা' 'শুক্লধ্বজ' (চিলারায়) স্বকীয় ক্ষমতায় গর্বিত হয়ে, মনে মনে সিংহাসন লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। একদা তিনি রাজাকে বধ করার অভিপ্রায়ে রাজসভায় গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখতে পান যে স্বয়ং 'ভগবতী' দশবাহুদ্বারা তাঁকে রক্ষা করছেন।

কলকাতার বনেদি দুর্গা পুজোর ঐতিহ্য

রামপদ রায়

বদন চন্দ্র রায়ের বাড়ির পুজো।

বাড়ীর প্রবেশপথের ডান দিকের দেওয়ালে লাগানো চৌকোনা শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা আছে, বদন চাঁদ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মধ্য কলকাতার কলুটোলার একটা সরু গলিপথ গোপাল চন্দ্র লেনে অবস্থিত বিশাল প্রাসাদোপম বদন চন্দ্র রায়ের বাড়ীর ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পুজো বেশ কয়েক বছর ধরেই কলকাতার বনেদী বাড়ীর পুজোর তালিকায় অবশ্য দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। কলকাতায় থিমের বিশালাকার চোখধাঁধানো মণ্ডপ, রঙবাহারী আলো আর বৈচিত্র্যমূলক ভাবনায় তৈরী বিভিন্ন শৈলীর প্রতিমা ও পুজোর পাশাপাশি কলকাতার বনেদী বাড়ীর সাবেকিয়ানা, ঐতিহ্য আর পরম্পরা সমৃদ্ধ পুজো কিন্তু আজও বহু মানুষকে আকর্ষণ করে। তাই থিমের পুজোর ভীড়ে বনেদী বাড়ীর পুজো তার আভিজাত্য আর বনেদীয়ানা নিয়ে আজও উজ্জ্বল। এইসব বাড়ীর পুজোর জৌলুস ও জাঁকজমক হয়তো আগেকার মতন নেই, অনেকটাই ম্লান। পুজো হয় পুরনো রীতি মেনে, ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে। প্রত্যেক বনেদী বাড়ীর পুজোতেই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা একান্ত ভাবে তাদের পারিবারিক পরম্পরা। জাঁকজমক বা জৌলুস না থাকুক তবুও এইসব পুজোর সাথে সাধারণ মানুষ বোধহয় একটা অদৃশ্য টান অনুভব করেন। তাই বনেদী বাড়ীর পুজো দেখা শুরু হয়ে যায় পুজোর অনেক আগে থেকেই। যদিও সব বাড়ীতে ষষ্ঠীর আগে ঢোকা নিষেধ, তবুও উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো অভাব নেই। এই বাড়ীর পুজো শুরু হয় আজ থেকে ১৬৭ বছর আগে। এ বছর ১৬৮ তম বছর। এনারা কিন্তু আদতে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার রায়নগরের বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তী কালে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে হুগলীর আদিসপ্তগ্রামে চলে আসেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসেন আজকের ইডেন হসপিটাল রোডের এক বাড়ীতে। কিন্তু সেন্ট্রাল এভিনিউ তৈরী করার সময় বদন রায়দের বাড়ী ভাঙা পড়ে। এরপরে কলুটোলায় ঠিকানায় বিশাল বাড়ী নির্মান করেন। সেটা ছিলো ১৫৮৭ সাল। বাড়ীটি নির্মানের দায়িত্ব পেয়ে ছিলেন সেই সময়কার নামী কোম্পানি, ম্যাকিনটশ বার্ন এন্ড কোম্পানি। এনারা হলেন পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের আত্মীয়। জাতিতে সুবর্ণবণিক। আদি পদবী ছিল পাল। পরে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে রায় উপাধি পেয়েছিলেন। বদন রায়, যার পিতার নাম মদন মোহন রায়, এই বাড়ীটি তৈরী করার পরের বছরই দুর্গাপুজো শুরু করেন। দেশভাগের সময় পুজোটি চলে গিয়েছিলো অন্য জায়গায়, শোনা যায় হাওড়ার এক বাড়ীতে। পরে আবার এই বাড়ীতেই পুজো ফিরে আসে। এই বাড়ীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো ঠাকুরদালান ও তার সামনের বেশ বড়সড় ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরী নকশাদার নীচু বাতিস্তম্ভ ও রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গাটি। এখানকার বাতিস্তম্ভের সৌন্দর্য দেখবার মতন। রাতের বেলা যখন সব আলো জ্বলে ওঠে তখন খুব সুন্দর দেখতে লাগে। এই উঠোনের তিনদিকে বারান্দাসহ দোতলা বাড়ী আর একদিকে দক্ষিণমুখী ঠাকুর দালান।

এছাড়া উঁচু ভিতের ওপর পাঁচ খিলানযুক্ত ঠাকুরদালান। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। ঠাকুরদালানে প্রথমে টানা বারান্দা, তারপর গর্ভগৃহ। বারান্দায় জ্বলে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এবার পরিবেশবান্ধব প্রতিমা নিরঞ্জন হাওড়ায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এবার প্রতিমা নিরঞ্জন হবে হাওড়ায় যা সম্ভবত রাজ্যে কোনও পুরসভাতেও এই প্রথম। এর জন্য বেসরকারি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাওড়া

পুরসভা সূত্রের খবর, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে শুক্রবার সকালে এই নিয়ে এক ট্রায়াল রান হয়। স্থির হয়েছে, দশমীর একদিন আগেই নবমীর মধ্যে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের পাড় থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ঠাকুর ভাসানের জন্য প্রায় ৩০-৪০ ফুটের লোহার ট্র্যাক পাতা হবে। যেটি প্রতিমা নিরঞ্জনে এই প্রথম ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও গঙ্গা দূষণ কমাতে ঠাকুর জলে ভাসানের পরই সেই কাঠামো কয়েক মিনিটের মধ্যে গঙ্গা থেকে তুলে আনার জন্য নতুন মেশিন আনা হয়েছে। ওই আধুনিক প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে খুব দ্রুত গঙ্গা থেকে প্রতিমার খড়, বাঁশ, মাটির কাঠামো তুলে আনা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি ব্যবহারে গঙ্গায় একদিকে যেমন দূষণ কম হবে, তেমনই লোক অনেক কম লাগবে এবং যারা কাজ করবেন তাঁরা অনেক নিরাপদে কাজ করবেন। দৈহিক পরিশ্রমও কম হবে। শুক্রবার সকালে এর ট্রায়াল রান হয়।

নদীয়ায় প্রৌঢ়ার রহস্যজনক খুন, ঘর থেকে উধাও নগদ টাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার তাহেরপুর থানার কামগাছি এলাকায় চতুর্থীর রাতে ঘটে গেছে হাড়হিম করা এক ঘটনা। এক প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তাঁর ঘর থেকে, এমনকি ৫ হাজার নগদ টাকা উধাও হয়ে গেছে। মৃতার পরিবার ও প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন, দুষ্কৃতীরা প্রৌঢ়াকে হত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার স্থানীয়রা রানাঘাট-কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার নাম শঙ্করী শর্মা। বছর ছাপান্ন বয়সের প্রৌঢ়া গতকাল রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন। পরিবারের অন্যান্যরা বাইরে গিয়েছিলেন। রাতে ফিরে দেখা যায়, ঘরের দরজা খোলা। বিছানার উপরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই মহিলা। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, অনেক আগেই তিনি মারা গিয়েছেন। পরিবার সূত্রে খবর, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে গতকাল, বৃহস্পতিবারই ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচহাজার টাকা তোলা হয়েছিল। ওই টাকা ঘরেই রাখা ছিল। দুষ্কৃতীরা কি ওই টাকা নেওয়ার জন্যই হানা দিয়েছিল? বাধা দিলে খুন করা হয় ওই প্রৌঢ়াকে? নাকি শঙ্করী শর্মাকে খুনের জন্যই দুষ্কৃতীরা হানা দিয়েছিল? চতুর্থীর রাতে ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য, ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় বাসিন্দারা রানাঘাট-কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন এবং দুষ্কৃতীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান রানাঘাট জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। পুলিশ নিহত পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছে। তাহেরপুর থানার পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

উৎসব আসলে বাংলার মানুষ বাংলার মেয়েদের লাশ দেখে উৎসবে যেতে হয়ঃ শতরূপ

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসব আসলে বাংলার মানুষ বাংলার মেয়েদের লাশ দেখে উৎসবে যেতে হয়। আর সব খুন, ধর্ষনের সাথেই জড়িয়ে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর দলের নেতাদের নাম। শুক্রবার বীরভূমের রামপুরহাটে এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা শতরূপ। শুক্রবার সকালে বিচারের দাবিতে সোচ্চার প্রতিবাদে রামপুরহাট শহরে হাজারো মানুষ দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন। 'বিচার চাই' এই আওয়াজ তুলেছেন। আদিবাসী জনপদেও উঠেছে একই আওয়াজ, 'ফাঁসি চাই'। রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষন করে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার মত নৃশংসতার ক্ষত দগদগে হয়ে রয়েছে মানুষের মনে। এখনও নির্যাতিতার দেহের নিম্নাংশের হদিশ মেলেনি। মূল অভিযুক্ত জেলে ঢুকেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে পরোক্ষে মদত দিয়েছে যারা তাদের নাম লোকমুখে ভেসে বেরালেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে শুক্রবার সিপিএমের পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হয়েছিল মহামিছিলের। শ্রীফলা মোড় থেকে শুরু হওয়া সেই মিছিলে সামিল হওয়া হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদী মেজাজে শারদ উৎসবের ঠাসা ভীড় ভেদ করেই এগিয়েছে। শেষ হয়েছে পাঁচমাথায়। সেই বিক্ষোভ সভায় দাঁড়িয়ে আদিবাসী নেত্রী বন্যা টুডু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আদিবাসীরা যত ভাল, তত খারাপ। গত চোদ্দ বছর ধরে যেভাবে আদিবাসীদের উপর নির্যাতন হচ্ছে তা সহ্যের সীমা ছা।য়িছে। আর আদিবাসীরা চুপ থাকবে না। এই সরকারকে উচ্ছেদ করাই হবে আদিবাসীদের পরিত্রানের একমাত্র পথ। সভায় সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, এ রাজ্যে এখন মেয়েদের লাশ না দেখে উসব হয় না। গত বছর আর জি করের অভয়ার লাশ দেখতে হয়েছিল। এবার রামপুরহাটের তেরো বছরের মেয়েটার ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে হয়েছে। যখন ভোট আসে তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান 'বাংলার নিজের মেয়ে''। রামপুরহাটের ক্ষেত্রেও দলের শিক্ষক নেতা, অঞ্চলের নেতাদের নাম জড়িয়েছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসী অধিকার মঞ্চের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পুলিন বিহারী বাস্কে বলেন, আদিবাসী নাবালিকার খুনের নায্য বিচার না পাওয়া পর্যন্ত চলবে আন্দোলন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা পানবাজারে নির্মিত নতুন রোড ওভারব্রিজ অসমের মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা উদ্বোধনের জন্য তৈরি

মালিগাঁও, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং রেলওয়ে ও রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিকের গৌরবময় উপস্থিতিতে পানবাজার, গুয়াহাটিতে নবনির্মিত রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) উদ্বোধন করা হবে। এই ২৯০ মিটার লম্বা আরওবি ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে, যার উভয় পাশে ১.৫ মিটার ফুটপাথ সহ একটি প্রশস্ত ক্যারেজওয়ে রয়েছে। ৬০-মিটার বো স্ট্রিং গার্ডার এবং কম্পোজিট গার্ডারের মতো উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং উপাদান দিয়ে সুসজ্জিত এই পরিকাঠামোটি পরিবহনের জন্য উন্নত উল্লম্ব এবং অনুভূমিক

ক্লিয়ারেন্স সুনিশ্চিত করবে। এর ফলে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ এবং অতিরিক্ত পরিমাণে পরিবহন সহ ট্রেনগুলি সুগমভাবে চলাচল করতে পারবে, একই সাথে গুয়াহাটির ব্যস্ত পানবাজার -পল্টন বাজার করিডোরে রাস্তার যানজট হ্রাস করতেও সাহায্য করবে। ১৯৬৫-এ নির্মিত পুরানো পানবাজার আরওবি প্রায় ছয় দশক ধরে শহরের সেবা করে আসছিল, কিন্তু এর সংকীর্ণ প্রস্থ, লো ক্লিয়ারেন্স এবং সঘন জলাবদ্ধতার জন্য এটি অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই ত্রুটিগুলি কেবল তীব্র যানজটই তৈরি করেনি বরং বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলও ব্যাহত করেছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এবং রাজ্যের রাজধানীর ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা মেটাতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মার্চ ২০২৪-এ প্রতিস্থাপনের প্রকল্পটি শুরু করে। ভাঙার জটিলতা এবং আধুনিক নির্মাণ সত্ত্বেও, প্রকল্পটি আগস্ট ২০২৫-এ আঠারো মাসের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি চালু হওয়ার সাথে সাথে, গুয়াহাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো লাভ করবে যা নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য সংযোগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। নতুন পানবাজার আরওবি কেবল নাগরিক এবং সড়ক ব্যবহারকারীদেরই উপকার করবে না বরং দ্রুত ট্রেন চলাচল সহজতর করবে, গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণে সহায়তা করবে এবং বহুমুখী পরিবহনকে শক্তিশালী করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিএসকে/ইএনজিজি/৫২ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনে - আরইউবি - তে (আরএম ২৮২ এবং আরএম ২৮৭) কভার শেড, গার্ড ওয়াল, সাম্প ব্যবস্থা, অ্যাপ্রোচ রোড এবং ড্রেন -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৬৯,১৬,০৯৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৮৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৫-১০-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং খোলা **১৬:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **১৫-১০-২০২৫** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৪২_২০২৫-২৬, তারিখ ২৫.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **এক্সইএন/বিআরএল/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৪২_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন ব্রিজের স্টিল গার্ডারগুলির শক্তিবৃদ্ধি। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৫০,৯১,৮৬৬.০৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৭৫,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার সময় থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। **প্রদেয় বায়না অর্থ ও টেন্ডারনথির মূল্য প্রদান ঃ** প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য, ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** ইএমডি রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টালের) মাধ্যমে আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-315/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তৃতীয়াতে ৯.৩৩ লক্ষ যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ শারদোৎসব শুরু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের সাথে কলকাতাও এখন উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে। প্যান্ডেল হপাররা ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল হপার শুরু করে দিয়েছেন। তারা বিভিন্ন রুটে মেট্রো পরিষেবা গ্রহণ করতে পছন্দ করছেন কারণ এটি সবচেয়ে সাশ্রয়ী, নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক পরিবহন মাধ্যম। মেট্রো পরিষেবাগুলিও তাদের যানজট এড়াতে সাহায্য করছে। তাদের পাশাপাশি, অন্যান্য যাত্রীরাও তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মেট্রোতে ভ্রমণ করছেন। ফলস্বরূপ, মেট্রো রেলের যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকাল অর্থাৎ ২৫.০৯.২০২৫ (তৃতীয়া) তারিখে ৯.৩৩ লক্ষ যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। এটি গত বছরের তৃতীয়ার যাত্রী সংখ্যা ৫.৪০ লক্ষের চেয়ে বেশি। ব্লু লাইনে ৬.৭৭ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। গ্রিন লাইনে গতকাল ২.৩২ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। সারাদিন ব্লু লাইনে বেশিরভাগ ট্রেন পরিষেবা সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। ইয়েলো লাইন, গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনে পরিষেবাগুলি প্রায় সুষ্ঠুভাবে এবং দিনব্যাপী সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। পূজার ভিড়ের কারণে কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল টিকিটিং মোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা অ্যাপের মাধ্যমে বা রিচার্জের সময় বুক করলে ৫ বোনাস / রিবেট সহ আসে। গতকাল থেকে, স্মার্ট কার্ডের ব্যবসায়িক নিয়মে আকর্ষণীয় পরিবর্তন কার্যকর করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, স্মার্ট কার্ডের দাম হ্রাস পেয়েছে। প্রথম দিনেই যাত্রীদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন স্টেশনে, অতিরিক্ত সুবিধাগুলি গ্রহণের জন্য যাত্রীদের উৎসাহের সাথে স্মার্ট কার্ড কিনতে দেখা গেছে। যাত্রীদের সময় বাঁচাতে যেকোনো সময় টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক যাত্রী টিকিট কাটার ডিজিটাল পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন। পর্যটকদর্শনার্থীরা যথাক্রমে ২৫০ টাকা এবং ৫৫০ টাকা খরচ করে ৩ এবং ৫ দিনের জন্য সীমাহীন ভ্রমণের সুবিধা পেতে ট্যুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এই কার্ডগুলি এখন প্রতিটি মেট্রো স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা AAMAR মেট্রোর জন্য গর্বিত এবং আমাদের যাত্রীদের জন্যও সমানভাবে গর্বিত। যেহেতু মেট্রো সাশ্রয়ী, আরামদায়ক এবং সহজ যাতায়াতের মাধ্যম, তাই আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। যাত্রীদেরও কর্তব্যরত কর্মীদের দ্বারা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রো পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তাদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা আমাদের যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো প্রাক-শারদীয়া উৎসব

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ বেদমন্ত্র পাঠ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুক্রবার হয়ে গেলো প্রাক- শারদীয়া অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, ব্যারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে হাজির ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সারাদিন ধরে হল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিশেলে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠান ছিল নজরকাড়া। দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন, মহিষাসুরমর্দিনীর মত পৌরাণিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের সমাজ ব্যবস্থা এবং নারী শক্তির বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান ছিল চোখে পড়ারমতো নজর কেড়েছে সমাজের বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মহিষাসুরমর্দনী অনুষ্ঠান। ফি বছরের মত, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে আয়োজিত এমন প্রতিযোগিতামূলক প্রাক শারদীয়া অনুষ্ঠানের জন্য কার্যত মুখিয়ে থাকে রাজ্যের একাধিক সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বছরও একই ভাবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিয়েছিলেন নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে। দেবী দুর্গার বন্দনা, আরাধনা থেকে শুরু করে একক নৃত্য, সঙ্গীত, দলগত নৃত্যসংগীত এনে দিয়েছিল একদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা। টানা আট ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে, কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, কর্মী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অতিথিদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল অনুষ্ঠানের সাফল্য। আচার্য ডক্টর নন্দন গুপ্ত থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে নানাভাবে সহায়তার জন্য হাত বাড়ানো সমাজের বিশিষ্ট বিদ্বজনদের উজ্জল উপস্থিতি মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণ কে করে তুলেছিলো আরও প্রাণবন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রছাত্রী, করল অন্যরকমের পুজোর আড্ডা। পাট, সোলার সাজ দিয়ে একচলার প্রতিমায় চমক এবং আলপনা সহ অন্য হস্তশিল্প মহানগরের অন্যতম বড় বাজেটের পুজো মণ্ডপ কে কার্যত টেক্কা দিচ্ছিল। অনেকের সেলফির ধুম এবং ভিড়ে ঠাসা ওই চত্বরে, অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কে। এই অনুষ্ঠানের জন্য

প্রতিযোগীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যলয়ের কর্মকর্তা এবং আধিকারিকদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মত। প্রতিযোগিতামূলক নানা অনুষ্ঠানের জন্য আগত বিচারকমণ্ডলী এবং প্রতিযোগীদের জন্য তাঁদের দের সুচিন্তিত পরামর্শ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শুধু পঠনপাঠনই নয়, তাদের কর্মসংস্থান এবং সার্বিক বিকাশের বিষয়কে বরাবর গুরুত্ব দিচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর তাই এমনই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠানের নান্দনিকতায় যাতে কোনো খামতি না থাকে তার প্রতি বিশেষ নজরছিল প্রতিষ্ঠানের। তাই দিন কয়েক আগে থেকেই কার্যত সাজোসাজো রব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কে নানাভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। সোলার নানা কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন হস্তশিল্প দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল গোটা ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যলয়ের পরিসরে মাল্টিমিডিয়া এবং এনিমেশন বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের তৈরি পাট এবং সোলা দিয়ে তৈরি একচালার প্রতিমা বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছে প্রাক শারদীয়ার অনুষ্ঠানে। পরিসরে হস্তশিল্পের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে মাল্টিমিডিয়া এবং এনিমেশন বিভাগের কাজ কে ছাত্রছাত্রীদের আলপনা এনে দিয়েছিল অন্যমাত্রা। ভিড়ে ঠাসা ওই চত্বরে স্বাভাবিক কারণে বসেছিল পুজোর আড্ডা। আর তাতেই আমন্ত্রিত ছিলেন দেবশঙ্কর হালদার, গৌতম হালদার, শ্রীজাত, শুভ্রা বসু, দেবাশিস রায়, তীর্থ ভট্টাচার্য্য, দেবদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য বসু, চন্দন সেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য মত বিদ্বজনেরা। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, কর্মী, আধিকারিক এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ঠাসা ভিড় চাক্ষুষ বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে আচার্য ডক্টর নন্দন গুপ্ত, রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মুখ্য সচিব আইপিএস ড. রাজেশ কুমার, কোলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত কুমার দে, সিওও সৌরভ অধিকারী, রেজিস্ট্রার পিনাক পানি নাথ, হাইটেক এবং টিউটোপিয়া কর্ণধার সুব্রত রায়, ড. দীপঙ্কর ঘোষ, অধ্যক্ষ , এস আর লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, নদীয়া, বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিক ক্লাবের মেন্টার তথা বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শাহানা বক্সি, মিউজিক ক্লাবের অতিথি অধ্যাপিকা সৌমী ভট্টাচার্য্য, ডিরেক্টর প্রফেসর দেব নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিন অফ লাইফ সায়েন্স, প্রফেসর নিমাই চন্দ্র সাহা, সিএএ হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যালসায়েন্স প্রফেসর মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিরেক্টর প্রফেসর রঞ্জন চক্রবর্তী, ডিরেক্টর হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যাল সায়েন্স এন্ড হেড জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন প্রফেসর প্রমিতি রায়, ডিরেক্টর প্রফেসর অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, স্কুল অফ এগ্রিকালচার ডিরেক্টর প্রফেসর স্বপন দত্ত, পারফর্মিং আর্টস বিভাগের ডিরেক্টর প্রবীর গুহ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার তন্ময় মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অভিষেক ধর এবং শুভম ভট্টাচার্য, ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ একজামিনেশন সৌরভ সাহা প্রমুখ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ উল্লেখিত তারিখে ১৫:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: **ক্রম নং: টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা;** যথাক্রমে **টেন্ডার মূল্য & বায়না মূল্য : (১); ই-কেজিপি-এসওইউটিএইচ-৫১-২০২৫;** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে ৬০.২৫০ টিআর. কিমি -এর শেলো স্ক্রীনিং এন্ড সেস কাটিং (২য় কল); ₹ ২,৪১,৮৫,০৪৭.৪৫; ₹২,৭০,৯০০.০০। **(২); ই-কেজিপি- এসওইউটিএইচ-৫২-২০২৫;** এডিইএন/বালাসোরের এখতিয়ারাধীন ময়ূরভঞ্জ রোড-ভদ্রক সেকশনে নুয়াগাঁ-এ ৬০ কেজি রেলিংয়ের ইয়ার্ডের উন্নতি এবং শিডিউল পেইন্টিং; ₹ ২,৪৯,৭৭,৯১০.৬৭; ₹ ২,৭৪,৯০০.০০; **(৩); ই-কেজিপি-ইএএসটি-৬০-২০২৫;** কাজের সম্পাদন (i) পাঁশকুড়া (পিকেইউ) পণ্য শেডের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ/উন্নয়ন। (ii) পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ট্রেন চলাচলের জন্য মেচেদা (এমসিএ) স্টেশনে পিএফ নং ৩ এবং ৪ -এর সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান টাওয়ার ওয়াগন শেডের নির্মাণ/প্রতিস্থাপন এবং (iii) ডিইএন/ইস্ট/ খড়গপুরের আওতাধীন শালিমার, সাঁতরাগাছি, মেচেদা এবং পাঁশকুড়া পার্সেল অবস্থানে পার্সেল পাথওয়ের উন্নয়ন; ₹ ৮,৩২,৭১,৯৬৯.৮৬; ₹৫,৬৬,৪০০.০০; **(৪); ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪২-২০২৫;** এডিইএন/তমলুক এর এখতিয়ারাধীন তমলুক-দিঘা সেকশনে ২৬ নং সেতু (গুরুত্বপূর্ণ সেতু) এবং ৮৩ নং সেতু (প্রধান সেতু) এর উন্নয়ন ও সংস্কার; ₹ ৩,৫৫,১৪,১২০.৪৮; ₹ ৩,২৭,৬০০.০০; **(৫); ই-কেজিপি-ডব্লিউইএসটি-৪১-২০২৫;** ডিইএন/ওয়েস্ট/ খড়গপুরের অধীনে গার্ডার ব্রিজের এইচ-বিম স্লিপারে লক নাটের ব্যবস্থা; ₹ ১,৯৯,৮৪,৮৭২.৯৬; ₹ ২,৪৯,৯০০.০০; **(৬); ই-কেজিপি-ডব্লিউইএসটি-৪২-২০২৫;** এডিইএন/ ওয়েস্ট/ খড়গপুরের আওতাধীনএসএসই/পি.ওয়ে/ খড়্গপুর ডিভিশন ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পি. ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ; ₹ ১,৭১,১৭,৮৪৭.৬৮; ₹ ২,৩৫,৬০০.০০; **(৭); ই-কেজিপি-ডব্লিউইএসটি-৪৩-২০২৫;** এডিইএন/ ওয়েস্ট/খড়গপুরের আওতাধীন এসএসই/ পি.ওয়ে/ কেএএফ ডিভিশনে ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পি. ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ; ₹ ১,৪৯,৮৮,৪৪১.৭৮; ₹ ২,২৫,০০০.০০; **(৮); ই-কেজিপি-ডব্লিউইএসটি-৪৪-২০২৫;** এডিইএন/পশ্চিম/ খড়গপুরের আওতাধীন এসএসই/পি.ওয়ে/এমওয়াইডি সেকশনে ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পি. ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ; ₹ ১,৩৯,৩৩,৬৭৯.৪৪; ₹ ২,১৯,৭০০.০০; **(৯); ই-কেজিপি-ইএএসটি-৬১-২০২৫;** নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন (i) এডিইএন/ শালিমারের অধীনে ওভার রানলাইন, ডেড এন্ড এবং স্যান্ড হাম্পের উন্নতি ও মানকরণ, (ii) ২৩ কিমি -এর জন্য আন্দুল -পাঁশকুড়া : থ্রু ফাস্টেনিং রিনিউয়াল এবং (iii) হাওড়া-খড়গপুর: ডিইএন/পূর্ব/ খড়গপুরের আওতাধীন এসইজে -এর পুনর্নবীকরণ- ৪৪ সেটস এবং গ্লুড জয়েন্টস- ৭৭৪টি ; ₹ ৩,৪৯,৮৬,৬৪৭.৯৭; ₹ ৩,২৪,৯০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹ ০.০০ (সকল টেন্ডারের জন্য); **খোলার তারিখ:** ১৬.১০.২০২৫ (ক্রম নং ১ থেকে ৪ এর জন্য), ২২.১০.২০২৫ (ক্রম নং ৫ থেকে ৮ এর জন্য) এবং ২৩.১০.২০২৫ (ক্রম নং ৯ এর জন্য); **কাজের সমাপ্তির সময়কাল:** ১৮ মাস (ক্রম নং ৩ এর জন্য) এবং ১২ মাস (বাকি ক্রম নং -এর জন্য); **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০২.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ক্রম নং ১ থেকে ৪ পর্যন্ত এবং ১৬.১০.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ৫ থেকে ৮ -এর জন্য ০৮.১০.২০২৫ তারিখ থেকে এবং ২২.১০.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ৯ -এর জন্য ০৯.১০.২০২৫ থেকে এবং ২৩.১০.২০২৫ তারিখের ১৫:০০টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" ওয়েবসাইটে গিয়ে সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। (PR-671)

গুড্স অফিস এবং মার্চেন্ট রুম নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-৭৩-২০২৫, তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০২৯। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বিপিজি-এর অধীনে বিহারা গুড্স সার্কুলেটিং এরিয়ায় টয়লেট সুবিধা এবং পানীয় জলের সুবিধা (ওয়াটার ভ্যাট, পাইপলাইন, আইআরপি এবং স্টিল স্টেজিং)সহ লেবার শেড সহ গুড্স অফিস এবং মার্চেন্ট রুম নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০৭,৫৫,০২২ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫৩,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ১৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

The undersigned hereby inviting e -tender Vide ref no **793/PS/APAS/25-26, 794/PS/APAS/25-26,801/PS/APAS/25-26,802/PS,804/PS/APAS/25-26,805/PS/APAS/25-26 Dated, 23/09/25, 25-09-2025**,dated prospective bidders by **10/10/25 , 17/10/25** for details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive officer
Purbasthali II PS

শামুকতলা ইয়ার্ড রিমোডেলিং-এর দ্বারা পিএসআরের শিথিলকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৩-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ৩৪-এপি-।-২০২৫। **কাজের নামঃ** শামুকতলা রোড- শামুকতলা ইয়ার্ড রিমোডেলিং-এর দ্বারা পিএসআরের শিথিলকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭২,৫৩,৭৬২.৬৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৩৬,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৫৪_২০২৫-২৬, তারিখ ২৫.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৫৪_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডিকেএই-এর আওতাধীনে সিটিআর(পি)- ৪.৩৭৫ টি কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে ঃ- ডিডিজে-ডিকেএই ঃ ডাউন ১৩.৮৯০ - ১৪.০১৩ = ০.১২৩ কিমি; আরসিডি - বিটিএনজি ঃ এসএল ৯.৬৫৪ -১৩.০৯৫ = ৩.৪৪১ কিমি;বিটিএনজি লাইন-১৯.৮১৪ - ১০.৬২৫ = ০.৮১১ কিমি এবং সিটিআর (পি) - ২.০০৯ টি কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে ঃ- এডিএল - ডিকেএই - মেন লাইন - এসএল - ৭.৬০ থেকে - ৯.৬০৯ = ২.০০৯ কিমি এবং টিএসআর(পি) - ৩১.৯৩২ টি কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে ঃ- বিএলওয়াই - এসকেজি ঃ রেভ লাইন ১০.৫২৭ -১৪.৮৭১ = ৪.৩৪৪ কিমি, ডাউন১ ১৪.৮৭১- ১৬.০৯৬ = ১.২২৫ কিমি; আপ কর্ড ১০.০০০ - ১৪.০০০ = ৪.০০০ কিমি; ডাউন২ ১৫.২০৬ - ১৫.৫৫০ = ০.৩৪৪ কিমি; আপ১ ১৬.০০০ - ১৮.০০০ = ২.০০০ কিমি, ১৯.৩৩০ - ২২.০০০ = ২.৬৭০ কিমি; ডাউন১ ১৬.০৯৬ - ১৭.৮২০ = ১.৭২৪ কিমি, ২১.০০০ - ২২.০০০ = ১.০০০ কিমি, ৩৩.০০০ - ৩৪.৫০০ = ১.৫০০ কিমি; ডাউন২ ২৫.০০০ - ২৭.০০০ = ২.০০০ কিমি, বিএলওয়াই - এসকেজি ঃ ।।। য় লাইন ৪৫.৮৭৫ - ৫৭.০০০ = ১১.১২৫ কিমি এবং টিএসআর (পি) - ৯.৭০৪ কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে ঃ- বিএলওয়াই - এসকেজি ডাউন১ ১৮.৯৮৪ - ২১ = ২.০১৬ কিমি, ডাউন-১ ২২ - ২৩ = ১ কিমি, ডাউন১ ২৪.২৫০ - ২৭ = ২.৭৫০ কিমি, ডাউন-১ ৩৪.৫০০ - ৩৭ = ২.৫০০ কিমি, আপ-১ ৩১.১৪৫ - ৩২ = ০.৮৫৫ কিমি আপ - ১ ৩২.৫৮২ - ৩৩.১৬৫ = ০.৫৮৩ কিমি এবং সিনি ডিইএন/২ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন বিডব্লুএন-এর আওতাধীনে টিএসআর(পি) - ৩৫.৮৫৬ কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে ঃ বিএলওয়াই-এসকেজি ঃ আপ কর্ড ৯৩.০০০ - ৯৪.০৬৩ = ১.০৬৩ কিমি, ৯৪.৬৯৩ - ৯৫.২০০ = ০.৫০৭ কিমি; রেভলাইন ৬৬.০০০ - ৮১.০০০ = ১৫.০০০ কিমি, ৯৩.০০০ - ৯৪.০০২ = ১.০০২ কিমি, বিএলওয়াই-এসকেজি ।।। য় লাইন ৭৯.৫৬৩ - ৮১.০০০ = ১.৪৩৭ কিমি, ৯৩.০০০ - ৯৪.৮৮০ = ১.৮৮০ কিমি; এসকেজি - বিডব্লুএন আপ কর্ড ৯৫.২০০ - ১০৪.০০০ = ৮.৮০০ কিমি; বিডিসি - এসকেজি রেভলাইন ৯১.২৫৪ - ৯৪.০২১ = ২.৭৬৭ কিমি, বিডব্লুএন - কেএএন ঃ আপ -২ ১০৮.৫৬০ - ১১১.৯৬০ = ৩.৪০০ কিমি। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,২৯,৬৪,৯১১.৮২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৬৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-318/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-25
Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 26/09/2025
E-NIT no-26
Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 26/09/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org
& wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Eight One (81) nos.** works vide **E-NIT No: 07/APAS/B.D.O/ HPL/2025-2026, 08/APAS/BDO/HPL/2025-26 & 09/APAS/BDO/HPL/2025-26 of Olipur Kashipur Gram Panchyat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-08/HirGP/2025-26, Date-25/09/2025

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: APAS. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **07.10.2025 up to 16.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **11.10.2025 at 11.00 hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

হাওড়া ডিভিসনে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

''**দুর্গা পূজার**'' ছুটির দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের সম্ভাব্য অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে **২৯/৩০.০৯.২০২৫ (সপ্তমী/অষ্টমী), ৩০.০৯.২০২৫/০১.১০.২০২৫ (অষ্টমী/নবমী), ০১/০২.১০.২০২৫ (নবমী/দশমী) তারিখের** মধ্যবর্তী রাত্রিগুলিতে ব্যান্ডেল, তারকেশ্বর এবং বর্ধমানের (ভায়া মেন এবং কর্ড লাইন) উদ্দেশ্যে ০৮(আট)টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (নীচে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী অনুযায়ী উভয় অভিমুখে) চলবে এবং যাত্রাপথে সকল স্টেশনে থামবে।

এক জোড়া বর্ধমান–হাওড়া–বর্ধমান ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (ভায়া ব্যান্ডেল)

ডাউন ইএমইউ স্পেশাল		স্টেশন	আপ ইএমইউ স্পেশাল	
পৌ.	ছা.		পৌ.	ছা.
–	২১.৪০	↓ বর্ধমান	০৩.১০	–
২৩.০০	২৩.০২	ব্যান্ডেল	০১.৫০	০১.৫১
০০.০৫	–	হাওড়া ↑	–	০০.৪৫

এক জোড়া বর্ধমান–হাওড়া–বর্ধমান ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (ভায়া ডানকুনি)

ডাউন ইএমইউ স্পেশাল		স্টেশন	আপ ইএমইউ স্পেশাল	
পৌ.	ছা.		পৌ.	ছা.
–	২২.৩০	↓ বর্ধমান	০৩.২০	–
০০.১৭	০০.১৮	ডানকুনি	০১.৩৭	০১.৩৮
০০.৪৫	–	হাওড়া ↑	–	০১.১৫

এক জোড়া ব্যান্ডেল–হাওড়া–ব্যান্ডেল ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

ডাউন ইএমইউ স্পেশাল		স্টেশন	আপ ইএমইউ স্পেশাল	
পৌ.	ছা.		পৌ.	ছা.
–	২৩.৩০	↓ ব্যান্ডেল	০২.০৫	–
০০.৩৫	–	হাওড়া ↑	–	০১.০০

এক জোড়া তারকেশ্বর–শেওড়াফুলি–তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

ডাউন ইএমইউ স্পেশাল		স্টেশন	আপ ইএমইউ স্পেশাল	
পৌ.	ছা.		পৌ.	ছা.
–	২৩.১৫	↓ তারকেশ্বর	০১.২০	–
০০.০৫	–	শেওড়াফুলি ↑	–	০০.৩০

দ্রষ্টব্যঃ ৬৩৫০১ হাওড়া–বর্ধমান (ভায়া ব্যান্ডেল) মেমু লোকাল (হাওড়া থেকে ছাড়ার সময় ০১:৪৫ ঘ:) ২৯.০৯.২০২৫ (সপ্তমী/ সোমবার), ৩০.০৯.২০২৫ (অষ্টমী/মঙ্গলবার), ০১.১০.২০২৫ (নবমী/বুধবার) এবং ০২.১০.২০২৫ (দশমী/বৃহস্পতিবার) তারিখে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত সকল স্টেশনে থামবে। • দুর্গাপূজা উৎসবের দিনগুলিতে অর্থাৎ ২৯.০৯.২০২৫ (সপ্তমী/ সোমবার), ৩০.০৯.২০২৫ (অষ্টমী/মঙ্গলবার), ০১.১০.২০২৫ (নবমী/বুধবার), ০২.১০.২০২৫ (দশমী/বৃহস্পতিবার) তারিখে, লক্ষ্মী পূজার দিন অর্থাৎ ০৬.১০.২০২৫ (সোমবার) তারিখে এবং কালী পূজার দিন অর্থাৎ ২০.১০.২০২৫ (সোমবার) তারিখে হাওড়া ডিভিসনের ইএমইউ লোকালগুলি যাত্রা শুরুর ভিত্তিতে ১৫:০০ ঘ: পর্যন্ত রবিবারের মতো চলবে এবং তারপরে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো চলবে। • কেবলমাত্র ট্রেন নং. **৩৭২২০ ব্যান্ডেল–হাওড়া ইএমইউ লোকাল** (ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ার সময় ০৫:৪০ ঘ:) উপরে উল্লিখিত উৎসবের দিনগুলিতে নিজস্ব পথ এবং সময়সূচী অনুযায়ী চলবে। • স্পেশাল ট্রেনগুলির বিস্তারিত সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে স্থানীয় স্টেশন ম্যানেজার/স্টেশন মাস্টারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-09/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 12.00 PM of 18/10/2025 under APAS 2025-26.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Four (04) nos.** works vide **E-NIT No: 19/B.D.O/ HPL/2025-2026**

For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

অক্টোবর, ২০২৫-এর ই-নিলাম কর্মসূচি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক আহ্বান করা হচ্ছে।

নং এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ২৫.০৯.২০২৫

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	নিলামের প্রস্তাবিত তারিখ			
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	০৯.১০.২০২৫	১৫.১০.২০২৫	২৪.১০.২০২৫	২৯.১০.২০২৫
২.	হালিশহর ডিপো	০৭.১০.২০২৫	১৩.১০.২০২৫	১৭.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	০৮.১০.২০২৫	১৪.১০.২০২৫	২২.১০.২০২৫	৩০.১০.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিসন	০৭.১০.২০২৫	১৪.১০.২০২৫	২১.১০.২০২৫	২৮.১০.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিসন	০৮.১০.২০২৫	১৬.১০.২০২৫	২২.১০.২০২৫	২৯.১০.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৯.১০.২০২৫	১৫.১০.২০২৫	২৪.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫
৭.	মালদা টাউন ডিভিসন	০৭.১০.২০২৫	১৫.১০.২০২৫	২২.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫

STORES-37/2025-26 চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চাষবাস

দার্জিলিং পাহাড়ে শতাধিক চা বাগানে ফার্স্ট ফ্ল্যাশের পাতা নষ্ট হয়েছে

উত্তরের পাহাড়-সমতলে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি। ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তীর্ণ এলাকার চা বাগান। দার্জিলিং পাহাড়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা বাড়ছে। শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত সিকিমে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত ওই পরিস্থিতি চলতে পারে। বৃষ্টির আশায় চাতকের মতো কাতর নেমেছে শিলাবৃষ্টি। তাতেই চা গাছের দফারফা দেখে চা বাগান মালিকদের মাথায় হাত পড়েছে। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সচিব রাম অবতার শর্মা জানান, শীতে চা শিল্পে বৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়েছে

চোখে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন উত্তরের চা ও সবজি চাষিরা। সেটাও নেহাত কম দিন নয়। প্রায় পাঁচ মাস। অবশেষে সেই প্রতীক্ষা ও আক্ষেপের অবসান হল শুক্রবার বিকেলের পর। যদিও ডেকে এনেছে সর্বনাশ। ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহড়ের কিছু চা বাগান শুধু বৃষ্টি পেলেও বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝমঝমিয়ে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, বীরপাড়া, মেটেলি, বিন্নাগুড়ি ও দার্জিলিং পাহাড়ে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে সবজি ও চা বাগানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মেটেলির কিলকোট চা বাগান ও বিন্নাগুড়ি এলাকায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার রহিমপুর, দলগাঁও-সহ কিছু চা বাগানের কয়েক হেক্টর এলাকার চা গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে শতাধিক চা বাগানে ফার্স্ট ফ্ল্যাশের পাতা নষ্ট হয়েছে।আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার উত্তরের পাহাড়-সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে শিলাবৃষ্টি। দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা বাড়ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ওই পরিস্থিতি চলবে। মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সিকিম কেন্দ্রের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব ভারতের দিকে পাশ করবে। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। তারই প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি চলবে। এদিকে সিকিমে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পর উত্তর ও পূর্ব সিকিমের উঁচু এলাকায় ফের তুষারপাত হয়েছে। বৃষ্টি না হওয়ায় দুশ্চিন্তা বাড়ছিল চা বাগানের মালিক-শ্রমিকদের। চা বাগানের দুটি পাতা একটি কুঁড়িও দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমে গাছগুলিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছিল। পর্যাপ্ত জলের অভাবে বেশিরভাগ চা গাছ লাল হতে শুরু করে। গতকাল বৃহস্পতি উত্তরবঙ্গের এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। আর সেই বৃষ্টিই স্বস্তি এনেছে বাগানের মালিক, শ্রমিকদের।জানা গিয়েছে, তরাই ও ডুয়ার্সের প্রায় সব জায়গাতেই মুশলধারে বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়েনা। তেমন ঝড়ও হয়নি। ফলে এই বৃষ্টিই আশীর্বাদ হিসেবে ঝড়েছে বলে মনে করছেন ম্যানেজার, শ্রমিকরা। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝের ডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, দীর্ঘ ছয় মাসের অপেক্ষার পর এমন বৃষ্টি পেলাম আমরা। যেসব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে এই বৃষ্টি খুব কাজে লাগবে। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বৃষ্টির ফলে ভালো পাতা তৈরি হবে। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি চায়ের জন্য কেবল প্রয়োজন হয়। সেই ফসল এবার পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তিনি।এই বৃষ্টির ফলে চা পাতার উপাদান, গুণমান দুটোই ভাল হবে। যে মাসে ফলন ভালো হবে। এই কথা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতদিন চা উপাদনের পরিমান অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু এবার কত উপাদন হবে? সেই বিষয়টি আগামী দিনে বলা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে রোগ, পোকার আক্রমণ কমবে। যে সব চা বাগানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এই বৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু চা বাগান মালিকপক্ষই না, এই বৃষ্টির ফলে খুশি চা শ্রমিকরাও। চা শ্রমিক নেতা বিদ্যুৎ গুন বলেন, অনেক দিন থেকে আমরা বৃষ্টির অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সেই বৃষ্টি পেলাম। এটা চা শিল্পের পক্ষে খুব আশার কথা। বাগানের শ্রমিক সুনীতা ওঁরাও, মন্তি গোপরা বৃষ্টির পরে অত্যন্ত আনানন্দিত। সপ্তাহ দু'য়েক পরেই ভালো ফলনের আশা করছেন তাঁরা।

পোকার উপদ্রবে লেবু চাষে ক্ষতি?

লেবু গাছ আক্রমণকারী কয়েকটা পোকা যেগুলো লেবুর উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় সেগুলো হল সাইলিড, লেমন প্রজাপতি, অ্যাফিড, সাদামাছি, ফল চোষা মথ পোকা ইত্যাদি। সাইলিডএদের নিম্ফ এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই পাতা থেকে রস চুষে খায়, ফলে পাতা কুঁচকে শুকিয়ে যায় এবং শেষে পাতা ঝরে পড়ে। নিম্ফগুলো ফ্যাকাসে হলুদ রঙের হয় যাদের বেগুনি রঙের চোখ থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক গুলো ছোট হযয, কিন্তু এদের ডানা লম্বা হয় এবং শরীরের উপরে সাদা পাউডারের মতো আস্তরণ থাকে।

এর জন্য কি প্রতিকার- শুকনো ডালপালা, পাতা, আক্রান্ত গাছগুলোকে তুলে ফেলে দিতে হবে। নিম তেল ১০ লিটার অথবা মিথাইল ডিমিটন ২৫ ইসি ২.৫ লিটার অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এসএল ২৫০ মিলি দেড় হাজার থেকে দুই হাজার লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি হেক্টরে দুইবার স্প্রে করতে হয় একবার মার্চে এবং আর একবার সেপ্টেম্বরে।

লেমন প্রজাপতি-কচি লার্ভা পাতার উপরিভাগে থাকে এবং পাতার ল্যামিনাকে মার্জিন থেকে মধ্যশিরা অবধি খায়। বড় হওয়া লার্ভা পরিপক্ক পাতা খায়। এবং পুরো গাছের মারাত্মক পচন ঘটায়। বড় হয়ে ওঠা লার্ভা, যা প্রাথমিক অবস্থায় পাখির বিষ্ঠার অনুরূপ হয় তা হলুদাভ সবুজ রঙের হয়। এবং দেহের পৃষ্ঠীয় দিকে শিংয়ের মতো গঠন থাকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মাথা কালো এবং বুক, পেটের নিচের অংশ কৃমি হলুদ রঙের, ডানা কালো, হলুদ চিহ্ন দিয়ে অলঙ্কৃত থাকে। কি ভাবে প্রতিকার কা যেতে পারে দেখে নিন- বিভিন্ন পর্যায়ের পোকা দেখলেই গাছ থেকে তুলে ফেলতে হবে, নিম বীজ নির্যাস ৩ অথবা নিমাটোড ডিডি-১৩৬ ৩ এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসে স্প্রে করতে হবে। অ্যাফিডনিম্ফ এবং প্রাপ্তবয়স্করা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে রস চুষে খায় যার ফলে কোঁকড়ানো, বিকৃতি ও হলুদ হয়ে যাওয়া এবং কোমল অঙ্কুর কুঁচকে যাওয়া দেখা যায়। যার ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই পোকার দ্বারা নিঃসৃত মধুর মতো পদার্থ স্যুটি মোল্ড বৃদ্ধির জন্য দায়ী। প্রাপ্তবয়স্করা ডানাহীন এবং চকচকে কালো, নিম্ফগুলো গাঢ় লালচে বাদামী বর্ণের হয়।প্রতিকার- ২.৫ লিটার অক্সিডিমিটন মিথাইল ২৫ ইসি ১৫০০ থেকে ২০০০ লিটার জলে মিশিয়ে প্রতি হেক্টরে স্প্রে করতে হবে মার্চ এবং সেপ্টেম্বর মাসে।

সাদামাছি- নিম্ফ এবং প্রাপ্তবয়স্করা প্রচুর পরিমাণে রস চুষে খায়। এই পোকার দ্বারা নিঃসৃত মধুর মতো পদার্থ স্যুটি মোল্ড ছত্রাকের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ছোট ছোট ফল দেয়। নিম্ফগুলো চ্যাপ্টা, উপবৃত্তাকার, স্কেলের মতো, স্বচ্ছ, পাতার নিচের দিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকে। প্রাপ্তবয়স্করা সাদা পাউডারের মতো আবরণ বিশিষ্ট হয়। প্রতিকার-নিয়মিত অঙ্গ ছাঁটাই করা জরুরি। নিম তেল ৩ স্প্রে করা যেতে পারে। মিথাইল ডিমিটন ২৫ ইসি ১ লিটার ১৫০০ থেকে ২০০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে, একবার এপ্রিল থেকে মে মাসে এবং আর একবার সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে।

মার্কিন শুল্কবাণে বেসামাল হয়ে এখন পুতিনকে ফোন মোদির!

২৬ সেপ্টেম্বর ঃ মার্কিন শুল্কবাণে বেসামাল হয়ে ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! এমনটাই দাবি করলেন ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট। তাঁর কথায়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নিয়ে আগামী দিনে রাশিয়ার কী পরিকল্পনা, সেটা বিস্তারিতভাবে জানতেই মোদি ফোন করেছিলেন পুতিনকে। মার্কিন শুল্কবাণের জেরেই মোদির এই পদক্ষেপ, এমনটাই দাবি ন্যাটো কর্তার। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের ফাঁকেই এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে রুট বলেন, ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা, কারণ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনে। তাই

নবনির্মিত তৃতীয় লাইন এবং ডাবলিংয়ের সফল গতি পরীক্ষা পরিদর্শনে সুরক্ষা কমিশনার

গোরখপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ পরিচালন সুবিধার জন্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ডোমিনগড়-গোরখপুর জংশন-গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-কুস্মী তৃতীয় লাইন এবং গোরখপুর জংশন-নাখা জঙ্গল ডাবলিং প্রকল্প (২২ কিমি) ৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায়, গোরখপুর জংশন-ডোমিনগড় তৃতীয় লাইন (৪ কিমি) এবং গোরখপুর-নাখা জঙ্গল (৫ কিমি) ডাবলিং এবং বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হয়েছে। রেলওয়ে সুরক্ষা কমিশনার, উত্তর-পূর্ব সার্কেল, শ্রী প্রণজীব সাক্সেনা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে এই নবনির্মিত তৃতীয় লাইন এবং ডাবলিংয়ের সফল গতি পরীক্ষা পরিদর্শন এবং পরিচালনা করেন।

তাইওয়ানে সুপার টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবে জলোচ্ছ্বাস! নিখোঁজ ১২৪

২৬ সেপ্টেমন্বর ঃ তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়ল দক্ষিণ চিন ১২৪ জন। নিহত অন্তত ১৪।গত সোমবার থেকেই সুপার টাইফুন

সাগরে জন্ম নেওয়া সুপার টাইফুন রাগাসা। সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় টুরিস্ট হাব হুয়ালিয়েনে ঝড়ের প্রকোপে পড়েছে বহু মানুষ। বিপর্যয়ের ধাক্কায় এখনও নিখোঁজ রাগাসা দাপট দেখাচ্ছিল তাইওয়ানের উপকূলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেটি আছড়ে পড়েছে চিনের দক্ষিণ উপকূল ও হংকংয়ে। হয়েছে ভারী বৃষ্টিও। জানা গিয়েছে, ফিলিপাইন্সের উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় রাগাসার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৩০ কিলোমিটার। এই দ্বীপটি থেকে তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের কাছাকাছি। এখনও পর্যন্ত এই বিপর্যয়ে কেবলমাত্র গুয়াংফু থেকেই হতাহতের খবর মিলেছে। গ্রামটির বাসিন্দা এক হাজারেরও বেশি। সেখানেই প্রবল ঝড় ও বিপুল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে সেতু। অনেকেই এখনও আটকে রয়েছেন সেখানে।গুয়াংফুর এক পোস্টম্যান জানাচ্ছেন, ঝড়ের ধাক্কায় জলে বিরাট বিরাট স্রোত লক্ষ করা গিয়েছে। এবং সেই ঢেউ প্রায় সুনামিরই মতো! ওই পোস্টম্যানের দাবি, জল এলাকায় প্রবেশ করতেই তিনি লাফিয়ে পোস্ট অফিসের তিনতলায় ঢুকে পড়েন। পরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গাড়ি জলের তোড়ে লিভিং রুমে ঢুকে পড়েছে। টাইফুনের নানা ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

ইউকো ব্যাঙ্কে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে আগরতলা পুর নিগমকেঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ব্যাঙ্ক থেকে আগরতলা পুর নিগমের ঘোটালা হওয়া ১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্ককেই ফিরিয়ে দিতে হবে। বিধানসভায় আগরতলা পুর নিগমের টাকা ঘোটালা কাণ্ড নিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ইউকো ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখা থেকে আগরতলা পুর নিগমের ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তথ্য দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলতে গিয়ে জানান, আগরতলা পুর নিগমের কিছু টাকা ইউকো ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখায় জমা করা ছিল। কিন্তু চলতি মাসের ১ তারিখে চারটি চেকের মাধ্যমে ৯ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ এই চেকগুলি পুর নিগমের কাছেই রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আরও জানান, পরবর্তী সময়ে আরও তিনটি চেকের মাধ্যমে ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে আরও ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে আগরতলা পুর নিগমের গায়েব হয়ে যাওয়া টাকাগুলি আগরতলা পুর নিগমকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এদিন বিধানসভার অধিবেশনে সকলকে আশ্বস্ত করে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ব্যাঙ্কের ভুলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগরতলা পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকার চেক জালিয়াতি কাণ্ডে ইতিমধ্যেই রাজধানীর ইউকো ব্যাঙ্কের কেশিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ক্যাশিয়ার এর নাম রামিয়ানী শ্রীময়ী। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত, এই চেক জালিয়াতি কাণ্ডে আরও কয়েকজন রাঘব বোয়াল জড়িত।

ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রতি লোভ করা থেকে বিরত থাকুক পাকিস্তান, আর্জি নয়াদিল্লির

২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশনে পাকিস্তানকে খোঁচা ভারতের। মাত্র দু'দিন আগেই খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি গ্রামে বোমা ফেলে শাহবাজ শরিফের সেনা। মৃত্যু হয় ৩০ জন সাধারণ নাগরিকের। তার মধ্যে মহিলা এবং শিশুও রয়েছে। আর এই ঘটনাকে উল্লেখ করেই রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি ক্ষীতিজ ত্যাগীকে বলতে শোনা গেল, পাকিস্তান এমন এক দেশ যারা রাষ্ট্রসংঘ চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, আবার সাধারণ মানুষের উপরে বোমা ফেলে।

এদিন অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় ক্ষীতিজ দাবি করেন, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যে ধরনের দাবি করছে তা ভিত্তিহীন ও উসকানিমূলক। সেই সঙ্গেই সাম্প্রতিক ঘটনাটির উল্লেখ করে ইসলামাবাদকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থাকা এক প্রতিনিধি দল ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য এই মঞ্চের অপব্যবহার করে চলেছে। আমাদের ভূখণ্ডের প্রতি লোভ করার পরিবর্তে তাদের উচিত অবৈধভাবে দখল করা ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া।

সামরিক আধিপত্য দ্বারা প্রভাবিত রাজনীতি ভুলে এবং রাষ্ট্রসংঘের নথি অনুযায়ী নিপীড়নের দ্বারা কলঙ্কিত মানবাধিকাররে রক্ষা

করার দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত। তবে সম্ভবত সন্ত্রাসবাদের রপ্তানি, রাষ্ট্রসংঘ চিহ্নিত জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া এবং নিজেদের লোকদের উপরই বোমা হামলা থেকে বিরতি পেলে তবেই

প্রসঙ্গত, রবিবার রাত ২টো নাগাদ পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর ফাইটার জেট ৮টি এলএস-৬ বোমা ফেলে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তিরহা উপত্যকার মাত্রে দারা গ্রামে। মুহূর্তে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় গোটা এলাকা। ' তালিবান পাকিস্তান' জঙ্গিদের খতম করার উদ্দেশে বোমা ফেলা হয়েছিল বলেই দাবি। যদিও শিশু ও মহিলা-সহ ৩০ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। আহত হন অনেকে।ওয়ানের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের কাছাকাছি।

এখনও পর্যন্ত এই বিপর্যয়ে কেবলমাত্র গুয়াংফু থেকেই হতাহতের খবর মিলেছে। গ্রামটির বাসিন্দা এক হাজারেরও বেশি। সেখানেই প্রবল ঝড় ও বিপুল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে সেতু। অনেকেই এখনও আটকে রয়েছেন সেখানে।

গুয়াংফুর এক পোস্টম্যান জানাচ্ছেন, ঝড়ের ধাক্কায় জলে বিরাট বিরাট স্রোত লক্ষ করা গিয়েছে। এবং সেই ঢেউ প্রায় সুনামিরই মতো! ওই পোস্টম্যানের দাবি, জল এলাকায় প্রবেশ করতেই তিনি লাফিয়ে পোস্ট অফিসের তিনতলায় ঢুকে পড়েন। পরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গাড়ি জলের তোড়ে লিভিং রুমে ঢুকে পড়েছে। টাইফুনের নানা ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

গাজায় ভয়ংকর এয়ার স্ট্রাইক ইজরায়েলের, খতম ৭ অক্টোবর হামলার চক্রী হামাস কমান্ডার

২৬ সেপ্টেম্বর ঃ হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য বেঁধে নিয়ে গাজায় বিরাট সেনা অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েল। লাগাতার চলছে এয়ার স্ট্রাইক। সেই অভিযানেই মৃত্যু হল ৭ অক্টোবর হামলার অন্যতম চক্রী হামাসের নাখবা বিভাগের শাতি ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার ওয়েল মাত্রিয়ার। সম্প্রতি এই অভিযান চালানো হয় ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স ও ইরায়েলের সন্ত্রাসদমন বিভাগ 'শিন বেট'-এর উদ্যোগে। ইজরায়েল সেনার তরফে জানানো হয়েছে, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের নাহাল ওজ চেকপয়েন্টে হামলার মূল চক্রান্তকারি ছিল এই মাত্রিয়া। লড়াইয়ের সময় ইজরায়েল সেনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সহায়তা করেছিল সে। এহেন হামাস নেতার মৃত্যু ইজরায়েলের কাছে বিরাট সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি গাজার মাটিতে ইহুদি সেনার তরফে যে এয়ার স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল সেই অভিযানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে রিপোর্ট বলছে, গত বুধবার গাজায় ইজরায়েলি সেনা গোলাগুলিতে ৮০ জনের বেশি প্যালেস্তিনিয়র মৃত্যু হয়েছে। যাঁদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয়েছে গাজা সিটিতে। এছাড়া স্থানীয়দের তরফে জানা গিয়েছে, গাজা সিটির কেন্দ্রীয় দারাজের ফিরাস বাজারের কাছে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য একটি ভবন ও তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে হামলা চালায় ইজরায়েল। এই হামলায় শিশু ও মহিলা-সহ অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ইজরায়েল সেনার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অভিযানে দুই শীর্ষ হামাস নেতার মৃত্যু হয়েছে। সেনার ট্যাঙ্ক ক্রমশ শহরের কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে। এই অঞ্চলকে হামাসের প্রধানঘাঁটি হিসেবে গণ্য করা হয়। সেনা জানিয়েছে, আমাদের হামলার মূল লক্ষ্য হল হামাসকে শেষ করা ও তাদের হাতে বন্দি ইজরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের মুক্ত করা।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে দেশি মাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব সংবাাদদাতা, নামখানা,২৬ সেপ্টেম্বরর ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন একটু অন্যরূপে পালিত হলো দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে। প্রায় ২৩ খানা প্রজাতির দেশীয় মাছ আজ বিতরণ করা হলো উপভোক্তাদের মধ্যে। এইচসিএল ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায় রানী রাসমণি মিশনের তত্ত্বাবধানে নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দন পিড়ী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে আজ দেশীয় মাছের চারা বিতরণ এবং কিভাবে চাষ করতে হবে তার পদ্ধতি হাতে কলমে দেখানো হয়। মোট ২৫ জন বেনিফিসারিদের মধ্যে এই মাছের চারাগুলি দেয়া হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাপস সামুই মহাশয়। বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে সভাপতি প্রবীর পাল, সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, সহ-সভাপতি অতনু বেরা, কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ তিয়ারি, ক্যাশিয়ার দেবাশীষ মাইতি, স্থানীয় প্রকল্প সহায়ক সঞ্জীব পাত্র সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে আয়োজন করেন। সংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা বলেন বর্তমান সময়ে ধানের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে সার বিষ দেওয়ার ফলে দেশীয় মাছের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। এবং আস্তে আস্তে সরপুটি, ন্যাদশ, চান্দা ইত্যাদি মাছ কমে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই মাছগুলিকে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে এবং মানুষকে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

২১৪ জন ডক্তারকে নিয়োগপত্র মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা শুক্রবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে ২১৪ জন জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার (জিডিএমও) এবং ১২ জন গ্রন্থাগারিককে নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ডাক্তার হতে অনেক সময় এবং চেষ্টা লাগে এবং তারপরে চাকরি নিশ্চিত করতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে এর আগেও বর্তমান সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করেছে এবং চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং সরকার শূন্য পদ পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, একজন ব্যক্তির নিজের শিকড় কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় এবং সর্বদা তাদের পিতামাতার অবদান মনে রাখা উচিত। গ্রন্থাগারিকদের গুরুত্ব তুলে ধরে ডাঃ সাহা বলেন, গ্রন্থাগারিক ছাড়া একটি স্কুল সঠিকভাবে চলতে পারে না। পরে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, রাজ্য সরকার জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রণী পদক্ষেপ নিচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এই পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী এবং নাগরিক-বান্ধব করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রী সাধারণের জন্য খুলে গেল প্রফুল্ল দ্বার

মহন্ত দাশগুপ্ত, ২২৬ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ আট বছরেরও বেশি শিয়ালদার এক নম্বর প্লাটফর্মের পুরনো টিকিট কাউন্টার এবং সেই ধার দিয়ে যাত্রীদের বাইরে বেরোনোর রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল রেল কর্তৃপক্ষ। এবার সেই বন্ধ পথ খুলে গেল একেবারে ঝা চকচকে ও আধুনিকীকরণ পরিকাঠামো এবং স্বচ্ছতা সম্পন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ছয়টি নতুন টিকিট কাডন্টার খোলা হয়েছে, যেখান থেকে সব স্টেশনেরই টিকিট পাওয়া যাবে। শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য যে, দ্বার খুলে দেওয়া হলো তার নাম রাখা হয়েছে প্রফুল্ল দ্বার। কলকাতা তথা মহানগরী লাগোয়া বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে পুজোর কদিন কলকাতামুখী হওয়ার জন্য। দৈনিক লোকাল ট্রেনের ভরসাতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের যাওয়া-আসা ও আপ ডাউন করার ক্ষেত্রে যে পরিষেবা গুলি বাঙালির পুজো উপলক্ষে দেওয়া হবে সেগুলি হল পুজোর কটা দিন যেমন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ রাখতে সপ্তমী থেকে ২ রা অক্টোবর থেকে টানা ৬ দিন ৩১ টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেলের শিয়ালদা ডিভিশন। যার মধ্যে শিয়ালদহ মেন লাইন ও নর্থ সেকশনে চলবে উনিশটি পরিষেবা। বাকি ১২টি স্পেশাল ট্রেন সার্ভিস পাওয়া যাবে শিয়ালদহ দক্ষিণ সেকশনে,আর সংশ্লিষ্ট রূপে ট্রেনগুলি চলবে শিয়ালদহ-রানাঘাট-নৈহাটি-শিয়ালদহ হচ্ছে ৬ টি পরিষেবা রাত ৯ টা ৪০ মিনিট থেকে ভোট ৩ টে ১০ মিনিট পর্যন্ত। শিয়ালদহ-কল্যাণী-শিয়ালদহ ৪ টি পরিষেবা রাত ৯ টা ১০মিনিট থেকে রাত্রি ২ টো ৫৫ মিনিট পর্যন্ত। বনগাঁ-বারাসাত-শিয়ালদহ, ৪টি পরিষেবা চলবে ১০ টা কুড়ি মিনিট থেকে ভোর সাড়ে ৪ টে পর্যন্ত। রানাঘাট-নৈহাটি-কৃষ্ণনগর ৫ টি পরিষেবা , রাত পৌনে ১২ টা থেকে ভোর ৪ টে ৫৫ মিনিট পর্যন্ত। অন্যদিকে সাউথ সেকশনে স্পেশাল সার্ভিসগুলি হলো শিয়ালদহ-বারুইপুরের ছটি পরিষেবা রাত ১১ টা ৪০ মিনিট থেকে ভোট সাড়ে ৪ টে পর্যন্ত চলবে। শিয়ালদহ-বজবজ ৬ টি পরিষেবা রাত সাড়ে ১১ টা থেকে ভোর ৩ টে ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলবে।এদিকে দেখা যাচ্ছে যে, বৃহস্পতিবার থেকেই যাত্রী সাধারণের জন্য শিয়ালদা স্টেশনের ১নং প্লাটফর্ম লাগুয়া গা ঘেঁষে যে প্রবেশ পথ-প্রফুল্ল দ্বার, এদিন তার শুভ সূচনা করলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, তিনি জানান পুজোর আগে থেকেই যাত্রী সাধারণের ঢোকা এবং বেরোনোর জন্য এই বিশেষ যাত্রাপথ কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন রেলের কর্তা ব্যক্তিরা এবং রেলযাত্রী সাধারণ।

ত্রিপুরায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা তিন হাজার

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ শুক্রবার জানিয়েছেন, এ বছর নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দুর্গাপূজা উদযাপন নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি জানান যে, এ বছর রাজ্যে প্রায় ৩,০০০টি সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হবে। যা গত বছরের ২,৭৫০টির তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে, পশ্চিম ত্রিপুরায় সর্বাধিক ৭৭২টি পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর খোয়াই জেলায় ৩৯৭টি, সিপাহিজলা জেলায় ৩৭৭টি, গোমতী জেলায় ৩৫২টি, ধলাই জেলায় ৩১৭টি, দক্ষিণ জেলায় ২৬৮টি, উত্তর জেলায় ২৬২টি এবং উনাকোটি জেলায় ২২০টি। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জেলা পুলিশ বাহিনী ছাড়াও ৬,৫৫০ জন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) জওয়ান, ৩৮০ জন সিভিল পুলিশ অফিসার এবং ৯২০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। মহিলা পুলিশ সদস্যরাও দায়িত্ব পালন করবেন। ডিজিপি বলেন, মোবাইল টহল, সিসিটিভি নজরদারি এবং নাশকতা বিরোধী তল্লাশি অভিযান চলবে। প্রায় ২৪১টি পুলিশ সহায়তা বুথ স্থাপন করা হবে যেখানে সার্বক্ষণিক ওয়্যারলেস যোগাযোগ থাকবে। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার বিষযে অনুরাগ জানান, বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ বলব থাকবে।

নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মিডিয়া এক্সপো ২০২৫

নিউ দিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ দুই দশকেরও বেশি সময ধরে ঐতিহ্যের দ্বারা সমর্থিত, আসন্ন সংস্করণে ১২৫ প্রদর্শক উপস্থিত থাকবেন, যার মধ্যে ২০ নতুন প্রদর্শক থাকবেন, যারা ১২,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৩০০ প্রডাক্ট এবং ২০০ ব্র্যান্ড প্রদর্শন করবেন। এটি ইনক্স , ব্রিটোমেটিক্স, কোলারজেট, এপসন, লিস্কো, মীমাকী, মনোটেক, মেহতা সিএডি সিএএম, নেগি সাইন এবং সত্যম প্লাস্টিক সহ অন্যান্য নামীদামী ব্র্যান্ডগুলি তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।এই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল ক্রমবর্ধমান পণ্য বিভাগ হিসাবে ডিজিটাল সাইনেজ-এর শক্তিশালী উত্থান যা প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন আকর্ষণীয় উদ্ভাবনের প্রতি এই খাতের ঝোঁককে প্রতিফলিত করে। পণ্য প্রদর্শনীতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের ইকোসিস্টেম প্রিন্ট এবং উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্তরাধিকার কীভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে সহাবস্থান করছে তা প্রতিফলিত হবে।

Name Change

I, CHANDAN SARKAR (Old Name) S/O SACHINDRA NATH SARKER Residing at 2A, 3rd Road, Eastern Park, P.O.-Santoshpur, P.S.-Survey Park, District - Kolkata, Pin - 700075 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as CHANDAN SARKER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 26-09-2025. CHANDAN SARKAR (Old Name) and CHANDAN SARKER (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Manoj Kumar Das (Old Name) s/o. Judhisthir Das resident of 3, Harijan Road, Badyabati (M), Chatra, Hooghly-712204, W.B. declare that have change my name and shall henceforth be known as Manoj Das (New Name) declared before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. xxxxx Dt. 26.09.2025 that Manoj Kumar Das (Old Name) & Manoj Das (Name Name) both are same & one identical person.

প্রায় ৪০০ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়, পুজোর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় মাছের ঝোলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার বড় বড় পুজোর মতো তার অত চাকচিক্য নেই। তবু এই পুজোর টানে হরিপালে ছুটে আসতেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঠুন

চক্রবর্তী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস পালের মতো নাম করা অভিনেতারা হরিপালের শ্রীপতিপুরের কারকুন বাটির দুর্গাপুজোয়। পুজোর সময় রাজ্যের অনেক নেতা-মন্ত্রীও পায়ের ধুলো পড়ত এই বাড়িতে। নয় নয় করে এই পুজোর বয়স হয়ে গেল প্রায় ৪০০ বছর। এই পুজোর সূচনা করেছিলেন গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বর্ধমানের রাজার হিসেব - রক্ষক। গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের কাজের সততা ও নিষ্ঠা দেখে তাঁকে 'উপাধি' দিয়েছিলেন বর্ধমানের রাজা। তখন থেকেই এটি কারকুন বাড়ির পুজো নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। হরিপালের কারকুন পরিবারের সঙ্গে বর্ধমানের রাজারা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই পরিবারের আত্মীয় ছিলেন লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি বনফুল ছদ্মনামে লিখতেন। তিনিও এই সময় সময় এই পুজো দেখতে আসতেন। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে যখন এই পুজো শুরু হয়, তখন হুগলির এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল ছিল। জনবসতিও তেমন ছিল না। এই অঞ্চলে প্রথম দুর্গাপুজো চালু হয় কারকুন বাটিতেই। সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও পরিবারের অনেক সদস্যই থাকেন বিদেশে অথবা রাজ্যের বাইরে। কিন্তু পুজোর সময় হলেই তাঁরা সবাই বাড়িতে চলে আসেন। এই পরিবারের আর এক বিখ্যাত মানুষ ছিলেন বদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতিষী এবং পণ্ডিত। তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করাতে আসতেন বিখ্যাত ব্যক্তিরা। তারই সুবাদে বড় বড় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পপতি সবারই পা পড়েছে এই বাড়িতে। তাঁদের অনেকেই এই বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে আসতেন। প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে বহু মানুষের সমাগম হয় কারকুন বাড়িতে। আশপাশের গ্রামের মানুষরা কারকুন বাড়ির দেবী দুর্গাকে জাগ্রত বলে মানেন। সেজন্য অনেকে দেবীর কাছে মানত করেন। এই পুজোকে ঘিরে অনেক ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। যেমন, এই বাড়ির অন্যতম সদস্য প্রভাস মুখোপাধ্যায় তখন বিহারে পুলিশের চাকরি করতেন। তিনি পুজোর সমস্ত কিছুর দেখাশোনা করতেন। কারকুন বাড়ির দুর্গা প্রতিমা একচালার। ডাকের সাজ। নবমীতে বলি দেওয়ার প্রচলন আছে। পরিবারের সদস্য তরুণ মুখোপাধ্যায়, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়রা জানাচ্ছেন, এই বাড়ির পূর্বপুরুষ গুরুদাস মুখোপাধ্যায় যে ভাবে পুজোর সূচনা করেছিলেন, আজও সেই নিয়মেই পুজো হয়ে আসছে। আগের মতো বিশাল আড়ম্বর না থাকলেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে থাকেন তাঁরা। পারিবারিক পুজো হলেও এটি এলাকার সার্বজনীন চেহারা নিয়েছে। এক বছর তিনি ছুটি না পাওয়া পুজো প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। কিন্তু হঠাৎই তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়। প্রভাসের বিশ্বাস, দেবীর কৃপায় সে বার একেবারে শেষ মুহূর্তে ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল। তাতে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয় পুজো। দুর্গাপুজোর সময় সাধারণত নিরামিষ রান্নার চল রয়েছে। কিন্তু এই বাড়িতে পুজোর ভোগ হিসেবে মাছের ঝোলও রান্না হয়। পুজোর চার দিনই নানা পদ রান্না করে মায়ের ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে থাকে ভাত, ডাল, শুক্তো, মাছের ঝোল, পায়েস ও চাটনি।

লালগোলা থেকে উদ্ধার কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেপ্তার দুই ভাই

মিঠুন হালদার, মুশিদাবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নেশার জন্য ব্যবহৃত মাদক, হেরোইন, পাচার করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন দুই ভাই। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, ' ধৃত দুই ব্যক্তির হেফাজত থেকে মোট ১ কেজি ৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিরা কোথা থেকে এত বিপুল পরিমাণ হেরোইন পেয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' হেরোইন পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তিকে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বিশেষ এনডিপিএস আদালতে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে পেশ করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত দুই ভাইয়ের হেফাজত থেকে যে হেরোইন উদ্ধার রয়েছে তার গুণমান অত্যন্ত উন্নত। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া হেরোইনের দাম প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ লতিবেরপাড়া এলাকায় জাইদুর রহমান এবং তার ভাই সাইদুর রহমানের বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে খবর ছিল, ধৃত দুই ভাই প্রায় তিন কেজির বেশি হেরোইন নিজেদের বাড়িতে গোপনে মজুত করে রেখেছে। যদিও পুলিশে অভিযানে দু'জনের বাড়ি থেকে ১ কেজির কিছু বেশি হিরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা পুলিশের আধিকারিক জানান, জাইদুর এবং সাইদুরের বাড়ি থেকে ভারত-

বাংলাদেশ সীমান্ত মাত্র ৫০০ মিটার দূরে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ভিন রাজ্যের কোনও মাদক মাফিয়ার কাছ থেকে এই দুই ভাই নিয়মিত হেরোইন নিয়ে আসতেন। এরপর আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের নজরদারির কিছুটা শিথিল হলেই তারা বাংলাদেশে সেই মাদক পাচার করে দিতেন। লালগোলা থানার এক আধিকারিক যদিও জানিয়েছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুই ভাই দাবি করেছেন তারা হেরোইন পাচারের সঙ্গে জড়িত নন। দু'জনেই দাবি করেছেন তারা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মাদক পাচারের মামলায় এর আগেও সাইদুর রহমান একবার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং বর্তমানে আদালত থেকে জামিন পেয়ে বাইরে রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে কেবলমাত্র লালগোলা থানা এলাকা থেকে ৬-৭ কোটি টাকার উন্নতমানের হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে লালগোলায় হেরোইন তৈরির কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও এই এলাকায় এখনও কিছু মাদক মাফিয়া সক্রিয় রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। তারা ভিন রাজ্যের মাদক মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে লালগোলাতে হেরোইন নিয়ে আসে এবং তারপর সেই মাদক আন্তর্জাতিক সীমানা পার করে বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যায়। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত দুই ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব এই মাদক তৈরির চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি এই মাদক তৈরির কাঁচামাল কোথা থেকে আসছে পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে।

হর্টিকালচার দপ্তরের উদ্যোগে হোমস্টেগুলিতে সবজি বাগান গড়ার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ হর্টিকালচার দপ্তর নতুন এক উদ্যোগের মাধ্যমে হোমস্টে পর্যটন খাতকে সবজি চাষের সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হোমস্টেগুলিতে সবজি বাগান তৈরি করে পর্যটকদের জন্য সুস্থ ও পরিবেশবান্ধব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটকদের শুধু থাকার সুবিধাই নয়, তারা স্থানীয় সবজি ও জৈব চাষ সম্পর্কে জানার সুযোগও পাবেন।

হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হোমস্টেগুলিতে স্থানীয় সবজি চাষ করা হবে। এতে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ, কমপোস্ট ব্যবহার এবং জৈব সার প্রয়োগের পদ্ধতি শেখানো হবে। প্রকল্পের আওতায় হোমস্টেগুলিতে ছোট বা মাঝারি আকারের সবজি বাগান তৈরি করা হবে, যা পর্যটকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের খাদ্যাভ্যাসকে আরও স্বাস্থ্যকর করবে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য শুধু পর্যটকদের জন্য নয়। হর্টিকালচার দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আমরা চাই হোমস্টেগুলি শুধুমাত্র থাকার জন্য নয়, বরং স্থানীয় কৃষি ও জৈব চাষের সঙ্গে পর্যটকদের সংযুক্তির একটি কেন্দ্র হয়ে উঠুক। এটি স্থানীয় কৃষকদেরও উৎসাহ দেবে এবং পর্যটন খাতের সঙ্গে কৃষিকাজকে সংযুক্ত করবে। হোমস্টে মালিকরা এই উদ্যোগকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটকরা হোমস্টেতে থাকাকালীন সময়ে সবজি চাষের অভিজ্ঞতা পেলে, এটি তাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করবে। অনেক পর্যটক এখন কেবল থাকার নয়, বরং স্থানীয় জীবনযাত্রা ও প্রাকৃতিক চাষাবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছেন। এই প্রকল্প আমাদের হোমস্টেগুলিকে আরও অনন্য করে তুলবে। প্রকল্পের আওতায় হর্টিকালচার দপ্তর হোমস্টে মালিকদের চাষাবাদের প্রশিক্ষণও দেবে। এতে জলবদ্ধতা, মাটি প্রস্তুতি, সেচ ব্যবস্থা এবং সবজি বপনের সময়কাল সম্পর্কিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও, হর্টিকালচার বিশেষজ্ঞরা হোমস্টেগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করে চাষাবাদের কার্যকারিতা যাচাই করবেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উদ্যোগে শুধু পর্যটক এবং হোমস্টে মালিকরাই উপকৃত হবেন না, বরং স্থানীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশও এর মাধ্যমে শক্তিশালী হবে। হোমস্টেগুলিতে সবজি চাষে স্থানীয় কৃষকদের পণ্য ব্যবহার করা হবে, ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়াও, জৈব চাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেও উৎসাহিত করা হবে। পর্যটকদের অভিজ্ঞতাও এই প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হোমস্টেতে থাকা অবস্থায় তারা বাগানের যত্ন, চাষাবাদের পদ্ধতি এবং নতুন সবজির স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এক প্রাকৃতিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা পাবেন। এটি পর্যটনের সঙ্গে কৃষিকাজের সংযোগ স্থাপন করবে এবং পরিবেশ সচেতন পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্প ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে। প্রথম পর্যায়ে কিছু নির্বাচিত হোমস্টে এই বাগান ব্যবস্থা পাবে, এরপর সফলতার পর তা আরও বিস্তৃত করা হবে। হোমস্টেগুলিকে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। হর্টিকালচার দপ্তরের এই উদ্যোগ হোমস্টে পর্যটন এবং স্থানীয় কৃষি খাতের মধ্যে একটি নতুন সংযোগ স্থাপন করছে। এটি পর্যটকদের জন্য নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে, স্থানীয় কৃষকদের জন্য আয় বৃদ্ধি করবে এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। হোমস্টেগুলিতে সবজি বাগান তৈরি করে একদিকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রচার হবে, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষিকাজের সঙ্গে পর্যটকদের সংযোগ আরও দৃঢ় হবে।

মা ও তিন মেয়ে-সহ একই পরিবারের ৪ জনের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ মা ও ৩ মেয়ে-সহ একই পরিবারের ৪ জনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার লতাপাড়ায়। মৃতদের নাম পিয়া গরাই (৩০), বৈশাখি গরাই (১৩), পল্লবী গরাই (১০), সৌরভী গরাই (৬)। জানা গেছে, গতকাল রাতে পকড়ি-মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তারা। জানা গেছে, মৃত পিয়ার স্বামী আনন্দ গড়াই বৃহস্পতিবার কাজের জন্য ঝাড়খন্ডের হাটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন স্ত্রী-সহ তিন মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ চারটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে পুলিস। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে বান্দোয়ান থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত পিয়া ও তাঁর সন্তানরা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। কী কারণে তাদের মৃত্যু হয়, তা ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিসের ধারনা, সম্ভবত পিয়া নিজেদের সন্তানদের বিষ খাইয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নাকি তাদেরকে কেউ খুন করেছে। সমস্ত কিছু নিয়ে ঘন রহস্যের দানা বেঁধেছে।

মেয়ের বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে লাগাতার ধর্ষণ! ২০ বছরের কারাদণ্ড অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ মেয়ের বান্ধবীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ। একবার দুবার নয়, একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে গত বছর ৪ অক্টোবর জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর এলাকায়। ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত আজিদার রহমানকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযোগ, একবার, দু'বার নয় খাবারের প্রলোভন দিয়ে বা।তিতে ডেকে এনে মেয়ের বান্ধবীকে একাধিকবার ধর্ষন করেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি। নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আজিদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতে চলে মামলা। ৯ জনের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত এই ব্যক্তিকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি শুনিয়েছে আদালত। পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। এছা।াও অনাদায়ে দুই মাস অতিরিক্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের জন্য বিচারক ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জলপাইগুড়ি পকসো আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী দেবাশীষ দত্ত জানিয়েছেন।

সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে মানিকচকের বোমা বিস্ফোরণে বেকসুর খালাস ২ অভিযুক্ত

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে থাকা মালদার মানিকচকের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার মামলায় দু'জনকে বেকসুর খালাস করল কলকাতার নগর দায়রা আদালত। সূত্রের খবর, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আদালত সিদ্ধার্থ মণ্ডল ও প্রভাকর মণ্ডলকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে। মামলাটি প্রায় পাঁচ বছর ধরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি এনআইএ বলে জানা গেছে। ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি রাতে মালদহের মানিকচক থানার মথুরাপুর এলাকার কাকরিবাধা সিংপাড়ার একটি আমবাগানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে জখম হন দু'জন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ছয়টি গুলতি বোমা। সেগুলি দেখতে কাচের গুলির মতো। তবে আকারে কাঁচের গুলির চেয়ে একটু বড়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিলেন সিআইডির অফিসাররা। বিস্ফোরণের ঘটনার পরের দিন মথুরাপুর এলাকা থেকে জখম দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সিটু মণ্ডল ও কৃষ্ণ চৌধুরি নামে ওই দু'জনের বাড়ি ভুতনি চর এলাকায়। কিন্তু ধৃতদের জেরা করে পুলিশ রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। পরে তদন্তের দায়ভার নেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তদন্ত করে। ওই ঘটনায় সিদ্ধার্থ মণ্ডল ও প্রভাকর মণ্ডল নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। ধৃতদের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগ থাকতে পারে বলে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র তরফে দাবি করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিল। কলকাতার নগর দায়রা আদালতে বিচারক শুভেন্দু সাহার এজলাসে মামলা চলে। সূত্রের খবর, এই মামলায় আদালতে মোট ৩৫ জন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার আদালত ওই মামলায় রায় ঘোষণা করেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আদালত সিদ্ধার্থ মণ্ডল ও প্রভাকর মণ্ডলকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে বলে জানা গেছে।

রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ রোগী মৃত্যুকে ঘিরে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়াল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে । মৃতের নাম, বিশ্বজিত চন্দ (৩৬)। তিনি বাগডোগরার বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মেডিকেলে আসেন বিশ্বজিতবাবু। জরুরি বিভাগ থেকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাঁকে মেডিসিন বিভাগে ভর্তির কথা বলা হয়। জানা গিয়েছে, মেডিসিন বিভাগে নিয়ে যাওয়ার সময় করিডরেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, রোগী নিয়ে যাওয়ার ট্রলি না মেলায় কাঁধে করে রোগীকে মেডিসিন অন্তর্বিভাগে নিয়ে যাওয়ার পথে করিডরেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, ট্রলি না পাওয়ায় সময়মতো মেডিসিন বিভাগে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। কার্যত মেডিকেল কর্তৃপক্ষের অবহেলায় মৃত্যু হয়েছে রোগীর। এই ঘটনার জেরে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেডিকেল চত্বরে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা। এ বিষয়ে মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিরিয়ানি খেয়ে মৃত্যু, বিষক্রিয়া নাকি পরিকল্পিত হত্যা? তদন্তে প্রশাসন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর ছুটির আনন্দে বিরিয়ানি খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই আনন্দে কালবেলার রূপ নিল সুমন্ত মল্লিক মুহুরির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী ১ বিএলআরও অফিসে। একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওই অফিসের আরও এক কর্মী, কুন্তল মাঝি, যিনি বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু নাকি এর পিছনে অন্য কারণ আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের পরিবারের দাবি, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। খাবারের বিষ দিয়ে তবে খুন করা হয়েছে। ফলে অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর ঘটনায় তৈরি হয়েছে রহস্য। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশও। চারদিকে পুজোর আমেজ। সামনেই লম্বা ছুটি। জানা যায়, ছুটি পড়ে যাওয়ার আনন্দে অফিসের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে অফিস স্টাফ, মুহুরি কর্মীরা সবাই অংশ নিয়েছিলেন। ছিলেন সুমন্ত মল্লিক, কুন্তল মাঝি। স্থানীয় একটি দোকান থেকেই বিরিয়ানি আনা হয়। সবকিছু ঠিকই চলছিল। কিন্তু বিরিয়ানি খাওয়ার পরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুমন্ত এবং রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি। দ্রুত দু'জনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও কালনা হাসপাতালের চিকিৎসকরা সুমন্ত মল্লিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত সুমন্ত মল্লিকের স্ত্রী রিমা মল্লিক অভিযোগ করেছেন, তাঁর স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্লক অফিসসহ আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করছে ।

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ির এনজেপি থানার পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের স্কুটার থেকে আনুমানিক ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯ লক্ষ টাকা। ধৃত যুবকের নাম মুকেশ দাস, শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে মুকেশ তার স্কুটারে করে এনজেপি থানা সংলগ্ন মোরবাজার এলাকায় পৌঁছায়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যুবককে আটক করে। যুবকের স্কুটার তল্লাশি করে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে এনডিপিএস আইনে গ্রেফতার করেছে। এনজেপি থানার পুলিশ বর্তমানে আরও তদন্ত করছে।

অপরাধ দমনে এবারে নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ অপরাধ করার পর রেল স্টেশনে গেলেই ছাড় পাবে না আর কোনও দুষ্কৃতী। অপরাধ দমনে এবারে নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার রেলের। এবারে বিশেষ প্রযুক্তির সফটওয়্যার ব্যবহার করে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলবে মালদা টাউন রেল স্টেশনে। ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে কোনও অপরাধীর মুখমণ্ডল চিহ্নিতকরণ হবে মুহূর্তে। এর ফলে আরপিএফ কর্তাদের বিশেষ নজরদারিতে থাকবে স্টেশনে আসা সেই অপরাধী। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লাগাম দিতে এতদিন এই ব্যবস্থা চালু ছিল দেশের ব্যস্ততম বড় শহরের রেল স্টেশনগুলোতে। তবে এবারে এই বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার হবে মালদহ টাউন রেল স্টেশনে। এতদিন সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারির চললেও অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে খুব একটা সফলতা আসেনি। তবে এবারে এই নতুন প্রযুক্তির পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এড়ানো যাবে বলে দাবি আরপিএফ কর্তৃপক্ষের। পূর্ব রেলের আরপিএফ আইজি অমিয় নন্দন সিনহা জানান, রেল স্টেশনে রেল স্টেশন চত্বরে নিত্যদিন ঘটে চলা চুরি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লাগাম টানতে এই বিশেষ প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধুই প্ল্যাটফর্ম বা সংরক্ষিত জায়গা নয় এবারে স্টেশন চত্বরের জনশূন্য স্পর্শকাতর জায়গাতেও থাকবে নজরদারি। তিনি আরও জানান, রেলের খাতায় অপরাধী বা এর আগে যারা কখনও কোনও অপরাধে আরপিএফ দ্বারা গ্রেফতার হয়েছে। তারা যখন স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করবে তখন তাদের মুখমণ্ডল সিসিটিভিতে দেখা যেতেই আরপিএফ এর কন্ট্রোলরুমে বার্তা চলে যাবে। আরপিএফ তার উপর নজর রাখবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ সে যাতে পুনরায় কোনওভাবে অপরাধ না সংঘটিত করতে পারে। ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার প্রযুক্তিটি বিশেষত চোখ, নাক, মুখ এবং মুখের গঠনের অবস্থান এবং সেগুলিকে একটি ডেটাবেসে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে কাজ করবে। এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে রেলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলে আশাবাদী রেল আধিকারিকরা।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-৭৫-২০২৫, তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০২৯। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/॥/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ভৈরবিতে ড্রেন সহ আরসিসি গুড্স চার্কুলেটিং এলাকায় (৭০০ মি× ২০ মি), গ্রীন বেল্ট (ডাস্ট স্ক্রিন এবং স্প্রিংকলার সিস্টেম), টয়লেট সুবিধা সহ মার্চেন্ট রুম এবং গুড্স অফিস, দুটি লেবার শেড (১৫ মি × ৫ মি) এবং দুটি গুড্স শেড (৫০ মি × ১০ মি) পানীয় জলের সুবিধা (জলের ভ্যাট, স্টিল স্টেজিং, আইআরপি এবং পাইপলাইন) এবং সিটিং ফেসিলিটিস। টেন্ডার মূল্যঃ ১২,২৫,৭১,৭৮৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,৬২,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ১৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫৭৩, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩৩/২৫-২৬/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনে ইন্টারলকড এলসি গেটের বিভিন্ন অংশের পুনর্বাসন ও প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭,৭৮,৪৪,৩৩৯.১৩ টাকা। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ ৫,৩৯,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ ১০.১০.২০২৫। টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ ২৪.১০.২০২৫-এ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ ২৪.১০.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। অনুরূপ ধরনের কাজঃ আলোচ্য টেন্ডার কাজটির জন্য ''আউটডোর সিগন্যালিং কাজ সম্পর্কিত যে কোনো কাজ'' অনুরূপ ধরনের কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-215/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৩-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ- এডিইএন/সিলাপথারের অধিক্ষেত্রের অধীনে আরএম ২৬৭, আরএম ২৭৫, আরএম ২৮৩, আরএম ২৮৮ এবং আরএম ৩০৫-এ ০৫ টি আরইউবি-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২৪,২৭,৮৫,১৬১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৬৩,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৭৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ২৩-০৯-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন; ক্রম. নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ অনুমোদিত কাজের জন্য ঢালাই অংশ সরবরাহ: (i) নিউ বঙ্গাইগাঁও-কামাখ্যা সিটিআর (পি) ১০.৩১০ টিকিমি এবং বাসুগাঁও-নিউ বঙ্গাইগাঁও-টিএসআর(পি)- ৬.২০ টিকিমি, (ii) নিউ বঙ্গাইগাঁও-যোগীঘোপা ডাউন লাইন- টিএসআর (পি)-৩.৫০ টিকিমি, (iii) ইয়ার্ড উন্নয়ন-বঙ্গাইগাঁও, মাজগাঁও, অভয়াপুরী আসাম এবং যোগীঘোপা, (iv) ইয়ার্ড উন্নয়ন- পঞ্চরত্ন, গোয়ালপাড়া টাউন, কৃষ্ণাই, দুধনই, আমজঙ্গা, রংজুলি, ধুপধারা, সিংড়া, বোকো, বামুনিগাঁও, ছয়গাঁও, মির্জা ও আজরা, (v) ডাংতল-নিউ বঙ্গাইগাঁও জং.-বঙ্গাইগাঁও (ডিএন)- সিটিআর (পি)-৪.৭৭০ টিকিমি এবং নিউ বঙ্গাইগাঁও জং.-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা জং. (ডিএন ও এসএল)-সিটিআর (পি)- ১৮.৫৫০ টিকিমি, (vi) রংজুলিতে - পণ্য পরিবহন এলাকা, অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়নের পাশাপাশি ০২টি পণ্য লাইন নির্মাণ এবং অন্যান্য সহযোগী কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,১৭,৭২,৩০৫.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,০৮,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

The undersigned hereby inviting e -tender Vide ref no **791/PS/APAS/25-26, 792/PS/APAS/25-26 Dated 24-09-2025**, dated prospective bidders by **14/10/25** , for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive officer
Purbasthali II PS

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআর-ডিএসটিই১-এইচডব্লুএইচ-২৫-২৬, তারিখ ২৫.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআর-ডিএসটিই১- এইচডব্লুএইচ- ২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। কাজের নাম ঃ হাওড়া ডিভিশন - নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ শিডিউল এ-টিএসআরপি ৪.২৮০ টিকেএম এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) বিএলওয়াই (বালি), বিডিসি (ব্যান্ডেল)-এসকেজি (শক্তিগড়)-টিএসআর-পি-২৮.৮০১ টিকেএম। শিডিউল বি-টিএসআর পি ৫.৫৫৪ টিকেএম এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) - এসআরসি (সাঁতরাগাছি) ডাউন, এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) -বিএলওয়াই (বালি) কর্ড, বিএলওয়াই (বালি) - বিডিসি (ব্যান্ডেল) রেভ লাইন। শিডিউল সি-৯.৭৮৬ টি কে এম ডিজিজে (দমদম জংশন) - ডিকেএই (ডানকুনি) আপ, বিএলওয়াই (বালি)-এসকেজি (শক্তিগড়) রেভ লাইন আপ কর্ড, বিএলওয়াই (বালি) - এসকেজি (শক্তিগড়) রেভ লাইন। শিডিউল ডি-সিটিআর(এস) - ২৫.২৮৬ কিমি ঃ এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) - এসআরসি (সাঁতরাগাছি) - টিকেপিটি লাইন-১৫; এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) - বিএলওয়াই (বালি), ঝিল এসডিজি লাইন-১, ঝিল এসডিজি লাইন-২, লাইন-৩, লাইন-৪, লাইন-৫, এসএইচএম (শালিমার) লাইন-১.৫৬২ কিমি, এইচডব্লুএইচ গুডস ফ্লাইওভার, বিইকিউ (বেলুড়) রিসিভিং লাইন-১, স্টোর ইয়ার্ড লাইন-২, টিআরডি এসডিজি লাইন, এইচডব্লুএইচ ইএমইউ কারশেড পিট লাইন, ডিএসএল শেড আর্ট লাইন, এসওয়াইএই স্টেবলিং লাইন, টিকেপিআর (টিকিয়াপাড়া) ইঞ্জিন লাইন, এসওয়াইএই আপ গুডস, বিএমজি ট্রিপ শেড লাইন, নিউ ইলেক শেভ লাইন, এনএইচটি বিডিএজি ঃ পিকেআর কমন লুপ, জিএমএএন আপ লুপ, ডাউন লুপ, টিবিবি কমন লুপ। শিডিউল-ই - পিডব্লুপি ৩১০২৭ সিটিআর(পি)- ৪.৩৭৫ টিকেএম এবং সিটিআর (এস) - ১৩.১৩৪। শিডিউল এফ - পিডব্লুপি ৩১০৮৪ অফ - ২০২৫-২৬ বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব এস্টিমেট সিটিআর(এস)-এর জন্য ২৫.৬৯৫ কিমি। শিডিউল জি - পিডব্লুপি ৩১০৮৫ অফ ২০২৫-২৬ বিশদ এস অ্যান্ড টি সাব এস্টিমেট সিটিআর(এস)-এর জন্য ৩০,৩৫৪ কিমি। শিডিউল এইচ-পিডব্লুপি ৩১০৯৬ সিটিআর (পি) - ৮.৩৭৫ টিকেএম, বিডব্লুএন (বর্ধমান), কেএএন (খানা)-এসএনটি (সাঁইথিয়া), এনএইচটি (নলহাটি) - বনিডাঙ্গা। শিডিউল আই- পিডব্লুপি ৩১০২৮ সিটিআর পি ১৭.৭১৯ টিকেএম এসএইই (শেওড়াফুলি) - জিওজিটি (গোঘাট) আপ, শিডিউল জে - সিটিআর(পি) ১৪.৪৪৭ টিকেএম ঃ টিআরটি(পি) - ০.২৪০ টিকেএম এবং সিটিআর (এস - ০.৩৭২ টিকেএম অফ এইচডব্লুএইচ ডিভিশন সিটিআর (পি) এইচডব্লুএইচ (হাওড়া) - বিএলওয়াই (বালি) ঃ এইচডব্লুএইচ পিএফ লাইন-১, এসএইই (শেওড়াফুলি) - জিওজিটি (গোঘাট) - ডাউন এবং আপ, টিআরআর (পি) বিএলওয়াই (বালি) - বিডিসি (ব্যান্ডেল); আপ ২, সিটিআর (এস) এইচডব্লুএইচ ইয়ার্ড পিলগ্রিম এসডিজি, এইচডব্লুএইচ গুডস ডিইপি লাইন-২, এইচডব্লুএইচ গুডস আরইসি লাইন-১, এইচডব্লুএইচ গুডস আইইসি লাইন-২, এইডব্লুএইচ গুডস আরইসি/লাইন-৩। দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ সিঙ্গল প্যাকেট। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,২৮,৬৯,৯৮৮.১০ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ২,৬৪,৪০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। প্রস্তাবের বৈধতাঃ ৬০ দিন। টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ০৩ মিনিটে। দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ ০৭.১০.২০২৫। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ www. ireps.gov.in

HWH-320/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Khandari Gram Panchayet

Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No –05/APAS/2025-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e- Tender for total 2 (two) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is 15th October, 2025 at 09:00 hrs & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT

Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-07/HirGP/2025-26, Date-25/09/2025

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: APAS. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **07.10.2025 up to 16.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **11.10.2025 at 11.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH E-TENDER NOTICE

wbtenders.gov.in
E-tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide: **NIT-2139,dated-25.09.25** (EO JBPUR). 05 no of works. Publication Date-**25.09.25** (E-NIT) Fund-Tribal development & PS Own.

SD/-
EO JBPUR, Howrah

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT

Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 373/CGP dt 25.09.2025** Tenderid-2025_ZPHD_914260_1Publish Date-26.09.2025 10.00 AM Name of The Work: CONSTRUCTION OF GHAT STEP AT BRAHMANDANGA DIGHIR MORE UNDER BOOTH NO 132 ; Estimated Amount- Rs. 113281.00 **SL. NO 2:-NIT no- 374/CGP dt 25.09.2025** Tenderid- 2025_ZPHD_914272_1 Publish Date-26.09.2025 10.00 AM Name of The Work: INSTALLATION OF HIGH MASS LIGHT INFRONT OF H/O KALIPADA RAY UNDER BOOTH NO 132 ; Estimated Amount- Rs. 113281.00 **SL. NO 3:-NIT no- 375/CGP dt 25.09.2025** Tenderid-2025_ZPHD_914282_1 Publish Date-26.09.2025 10.00 AM Name of The Work: INSTALLATION OF HIGH MASS LIGHT NEAR H/O DHOBO BASU UNDER BOOTH NO 132 ; Estimated Amount- Rs. 113281.00 **SL. NO 4:-NIT no- 376/CGP dt 25.09.2025** Tenderid- 2025_ZPHD_914288_1 Publish Date-26.09.2025 10.00 AM Name of The Work: INSTALLATION OF STREET LIGHT FROM ANITA MISTTANNYA BHANDER TO BLDO OFFICE UNDER BOOTH NO 130 ; Estimated Amount- Rs. 113829.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **18.10.2025, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID 20.10.2025 11.00 AM For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. **Re-e-Tender Reference No**- P-I/02/1487/EO/APAS/2025-26, Dated-24/09/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_906266_1 to 10 has been floated 10nos. Tender at Different places under Purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS(2025-26). 2. **e-Tender Reference No**.-P-I/03/1475/EO/APAS/2025-26, **Dated-24/09/2025**, Tender ID: 2025_ZPHD_911381_1 to 82 has been floated 82 nos. Tender at Different places under Purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS(2025-26). Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

‘রাজনৈতিক মন্তব্য করতে যেও না!’

সূর্যকুমারকে সতর্ক করল আইসিসি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে বিতর্ক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অভিযোগ ঘিরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করল সূর্যকুমার যাদবকে। বার্তা একটাই- রাজনৈতিক মন্তব্য এড়িয়ে চলো। ঘটনার সূত্রপাত ১৪ সেপ্টেম্বর। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ জেতার পর প্রেজেন্টেশন ও প্রেস কনফারেন্সে সূর্য জয় উৎসর্গ করেছিলেন পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার শহিদ পরিবার এবং সেনাদের প্রতি। বিশেষভাবে উঠে আসে ‘অপারেশন সিঁদুরে’র প্রসঙ্গ। পিসিবি অভিযোগ তোলে-এই মন্তব্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে। এরপরই ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজির হন ভারতীয় অধিনায়ক। সেখানে সূর্য অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি দোষী নন। তবু আইসিসি তাতে গলেনি। সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে- এমন মন্তব্য আর করা চলবে না। না হলে সাজা পেতে হতে পারে। আপাতত শুক্রবারের মধ্যে রিচার্ডসনের চূড়ান্ত রায় জানা যাবে। শাস্তি সতর্কবার্তা থেকে ম্যাচ ফি জরিমানা পর্যন্ত অনেক কিছু হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। এদিকে, ভারত যেমন চাপে, পাকিস্তানও ছাড় পাচ্ছে না। হ্যারিস রউফ মাঠে বিমান ভেঙে পড়ার ভঙ্গি করেছেন, সাহিবজাদা ফারহান অর্ধশতরান উদযাপন করেছেন বন্দুক চালানোর ভঙ্গিতে। বিসিসিআই ইতিমধ্যেই এই ঘটনাগুলো নিয়ে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। দু’দেশের বোর্ড একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ব্যস্ত। এই আবহে ক্রিকেট ছাপিয়ে বারবার সামনে আসছে রাজনীতি। অথচ ব্যাট-বলেই ফোকাস থাকার কথা। ভারত ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা পাকা করেছে। একদিন পর পাকিস্তানও একই প্রতিপক্ষকে হারিয়ে উঠেছে চূড়ান্ত লড়াইয়ে। ফলে ২৮ সেপ্টেম্বর আবারও মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সবাই এখন তাকিয়ে-ফাইনালের দিকে। মাঠের ক্রিকেটই স্পটলাইট পাবে? নাকি ময়দানের বাইরের নাটক আবার ছাপিয়ে যাবে খেলার রোমাঞ্চ? উত্তর মিলবে রবিবার!

ছাব্বিশের ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বড় ঘোষণা ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে ফের চমকপ্রদ মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্পষ্ট বার্তা-আয়োজক শহর যদি ‘বিপজ্জনক’ মনে হয়, তবে ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। বিশ্বকাপের আসর বসছে মার্কিন মুলুকে। সঙ্গে কানাডা আর মেক্সিকো। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে ৪৮ দলের মেগা

প্রতিযোগিতা। তবে আয়োজক শহর নিয়ে এখনও আশঙ্কা কাটেনি। বিশেষ করে সিয়াটল আর সান ফ্রান্সিসকোর নাম টেনে ট্রাম্প সরাসরি কটাক্ষ ছুড়েছেন। তাঁর কথায়, ‘‘ওই শহরগুলো চালাচ্ছে কিছু উন্মাদ বামপন্থী নেতা। যারা জানেই না, কীভাবে শাসন করতে হয়!’’ সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে ছ’টি আর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারার লিভাইস স্টেডিয়ামে ছ’টি ম্যাচ হওয়ার কথা। কিন্তু ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি-‘‘আমরা নিশ্চিত করব জায়গাগুলো যাতে নিরাপদ থাকে। যদি মনে হয় বিপদ, তাহলে অন্য ভেন্যুতে সরিয়ে নেওয়া হবে। একেবারেই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন!’’

২০০৭-এর পর থেকে ভারত-পাক ফাইনাল মানেই টিম ইন্ডিয়ার হার

এবার কি কাটবে ১৮ বছরের খরা?

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারত শেষবার পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে। এরপর আর পাকিস্তানকে ফাইনালে হারিয়ে ভারতের ট্রফি জেতা হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি বরাবরই ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রেকর্ড ভাল নয়। রবিবার দুবাইয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। এখন দেখার ১৮ বছরের খরা কাটিয়ে পাকিস্তানকে ফাইনালে হারিয়ে ভারত এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কি না। চলতি টুর্নামেন্টে তৃতীয়বারের মতো দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হবে। ভারত এর আগে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব এবং সুপার ফোর পর্বে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেছিল। এবার তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক অর্জনের চেষ্টা করবে। পাকিস্তান বাংলাদেশকে ১১ রানে হারিয়ে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রবেশ করেছে। এখন তারা খেতাব লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে। এশিয়া কাপ শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। ২০১৬ সালে, প্রথমবারের মতো, এই টুর্নামেন্টটি টিটোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা হয়। ভারত এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বেশিবার খেতাব জিতেছে। টিম ইন্ডিয়া এখন পর্যন্ত আটবার এশিয়া কাপ ট্রফি জিতেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান মাত্র দুবার জিতেছে, যেখানে শ্রীলঙ্কা ছয়বার এশিয়া কাপ ট্রফি ঘরে তুলেছে। মজার বিষয় হল, এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে, ভারত এবং পাকিস্তান কখনও ফাইনালে একে অপরের মুখোমুখি হয়নি। যদিও গত দুই ম্যাচে ভারতীয় দল পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। তবে সূর্যকুমার যাদবের দলকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, যা মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। যদি যেকোনও টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খেতাব লড়াইয়ের রেকর্ড বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই ম্যাচটি ভারতের জন্য সহজ হবে না। ভারত টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকে ফাইনালে পৌঁছেছে, তবে রবিবার একটি ভুলও তাদের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হতে পারে।

এবার দেখে নেওয়া যাক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যেকোনও টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের পরিসংখ্যান

• বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ ১৯৮৫

১৯৮৫ সালে মেলবোর্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বেনসন অ্যান্ড হেজেস বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা হয়েছিল। ভারত ১৭ বল বাকি থাকতে আট উইকেটে জয়লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ১৭৬ রান করে, যেখানে ভারত ৪৭.১ ওভারে জয়লাভ করে কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত এবং রবি শাস্ত্রীর অর্ধশতকের সুবাদে।

• অস্ট্রাল-এশিয়া কাপ ১৯৮৬

১৯৮৬ সালে ভারত এবং পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া-এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। এই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পাকিস্তান শেষ ওভারে এক উইকেটে জয়লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করে ভারত সাত উইকেটে ২৪৫ রান করে। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে জাভেদ মিয়াঁদাদ শেষ বলে চেতন শর্মাকে ছক্কা হাঁকিয়ে পাকিস্তানকে জয় এনে দেন। যা আজও ভুলতে পারেনি ভারতের ক্রিকেটমোদী জনতা।

• উইলস ট্রফি ১৯৯১

১৯৯১ সালের উইলস ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ছয় উইকেটে ২৬২ রান করে, কিন্তু ভারত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় ১৯০ রানে অলআউট হয়ে। সেই ম্যাচে পাকিস্তানের হয়ে আকিব জাভেদ সাত উইকেট নিয়েছিলেন।

• অস্ট্রেলিয়া কাপ ১৯৯৪

শারজায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে পাকিস্তান তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। এই ম্যাচে পাকিস্তান ২৫০ রান করে, যেখানে ভারত ২১১ রানে অলআউট হয়ে যায় এবং ৩৯ রানে হেরে যায়।

• সিলভার জুবিলি কাপ ১৯৯৮

ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সিলভার জুবিলি কাপ নামে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভারত এবং পাকিস্তান ফাইনালে ওঠে। ঢাকায় তিনটি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ফাইনালে ভারত আট উইকেটে জয়লাভ করে, আর দ্বিতীয় ফাইনালে পাকিস্তান ছয় উইকেটে জয়লাভ করে। তৃতীয় ফাইনালটি নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। ফাইনালে ভারত পাকিস্তানকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে।

• পেপসি কাপ ১৯৯৯

১৯৯৯ সালের সিলভার জুবিলি কাপের পরের বছর পেপসি কাপের ফাইনালে আবারও ভারত এবং পাকিস্তান মুখোমুখি হয়। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে পাকিস্তান ১২৩ রানে জয়লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ২৯১ রান করে, কিন্তু ভারত লক্ষ্য তাড়া করতে পারেনি, ১৬৮ রানে অলআউট হয়ে যায়।

• কোকা-কোলা কাপ ১৯৯৯

পেপসি কাপের পরপরই ভারত এবং পাকিস্তান কোকা-কোলা কাপে মুখোমুখি হয়, কিন্তু ভারতের জন্য পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। পাকিস্তান ১৩২ বল বাকি থাকতে আট উইকেটে জয়লাভ করে। সেই ম্যাচে ভারত প্রথমে ব্যাট করে, কিন্তু তাদের ইনিংস ১২৫ রানে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান সহজেই ম্যাচটি জিতে নেয়।

• টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০০৭

অনেক দিন পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও টুর্নামেন্টের খেতাব লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে, মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণে অংশগ্রহণ করে। এটি ছিল প্রথমবারের মতো আইসিসির সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বিশ্বকাপ আয়োজন। ফাইনালে উঠেছিল ভারত ও পাকিস্তান। ২০০৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ম্যাচে, ভারত প্রথমে ব্যাট করে গৌতম গম্ভীরের দুর্দান্ত অর্ধশতকের সুবাদে পাঁচ উইকেটে ১৫৭ রান করে। জবাবে, পাকিস্তান ১৫২ রানে অলআউট হয় এবং ভারত পাঁচ রানে ম্যাচটি জিতে নেয়।

• কিটপ্লাই কাপ ২০০৮

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরের বছর কিটপ্লাই কাপের ফাইনালে ভারত পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ৩ উইকেটে ৩১৫ রান করে। জবাবে ভারত ২৯০ রান করতে পারে, যার ফলে পাকিস্তান ২৫ রানে ম্যাচটি জিতে নেয়।

• আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৭

লন্ডনে অনুষ্ঠিত ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল। পাকিস্তান ১৮০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে অবশ্য ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিল। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান চার উইকেটে ৩৩৮ রান করে ভারতের জন্য বিশাল লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কিন্তু টিম ইন্ডিয়া মাত্র ১৫৮ রানে অলআউট হয়ে যায়।

প্রকাশ্যে এল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাসকট

নিজস্ব প্রতিবেদন

বছর ঘুরলেই ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। যার অপেক্ষায় গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা। সর্বাধিক বিশ্বসেরা দল ব্রাজিল থেকে শুরু করে গতবারের বিজয়ী আর্জেন্টিনা হোক কিংবা ইউরোপের দেশ শক্তিশালী ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল। নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে সকলেই। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই জাপান ও ইরানের মতো এশিয়ার দেশগুলি। সীমিত শক্তি নিয়েই লড়াই চালিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে চাইবে সকলে। যা দেখার জন্য মুখিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা। তার আগেই এবার প্রকাশিত হল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাসকট। উল্লেখ্য, এবারের ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে চলেছে মোট তিনটি দেশে। যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে। স্বাভাবিকভাবেই এবার দেখা গেল মোট তিনটি ম্যাসকটকে। যাদের মধ্যে রয়েছে ঈগল, মুস ও জাগুয়ার। এবারের এই বিশ্বকাপে তাঁদের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ক্লাচ, ম্যাপেল ও জায়ু। গত কয়েক ঘণ্টা আগেই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের সোশ্যাল সাইটে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি। যেখানে গোলরক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে ম্যাপলকে, স্ট্রাইকার হিসেবে দেখানো হয়েছে জায়ুকে এবং মিডফিল্ডার হিসেবে দেখানো হয়েছে ক্লাচকে। ইতিমধ্যেই যা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে নেটিজেনদের। জানা গিয়েছে এক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে ক্লাচ ঈগলকে। ক্রীড়া মহলে ক্লাচ হিসেবে মনে করা হয় এমন এক ব্যক্তিত্বকে যিনি উপযুক্ত সময় সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন কিংবা অনবদ্য পারফরম্যান্স করে থাকেন। এবার সেটিকে উপযুক্ত মনে করা হয়েছে।

এই নামের মধ্যে দিয়ে আমেরিকার দৃঢ় সংকল্প এবং খেলাধুলার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। পাশাপাশি কানাডার প্রতিনিধি হিসেবে থাকছে ম্যাপেল। এর মধ্য দিয়ে কানাডার সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি সরাসরি ম্যাপল পাতা থেকে নেওয়া হয়েছে। যেটি কানাডায় ব্যাপক পরিচিত। একইভাবে মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে জায়ু। এর মধ্যে দিয়ে আনন্দের পাশাপাশি ঐক্যের বার্তা উঠে আসে।

‘ভারতকে কোণঠাসা করাই আসল চ্যালেঞ্জ!’

ফাইনালের আগে খেলোয়াড়দের তাতালেন পাকিস্তান কোচ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ দুবাইয়ে রবিবার ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপের ফাইনাল। মঞ্চ তৈরি। কিন্তু চারপাশে ধিকিধিকি জ্বলছে বিতর্কের আঁচ। আগের দুই ম্যাচে হাত মেলাননি দুই দলের ক্রিকেটাররা। মাঠে উঠে এসেছে নানা বিতর্কিত ইশারা। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রাজনৈতিক মন্তব্য করে সমালোচনায়, আর পাক তারকা হারিস রউফ-সাহিবজাদা ফারহান উসকানিমূলক ভঙ্গিতে জ।য়েছেন বিতর্কে। এই আবহেই পাকিস্তান শিবিরে কড়া নির্দেশ দিলেন কোচ মাইক হেসন। ‘আমার বার্তা একটাই-শুধু ক্রিকেটে মন দাও!’ বলেছেন হেসন, ‘‘এমন ম্যাচে আবেগ, ইঙ্গিত থাকবেই। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত খেলার ফলই আসল!’’ পাকিস্তানের জার্নিটা সহজ ছিল না। গ্রুপ পর্বে ভারত সহজেই হারিয়েছে, ৭ উইকেটে। সুপার ফোরে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত অভিষেক শর্মার দুরন্ত পারফরম্যান্সে আশাভঙ্গ। তবু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১১ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছেন আফ্রিদিরা। হেসনের দাবি, আগের ম্যাচ থেকেই দল উন্নতি করেছে। তাঁর কথায়, ‘‘প্রথম ম্যাচে আমরা নিষ্ক্রিয় ছিলাম। ভারত পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ওদের যথেষ্ট চাপ দিই। অনেকটা সময় খেলার নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদেরই হাতে। শুধু অভিষেকের ইনিংসটাই ম্যাচ কেড়ে নিল!’’ সংখ্যাই বুঝিয়ে দিচ্ছে ভারতের দাপট। এশিয়া কাপে দুই ম্যাচে দুই জয়। ২০২২-এর পর থেকে টানা সাতবার ভারত জিতেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে- তিনটে ওয়ানডে, চারটে টি-২০। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা যে ‘পাকা দল’, সেটা মেনে নিয়েই পাক কোচের সাফ কথা, ‘‘আমদের কাজ ওদের দীর্ঘ সময় ধরে চাপের মধ্যে রাখা। ওখানেই আসল চ্যালেঞ্জ!’’ ফাইনাল শুধু ট্রফির ল।ই নয়, মর্যাদারও। পাকিস্তান আগেও অনেকবার ভারতকে চমকে দিয়েছে। তবে এবার ফাইনালের রং আলাদা। হেসনের চোখে, সুযোগটা প্রাপ্য। শুধু তা কাজে লাগানো প্রয়োজন! তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, ‘আমরা এত দিন ধরে ট্রফি জেতার জায়গায় আসতে চেয়েছি। এবার সুযোগ এসেছে। সেটাই সর্বস্ব দিয়ে করে দেখাতে হবে!’’ সব মিলিয়ে, ফাইনালের আগে পাকিস্তান শিবিরের মন্ত্র একটাই-অতিরিক্ত নাটক নয়, মাঠের ক্রিকেটেই চাপ তৈরি করো। ভারতের কাছে হারের ধারা ভাঙতে চাইলে সেটাই একমাত্র পথ।

চোটের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নেই ক্যারিবিয়ান তারকা বোলার

সংবাদ সংস্থা, বার্বাডোজ, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ক্যারিবিয়ান শিবির। দলের অন্যতম ভরসা ফাস্ট বোলার শামার জোসেফ চোটের জন্য দুই ম্যাচের সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাঁর জায়গায় তরুণ অলরাউন্ডার জোহানান লেনকে দলে নিয়েছে। ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি ২ অক্টোবর থেকে আমদাবাদে শুরু হবে। যদিও জোসেফের চোট সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছে, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য শামার জোসেফের স্থলাভিষিক্ত হবেন জোহানান লেন। চোটের কারণে জোসেফকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজের আগে তাঁর পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। ভারতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে জোসেফের অনুপস্থিতি সফরকারী দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। জোসেফ তাঁর অভিষেকের পর থেকেই প্রভাব ফেলেছেন এবং দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। জোসেফ ১১টি টেস্ট ম্যাচে ৫১টি উইকেট নিয়েছেন এবং তাঁর ইকোনমি রেট অসাধারণ। এদিকে, জোসেফের স্থলাভিষিক্ত লেন একজন ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার। তিনি ১৯টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে ২২.২৮ গড়ে ৬৬টি উইকেট নিয়েছেন এবং ৪৯৫ রান করেছেন।

বার্সেলোনার দুর্দান্ত জয়ের রাতে ফ্লিকের পেছনে গার্দিওলা

শুরু থেকে পজেশন ধরে রাখায় ও আক্রমণে আধিপত্য করলেও ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় গোল পাচ্ছিল না বার্সেলোনা। বরং গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুলে পিছিয়ে পড়ার পর একপর্যায়ে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কাও জাগল। তবে ঘুরে দাঁড়াল তারা দারুণভাবে। রিয়াল ওবিয়েদোকে হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমাল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, ওবিয়েদো, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি শিরোপাধারীরা জিতেছে ৩-১ গোলে। মাঝমাঠের কাছাকাছি থেকে আলবের্তো রেইনার দর্শনীয় গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান এরিক গার্সিয়া। বদলি নেমে রবের্ত লেভানডফস্কি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর শেষ দিকে জালের দেখা পান রোনাল্দ আরাউহো। পুরো ম্যাচে প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য মোট ২২টি শট নেয় বার্সেলোনা, যার ১০টি ছিল লক্ষ্যে। ওবিয়েদো সাত শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। ৬ রাউন্ড শেষে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৮। লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া আরও একটি ম্যাচ খেলতে নেমে তৃতীয় মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নেয় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে থেকে দানি ওলমোর প্রচেষ্টা ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। দশম মিনিটে রাফিনিয়ার পাসে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের ভলি দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন ওবিয়েদো গোলরক্ষক। ২২তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে র‍্যাশফোর্ডের আরেকটি শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন তিনি। ৩২তম মিনিটে রাফিনিয়ার নিচু শট পোস্টে লাগে। সেই বলে দুরূহ কোণ থেকে আরাউহোর শট গোললাইনের ওপর থেকে ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। পরের মিনিটে বার্সেলোনা গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়ার চরম ভুল আর রেইনার দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় ওবিয়েদো। বক্সের অনেকটা বাইরে এসে ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এক সতীর্থকে পাস দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পায়ে তুলে দেন গার্সিয়া। প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে উঁচু শটে বল জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রেইনা। ৫৬তম মিনিটে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। আরাউহোর পাসে কাছের পোস্টে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের বাধায় ঠিকমতো শট নিতে পারেননি ফেররান তরেস। গড়িয়ে যাওয়া বল দূরের পোস্টে পা ছুঁয়ে জালে পাঠান ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া। ৬৫তম মিনিটে রাফিনিয়াকে তুলে লেভানডফস্কিকে মাঠে নামান বার্সেলোনা কোচ। ফলও মিলে যায় দ্রুত। ৭০তম মিনিটে ডান দিক থেকে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের ক্রসে কাছের পোস্টে চমৎকার হেডে দলকে এগিয়ে নেন ৩৭ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকার। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন আরাউহো। র‍্যাশফোর্ডের কর্নারে হেডে গোলটি করেন উরুগুয়ের এই ডিফেন্ডার। একটু পর দারুণ একটি সেভ করে দুই গোলের ব্যবধান ধরে রাখেন হোয়ান গার্সিয়া।

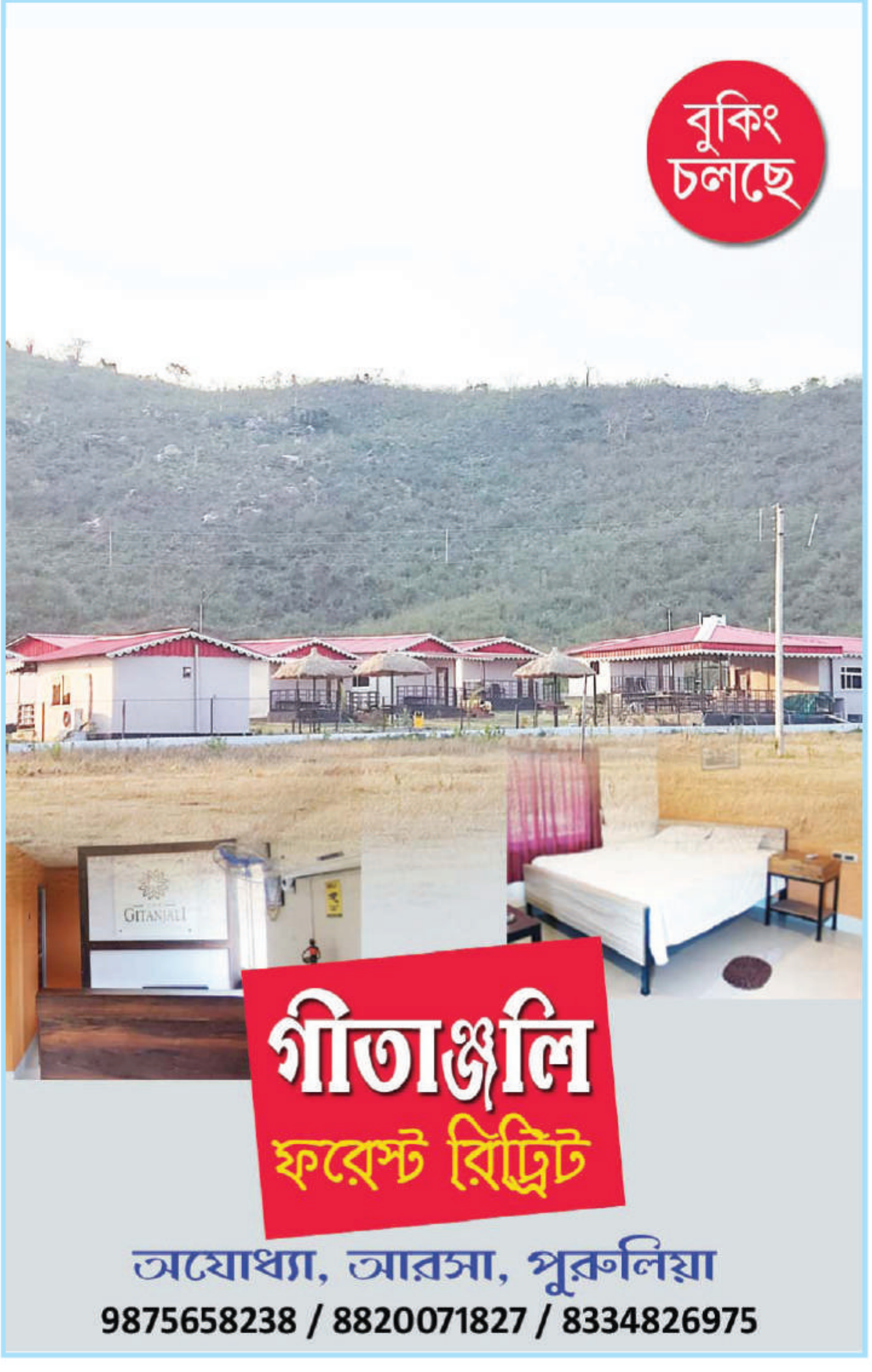

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com